মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব

অর্থার ডব্লিও. পিং

The Sovereignty of God

Arthur W. Pink

সূচিপত্র

১. মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও বর্তমান দিনকাল ------------------------ ১

২. মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্বের সংজ্ঞা -------------------------------- ১১

৩. সৃষ্টি জগতে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ----------------------------- ২১

৪. শাসন কার্যে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ----------------------------- ২৬

৫. নাজাতে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব -------------------------------- ৪৩

৬. কর্মে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ----------------------------------- ৮২

৭. মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও মানুষের ইচ্ছা ------------------------- ১০৪

৮. মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও মানুষের মোনাজাত--------------------- ১২২

৯. মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব ----------------- ১৩৯

১০. এই মতবাদের মূল্য -- ১৫৫

উপসংহার -- ১৭২

অধ্যায়-১

মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও বর্তমান দিনকাল

আজকে এই পৃথিবীতে বিষয়সমূহ কে নিয়ন্ত্রন করছেন মাবুদ না শয়তান? মাবুদ বেহেস্তে সর্বশাসন ক্ষমতার অধিকারী, সাধারণভাবে ইহা সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তিনি এই রকম এই দুনিয়ার উপরও করে থাকেন, ইহা প্রায় চিরন্তন ভাবে অস্বীকার করা হয় যদিও প্রত্যেক্ষভাবে না, তবে পরোক্ষভাবে অনেক অনেক লোক তাদের দর্শন ও তত্ত্বে মাবুদকে পিছনে রাখছে। বৈষয়িক জগতের কথা ধরুন। শুধু মাত্র এটা-ই অস্বীকার করা হয় না যে মাবুদ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ও সরাসরি কাজের মাধ্যমে, কিন্তু কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে তাঁর হাতের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রনে তাঁর তাৎক্ষনিক নজরও নেই। সমস্ত কিছুই "প্রকৃতির নিয়মের" (ব্যক্তিহীন ও বিমূর্ত) আদেশ অনুসারে হয়ে থাকে। এভাবে সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর নিজ সৃষ্টি জগত থেকে অদৃশ্য করা হয়। এইজন্য আমাদের অবাক হবার কোন কারণ নেই যে মানুষ তাদের অধঃপতিত চিন্তা-ভাবনায় কেন মানবীয় জাগতিক বিষয় থেকে তাকে বাদ দেয়। সমস্ত বিশ্বাসী দুনিয়ায় শুধুমাত্র সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই মতবাদ পোষন করা হয় যে মানুষ হল "স্বাধীন জীব", এবং এইজন্য তাঁর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ কর্তা এবং তাঁর গন্তব্যের নির্ধারনকারী। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মন্দতার জন্য শয়তানকে দোষারোপ করতে হবে, তারা ইহা স্বাধীনভাবে ঘোষনা করে, যাদের মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে, তথাপি তাদের নিজেদের দায়িত্বকে অস্বীকার করে শয়তানের উপর দোষ চাপিয়ে, যা প্রকৃত পক্ষে তাদের নিজেদের মন্দ অন্তকরণ থেকে বের হয়েছে (মার্ক.৭ঃ২১-২৩)।

কিন্তু আজকে এই দুনিয়াতে সমস্ত কিছু কে নিয়ন্ত্রণ করছে মাবুদ না শয়তান? জগৎ সম্পর্কে একটি আন্তরিক ও উলব্ধিপূর্ন ধারণা নেয়ার চেষ্টা করুণ। প্রতিটি দিক হতে আমরা জটিল ও বিশৃংখল দৃশ্যের সম্মখীন হই। পাপ সর্বত্র আইন ভঙ্গকারী অসংখ্য,মন্দ লোক ও প্রঞ্চকেরা "মন্দ থেকে আরও মন্দ" হচ্ছে

(২তীম.৩ঃ১৩)। আজকে সমস্ত কিছু মনে হয় সংযোগ বিহীন। সিংহাসন গুলো টলমল করতেছে ও ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা প্রাচীন রাজ বংশের পতন ঘটেছে, গণতন্ত্রের সমস্যার হচ্ছে সভ্যতা প্রমানিত ব্যর্থতা অর্ধবিশ্বাসীয় দুনিয়া বর্তমানে মৃত্যু মল্লযুদ্ধে একত্রে আবদ্ধ এবং এখন টাইটানিক দ্বন্বের অবসান হয়েছে, তার পরিবর্তে দুনিয়াকে "গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ" করা হয়েছে, আমরা আবিস্কার করেছি যে গণতন্ত্র পৃথিবীর জন্য খুবই বিপদজনক। অস্বস্থি, অসন্তুষ্ট এবং আইনহীনতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং কেউই বলতে পারে না কখন আবার একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। রাজনীতিবিদগন হতবুদ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত। মানুষের অন্তর "দুনিয়াতে কি আসিতেছে ভাবিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে...।"(লূক. ২১ঃ২৬)

এই সমস্ত জিনিস দেখে মনে হয় কি মাবুদ পূর্ন নিয়ন্ত্রণে আছে? কিন্তু আসুন মনোযোগ আমাদের ধর্মীয় জগতে সীমাবদ্ধ রাখি। দুইহাজার দুই বছর সুখবর প্রচারের পর এখনও মানুষ মসীহকে "অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করে।" সবচেয়ে খারাপ হল এখনও মাত্র (কিতাবের মসীহ) কিছু সংখ্যক লোক লোক তাঁর বিষয়ে ঘোষণা করে ও প্রচার করে। অধিকাংশ আধুনিক পুলপিট থেকে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা হয় এবং অস্বীকার করা হয়। জন সমুদ্রকে আকর্ষণ করতে উন্মত্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অধিকাংশ মন্ডলীগুলো পূর্ণ না হয়ে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য মানুষ যারা মন্ডলীতে যায় না তাদের কি হবে? কিতাবের আলোকে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে "অনেকে" আছে প্রশস্ত রাস্তায় যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এবং কিছু সংখ্যক আছেসরু রাস্তায় যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়। অনেকে ঘোষণা করছে যে ঈসায়ী মতবাদ ব্যার্থ, এবং অনেকের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে।মাবুদের নিজের অনেক লোককেও হতাশ করা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাসকেও ভীষনভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খোদার বিষয়ে কি মন্তব্য? তিনি কি শ্রবণ করেন ও দেখতে পান? তিনি কি দূর্বল অথবা উদাসীন? ঈসায়ী চিন্তা ভাবনার পথ প্রদর্শক হিসাবে যাদের গন্য করা করা হয় তাদের অনেকে আমাদের বলেন যে, বিগত শোচনীয় যুদ্ধের আগমনে খোদার কিছু করার ছিল না এবং তা হল তিনি অক্ষম ছিলেন ইহার অবসান ঘটাতে ইহা বলা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে বলা হয়ে

থাকে যে পরিস্থিতি মাবুদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। এই সমস্ত জিনিস দেখে মনে হয় কি মাবুদ পৃথিবী শাসন করছেন?

এই পৃথিবীতে বিষয় সমূহকে নিয়ন্ত্রন করছে মাবুদ না শয়তান? পৃথিবীর ঐসমস্ত মানুষের অন্তকরনের উপর কি প্রভাব পড়ে যারা মাঝে মাঝে কোন সুখবর প্রচার সভায় যায়? যাদেরকে কিতাব বিশ্বাসী বলে গন্য করা হয় ঐসমস্ত প্রচারকের প্রচার শুনে তাদের মধ্যে কি ধারণার জন্ম হয়? ইহা কি এই নয় যে ঈসায়ীরা একজন নিরাশ মাবুদের উপর বিশ্বাস করে? আজকের দিনে অধিকাংশ প্রচারকের নিকট থেকে যা শোনা যায় তা থেকে কোন সচেতন শ্রোতা কি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন না যে সে এমন একজন মাবুদকে স্বীকার করে প্রতিনিধিত্ব করে, যিনি সদয় পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ কিন্তু অক্ষম সেগুলো বাস্তবে রূপ দিতে, তিনি আন্তরিক ভাবে আকাংখা করেন মানুষকে রহমত দিতে, কিন্তু মানুষ তাঁকে তা করতে দেয় না? তাহলে অবশ্যই কি সাধারন শ্রোতারা সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না যে শয়তান বিজয়ী হয়েছে, এবং মাবুদকে করুণা করতে হবে দোষারোপ করার পরিবর্তে ? সমস্ত কিছু মনে হয় প্রদর্শন করে যে এই পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে খোদার চেয়ে শয়তান বেশি সক্রিয়?

হায় ! এর সমস্ত কিছুই নির্ভর করে আমরা কি বিশ্বাসে পথ চলি না যা দেখা যায় তা দ্বারা পথ চলি। প্রিয় পাঠক, এই পৃথিবী ও ইহার সাথে খোদার সম্পর্ক এই বিষয়ে আপনার চিন্তা কি আপনি যা দেখতে পান তার উপর প্রতিষ্ঠিত? সততা ও একনিষ্ঠার সাথে এই প্রশ্নের উত্তর দিন। এবং আপনি যদি একজন বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে খুব সম্ভবতঃ আপনার লজ্জা ও দুঃখে মাথা নত করার কারণ থাকতে পারে, এবং স্বীকার করে নিতে হতে পারে ইহা এই রকমই। হায়! বাস্তবে আমরা খুব কম সময়ই "বিশ্বাসে" পথে চলি। কিন্তু "বিশ্বাসে পথ চলার " তাৎপর্য কি? ইহার অর্থ হল আমাদের চিন্তা গঠিত হয়, আমাদের কাজ কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের জীবন গঠিত হয় কিতাবের আদর্শে, কারণ "খোদার কালাম শুনিবার ফলেই ঈমান আসে।" রোম.১০ঃ১৭) ইহা শুধুমাত্র সত্যের কালাম হতে , এবং কেবল তা হতে, আমরা জানতে পারি এই পৃথিবীর সাথে খোদার সম্পর্ক কি?

এই পৃথিবীতে সমস্ত বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করছে, শয়তান না মাবুদ? কিতাব কি বলে? শীঘ্রই আমরা সরাসরি এই অনুসন্ধানের উত্তর বিবেচনা করব, ইহা বলা

হোক যে, কিতাব ভবিষ্যদ্বানী করেছে আমরা এখন যা শুনছি এবং দেখছি। এহুদার ভবিষ্যদ্বানী এখন পরিপূর্ণ হবার পথে। ইহা আমাদেরকে বিপথে অনেক দূর নিয়ে যাবে আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান থেকে এই বিবৃতি সম্পূর্ন ভাবে ব্যাখ্যা করলে , কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে আমাদের অন্তরে যে বাক্যটি আছে তা ৮ পদ, "তবু এই ভন্ড ওস্তাদেরা তেমন ভাবে খারাপ স্বপ্নের বশে নিজেদের দেহ নাপাক করিতেছে, শাসন অগ্রাহ্য করিতেছে এবং যাহারা যোগ্য তাঁহাদের নিন্দা করিতেছে। " হাঁ, তারা "নিন্দা করে" সর্বোচ্চ সম্মানের পাত্রকে একমাত্র সম্রাট, "যিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।" আমাদের যুগ বিশেষ করে অশ্রদ্ধার যুগ এবং এর ফলশ্রুতিতে আইন বিহীন আত্মা , যা কোন সীমানা মানে না এবং যা সমস্ত কিছু বর্জন করতে ইচ্ছুক যা কিছু স্বাধীন ইচ্ছার গতির পথে বাঁধা স্বরূপ, সমস্ত পৃথিবীকে দ্রুত গ্রাস করছে দানব আকৃতি জোয়ারের ঢেউয়ের মত। বৃদ্ধি প্রাপ্ত প্রজন্মের সদস্যরা হল অতিদুষ্ট, অপরাধী, পিতা মাতার কর্তৃত্বের ধ্বংস ও বিলোপে সভ্যতার কর্তৃত্বের বিলোপসাধনের সুনির্দিষ্ট দূর্বল ক্ষন। এই জন্য মানব আইনের প্রতি ক্রমাগত অশ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষিতে এবং "যিনি সম্মান পাবার যোগ্য তাঁকে সম্মান দিতে" অস্বীকৃতি আমাদের অবাক হবার কোন প্রয়োজন নেই যদি মর্যাদার স্বীকৃতি, কর্তৃত্ব সর্ব শক্তিমান আইনদাতার সর্বময় ক্ষমতা অধঃ থেকে অধঃ পতিত হয় এবং জনগণের তাদের প্রতি খুব কম ধৈর্য্য আছে যারা এর উপর জোর দেয় । এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে না, পক্ষান্তরে অধিক নিশ্চিত কালামের ভবিষ্যদ্বনী আমাদেরকে অবগত করে যে তারা মন্দ থেকে অধিক মন্দ হবে। আমরা প্রত্যাশাও করতে পারি না সক্ষম হবার এই জোয়ার থামানোর ইহা ইতিমধ্যে অনেক বেশি উপরে উঠে গেছে যা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। এখন আমরা যা প্রত্যাশা করতে পারি তা হল আমাদের সহ ধার্মিকদেরকে সতর্ক করে দিতে পারি এই যুগের আত্মা সম্পর্কে, এবং তাদের উপর ইহার উদার প্রভাব এভাবে বিফল করে দেবার অনুসন্ধান করতে পারি।

এই পৃথিবীতে সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করছে শয়তান না মাবুদ? কিতাব কি বলে? আমরা যদি তাদের সহজ ও উপকারী ঘোষণা বিশ্বাস করি, তাহলে অনিশ্চয়তার কোন স্থান নেই। তারা বার বার নিশ্চিত করে বলে যে মাবুদ বিশ্বভ্রমান্ড্রের সিংহাসনে আসিন শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে যে তিনি আপন ইচ্ছার মন্ত্রনা

অনুসারে সমস্ত কিছু পরিচালনা করছেন। তারা শুধু নিশ্চিত করে বলে না যে মাবুদ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু বলে যে মাবুদ তাঁর হাতের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং শাসন করছেন। তারা জোর দিয়ে বলে যে মাবুদ সর্ব শক্তিমান তাঁর ইচ্ছা অপরিবর্তনীয়, যে তিনি একমাত্র সর্বক্ষমতার মালিক তাঁর বিশাল নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি রাজ্যে। এবং অবশ্যই নিশ্চিতভাবে ইহা অবশ্যই এই রকম। শুধুমাত্র দু'টি বিকল্প সম্ভব হতে পারে। মাবুদ অবশ্যই শাসন করেন অথবা শাসিত হন , প্রভাবিত করেন অথবা প্রভাবিত হন, তাঁর নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন, অথবা বাধা প্রাপ্ত হন তাঁর নিজ সৃষ্টি জীব দ্বারা। এই সত্য গ্রহণ করে যে তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে তিনি একমাত্র সম্রাট এবং রাজাদের রাজা, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী, এবং সিদ্ধান্তটা অপ্রত্যাখ্যান যোগ্য যে, তিনি অবশ্যই নামে ও প্রকৃত পক্ষে মাবুদ।

ইহা তার পরিপ্রক্ষিতে যা সংক্ষেপে আমরা উপরে উল্লেখ্য করেছি, আমরা বলি আজকের দিনে পরিস্থিতি জোর দাবী জানায় মাবুদসর্বত্র বিরাজমান ইহার নতুন করে পরীক্ষা করার ও উপস্থাপনের দেশের প্রতিটি পুলপিট থেকে ধ্বনিত হওয়া দরকার যে মাবুদ এখনও জীবিত, মাবুদ এখনও পর্যবেক্ষণ করেন, যে মাবুদ এখনও শাসন করেন। বিশ্বাস এখন সংকটের মধ্যে , ইহা আগুন দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে, খোদার সিংহাসন ছাড়া অন্তর ও মনের আর কোন স্থায়ী ও যথেষ্ট বিশ্রাম স্থান নেই। পূর্বে সমস্ত সময়ের চেয়ে এখন আবশ্যকীয় হল খোদার মাবুদই সত্ত্বার একটি পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক উপস্থাপন। অতি তীব্র রোগের অতি তীব্র প্রতিকারের প্রয়োজন হয়। মানুষ অতি সাধারণ ও মামুলী মন্তব্য শুনে শুনে ক্লান্ত আহ্বান হল নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কিছুর জন্য । উপশমকারী সিরাপ খিট খিট বাচ্চাদের জন্য কাজ করতে পারে , কিন্তু আয়রণ টনিক বয়স্কদের জন্য অধিক উপযুক্ত এবং আমরা জানি না কি অধিক উপযুক্ত আমাদের অন্তরে আত্মীত শক্তি অনুপ্রবেশ করায় খোদার চরিত্রের একটি আত্মীক উপলব্ধির চেয়ে। ইহা কিতাবে লেখা আছে, "কিন্তু যে লোকেরা তাদের মাবুদকে জানে তারা খুব শক্তভাবে তাকে বাধা দেবে।" (দানি. ১১ঃ৩২)নিসন্দেহে একটি বিশ্ব সংকট অতি নিকটে, সর্বত্র মানুষ সতর্ক অবস্থায় আছে। কিন্তু মাবুদ নন। তিনি কখনও অবাক হন না। ইহা কোন অপ্রত্যাশিত সংকট নয় যা এখন তার সামনে উপস্থিত

হয়েছে কারণ তিনিই সেই জন যিনি, আপন বিচার বুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছা মত সমস্ত কাজ করেন। (ইফি. ১ঃ১১) এইজন্য যদিও দুনিয়া ভয়ে আতংকিত , বিশ্বাসীদের প্রতি বাক্য হল , "ভয় করো না সমস্ত কিছু তার তাৎক্ষনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে"। সমস্ত জিনিস তাঁর অনন্ত ইচ্ছা অনুসারে চলছে, এবং এই জন্য সমস্ত কিছু তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে যারা মাবুদকে ভালবাসে, তাদের জন্য যাদেরকে তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে আহ্বান করা হয়েছে। ইহা অবশ্যই এমন হবে, কারণ "সমস্ত কিছু তাঁহারই নিকট হতে ও তাহার মধ্য দিয়াই আসে এবং সমস্ত কিছু তাঁহার উদ্দেশে। (রোম. ১১ঃ৩৬) তথাপি ইহা খোদার লোকদের দ্বারা কত কম উপলব্ধ হয়। অনেকেই মনে করে যে তিনি বহু দূরের দর্শকের চেয়ে একটু বেশি কিছু পৃথিবীর কোন বিষয়ে তাৎক্ষনিক কোন হাত নেই। ইহা সত্য যে মানুষকে শক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু মাবুদ সর্ব শক্তিমান। ইহা সত্য যে , সাধারনভাবে বলতে গেলে বস্তু জগৎ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ইহার পেছনে আইন হল আইন দাতাও পরিচালনাকারী। মানুষ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। মাবুদ হলেন সৃষ্টি কর্তা এবং সর্বশক্তিমান মাবুদ যিনি অনন্ত কাল পূর্বে (যিশা. ৯ঃ৬) বিরজমান ছিলেন এবং পৃথিবী স্থাপনের পূর্বে, তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, এবং ক্ষমতা অসীম এবং মানুষ সসীম মাত্র, তাঁর পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য বাধা প্রাপ্ত অথবা ব্যহত হতে পারে না তাঁর হাতের সৃষ্টি দ্বারা। আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত যে জীবন হল একটি বিরাট সমস্যা, এবং প্রত্যেক দিক থেকে রহস্য দ্বারা ঘেরা। আমরা মাঠের পশুর মত নই নিজেদের উৎস সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের সামনে কি আছে ঐ বিষয়ে সচেত নয়। না, কিতাবের মধ্যে নবীরা যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়েছে অন্ধকারে যেমন তোমাদের চোখ বাতির দিকে থাকে ঠিক তেমন ভাবে , যতক্ষন সকাল না হয় এবং তোমাদের অন্তরে শুকতারা না উঠে, ততক্ষন পর্যন্ত নবীদের কথায় মনোযোগ দিলে তোমরা ভাল করিবে। (২পিতর.১ঃ১৯) এবং এই ভবিষ্যৎ বাক্যে আমাদেরকে সত্যিই ভাল করে মনোযোগ দিতে হবে এই কালাম যার উৎস মানুষের মন নয় কিন্তু খোদার মন , কারণ "নবীদের কথা মন গড়া নয়, পাক রূহের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁহারা খোদার দেওয়া কথা বলিয়াছেন।" আমরা আবারও বলি, "কালামে" আমাদেরকে ভাল ভাবে মনোযোগ দিতে হবে।

আমরা যদি এই কালামের দিকে ফিরি এবং তাহতে শিক্ষা লাভ করি আমরা একটি মৌলিক শিক্ষা খুঁজে পাই যা অবশ্যই প্রতিটি সমস্যা প্রয়োগ করতে হবে। মানুষ ও তাঁর দুনিয়া দিয়ে শুরু করে এবং খোদার দিকে ফিরে যাবার পরিবর্তে আমরা মাবুদ দিয়ে শুরু করব এবং মানুষের দিকে ফিরে আসব। শুরুতেই মাবুদ এই নীতিটি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করুন। এই দুনিয়াটি দিয়ে শুরু করুন যেমনটি ইহা আজকে এবং চেষ্টা করুন এবং খোদার দিকে কাজ করুন এবং মনে হবে সমস্ত কিছু প্রদর্শন করে যে এই দুনিয়ার সাথে খোদার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মাবুদকে দিয়ে শুরু করুন এবং ফিরে দুনিয়ার সাথে কাজ করুন অনেক আলো সমস্যার উপর পতিত হবে। কারণ মাবুদ পবিত্র এবং তাঁর রাগ পাপের বিরুদ্ধে জলে উঠে। কারণ মাবুদ ন্যায় পরায়ন বিচার তাদের উপর পতিত হয় যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কারণ মাবুদ বিশ্বস্ত তাঁর কালামের পবিত্র ভীতি প্রদর্শন বাস্তবায়িত হবে। মাবুদ সর্বশক্তিমান কেহই সফল জনক ভাবে তাঁকে প্রতিহত করতে পারে না তাঁর পরামর্শ আরও কম পরাজিত হয় এবং যেহেতু মাবুদ সর্বদর্শী কোন সমস্যা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং কোন বিপদ তাঁর জ্ঞানকে হতবুদ্ধি করতে পারে না। ইহা এই জন্য মাবুদ যেমন তেমনই তিনি তাই এবং তাঁর অনমনীয় ন্যায় বিচারও নিখুঁত পবিত্রতার আলোকে আমরা অন্য কোন কিছু প্রত্যাশা করতে পারি নাতার চেয়ে যা আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত আছে। খুব জোর দিয়ে ইহা বলা হোক যে অন্তর শুধুমাত্র বিশ্রাম আনন্দ পেতে পারে এই আর্শীবার্ম্বিত সত্যে যে মাবুদ একমাত্র সর্বশক্তিমান যাতে বিশ্বাস অনুশীলন করা হয়। বিশ্বাস সর্বদা মাবুদ এর সহিত নিয়োজিত। তাহল ইহার প্রকৃতি ঃ যা ইহাকে বুদ্ধি মত্তার মতবাদ থেকে পৃথক করে। বিশ্বাস স্থির থাকে, যাহাকে দেখা যায় না তাঁহাকে যেন দেখিতে পাইতেছেন।' সহ্য করে হতাশা, কষ্ট, এবং জীবনে হৃদয় যন্ত্রনা স্বীকার করে যে সমস্ত কিছু তাঁর হস্ত থেকে আগত যিনি এত দয়ালু যে নির্দয় হতে পারেন না। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় আমাদের অন্তর স্বয়ং মাবুদ ব্যতীত অন্য কোন জিনিস দিয়ে অধিকৃত ছিল, যেখানে কোন বিশ্রাম নেই অন্তরের জন্য এবং শান্তি নেই মনের কিন্তু যখন আমরা সমস্ত কিছু যা আমাদের জীবনে আসে তাঁর হস্ত থেকে আগত বলে গ্রহণ করি, আমাদের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন জীর্ণ কুটীর অথবা বন্দী দশায় অথবা শহিদের

অবস্থায় আমরা বলতে সক্ষম হব যে, "আমরা সীমার মধ্যে যে জায়গায় পড়েছে তা চমৎকার।" (গীত. ১৬ঃ৬) কিন্তু ইহা হল বিশ্বাসের ভাষা, কোন অনুভূতি বা দৃষ্টির নয়। কিন্তু যদি পবিত্র কালামের সাক্ষের নিকট মাথা নত করার পরিবর্তে, বিশ্বাসে পথ চলার পরিবর্তে, আমরা আমাদের চোখের সাক্ষকে অনুসরন করি এবং ইহার অর্থ হল এই যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতার জলাভূমিতে পতিত হব। অথবা আমরা যদি অন্যদের চিন্তা ভাবনা অথবা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই তাহলে শান্তির অবসান ঘটবে। ইহা গ্রহন যোগ্য যে এই পৃথিবীতে প্রচুর পাপ দূর্ভোগ আছে যা আমাদেরকে ভীত করে ও দুঃখ দেয় গ্রহন যোগ্য যে খোদার প্রচুর তত্ত্বাবধানের কাজ আমাদেরকে ভীত ও চমকিত করে। কোন কারণ নেই যার জন্য আমাদের দুনয়াবি লোকের সাথে একত্রিত হতে হবে। যারা বলে, যদি আমি মাবুদ হতাম, তাহলে তা হতে দিতাম না অথবা সহ্য করতাম না ইত্যাদি। রহস্যের গূঢ়ে উপস্থিত থেকে অতীতের একজনের সাথে বলা অনেক ভাল , "আমি চুপ করেই আছি, মুখ খুলব না কারণ তুমিই এ সব কষ্ট হতে দিয়েছ।" (গীত ৩৯ঃ৯) কিতাব আমাদেরকে বলে যে খোদার বিচার "বুঝা অসম্ভব ", এবং "তাঁর পথ অনুসন্ধানের অতীত" (রোম ১১ঃ৩৩)। ইহাএই রকম অবশ্যই যদি বিশ্বাস পরীক্ষিত হতে হয়, , তাঁর জ্ঞানের উপর এবং ধার্মিকতার আস্থা বৃদ্ধি পায়, শক্তিশালী হয় এবং তাঁর ইচ্ছার নিকট আত্নসমর্পন উৎসাহিত হয়। এই হল বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। অবিশ্বাসীরা "দুনিয়ার" সমস্ত কিছু দুনিয়ার মাপে বিচার করে, সময় এবং অনুভূতির আলোকে জীবনকে দেখে এবং সমস্ত কিছু তার জগৎ নির্মিত দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। কিন্তু বিশ্বাসের মানুষ মাবুদকে আনয়ন করে, সমস্ত কিছু তাঁর অবস্থান থেকে দেখে। আত্নীক মানদন্ডের প্রেক্ষিতে মূল্য হিসাব করে, এবং জীবনকে অনন্ত কালের আলোকে দেখে। এই সমস্ত করে সে সমস্ত কিছু গ্রহণ করে মাবুদের হস্ত হতে। এই রকম করে তাঁর অন্তর স্থির থাকে ঝড়ের মধ্যেও। এই রকম করে সে মাবুদের মহিমার আশায় আনন্দ করে।

এই প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করেছি চিন্তার ধারা সমূহ যা এই বই-এ অনুসরন করা হয়েছে। আমাদের প্রথম স্বীকার্য বিষয় হল যেহেতু মাবুদ -ই মাবুদ, তিনি যেমন ইচ্ছা সমস্ত কিছু করেন, শুধুমাত্র তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, সর্বদা

তিনি যেমন পছন্দ করেন , তাঁর প্রধান চিন্তা হল তাঁর আপন সন্তুষ্টির বাস্তবায়ন এবং তাঁর আপন মহিমার প্রদর্শন , যে তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বা, এবং এইজন্য বিশ্ব ভ্রমান্ডের অধিপতি। এই স্বতঃসিদ্দ বিষয় দিয়ে শুরু করে আমরা মাবুদের সর্ব ক্ষমতার অনুশীলনের বিষয়ে ধ্যান করেছি, সর্ব প্রথম সৃষ্টিতে দ্বিতীয়ত তাঁর সৃষ্টি জগতের উপর রাজকীয় শাসনে, তৃতীয়তঃ তার মনোনীতদের নাজাতে, চতুর্থতঃ দুষ্টদের দন্ডদানে এবং পঞ্চমতঃ তাঁর কাজ মানুষের উপর ও ভিতরে। পরবর্তীতে আমরা মাবুদের সর্ব ক্ষমতার উপর আলোকপাত করেছি যেভাবে ইহা বিশেষতঃ মানুষের ইচ্ছার ও মানুষের দায়িত্বর সাথে সাধারণভাবে সম্পর্ক যুক্ত এবং অনুসন্ধান করেছি প্রদর্শন করার জন্য সৃষ্টি হিসাবে স্রষ্টার মর্যাদা সম্পর্কে শুধুমাত্র কী রকম মনোভাব উপযুক্ত। আর ভিন্ন একটি অধ্যায় আলাদা করে রাখা হয়েছে কিছু জঠিল বিষয় যা অন্তর্ভূক্ত এবং কিছু প্রশ্নের উত্তরে আলোচনার জন্য যা আমাদের পাঠকদের মনে জাগ্রত হতে পারে। যেখানে একটি অধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে মোনাজাতের বিষয়ে খোদার সর্ব শক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিন্তু যত্নের সহিত পরীক্ষা করার জন্য। সর্বশেষে আমরা অনুসন্ধান করেছি প্রদর্শন করার জন্য যে মাবুদের একমাত্র কর্তৃত্ব কিতাবে প্রকাশিত একটি সত্য আমাদের অন্তরে সান্ত্বনার জন্য আমাদের আত্মাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং আমাদের জীবনকে আর্শীবাদ করার জন্য । খোদার একমাত্র কর্তৃত্বের সঠিক উপলব্ধি ইবাদতের আত্মাকে উন্নত করে। প্রকৃত ধার্মিকতার জন্য উৎসাহ প্রদান করে, পরিচর্যায় আগ্রহকে উৎসাহিত করে। ইহা মানব অন্তকরণকে গভীরভাবে অবনত করে, কিন্তু মাত্রার দিক থেকে ইহা মানুষকে তাঁর স্রষ্টার সম্মুখে ধূলিতে বসায়, ঐ পর্যায়ে মাবুদ গৌরবান্বিত হন। আমরা ভালভাবে অবগত যে আমরা যা লিখেছি তা সরাসরি বিরুদ্ধে দেশের বর্তমানে অনেক ধর্মীয় সাহিত্যের ও পুলপিটের শিক্ষার। আমরা স্বাধীনভাবে গ্রহন করি যে খোদার একমাত্র কর্তৃত্বের স্বতঃসিদ্ধতা ইহার সমস্ত অনুসিদ্ধান্ত সহ প্রাকৃতিক মানুষের চিন্তা ও ধারণার সরাসরি বিরোধিতা, কিন্তু সত্য বিষয় হল, আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করতে সম্পূর্ণ অপরাগঃ আমরা খোদার মহিমা ও পথের সঠিক মূল্যায়ন নির্ধারণে অনুপযুক্ত, এবং ইহা এইজন্য যে মাবুদ তাঁর মনের প্রকাশ আমাদেরকে দিয়েছেন এবং ঐ প্রকাশনায় তিনি পরিস্কার ভাবে ঘোষণা করেন , "তোমাদের চিন্তা আমার চিন্তা নয় এবং তোমাদের

পথ আমার পথ নয়, প্রভু বলেন। যেমন বেহেস্ত দুনিয়া থেকে অনেক উর্ধ্বে, তেমনি আমার চিন্তা তোমাদের থেকে । (যিশা.৫৫ঃ৮,৯) এই আয়াতের আলোকে শুধুমাত্র ইহা প্রত্যাশা করা যেতে পারে যে কিতাবের অধিকাংশ বিষয়ে দ্বন্দ্ব হয় রক্ত মাংসের মনের আবেগের সাথে, যা খোদার সাথে শত্রুতা। তাহলে আমাদের আবেদন আজকের জনপ্রিয় বিশ্বাসের প্রতিও নয় মন্ডলীগুলোর ধর্মমত এর কাছেও নয়, কিন্তু যেহোভার আইন ও সাক্ষ্যের কাছে। আমরা যা কিছু চাই তা হল আমরা যা লিখেছি তার নিরপেক্ষ ও মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ এবং তা করা হয়েছে মোনাজের সহিত সত্যের বাতির আলোতে। পাঠক যেন স্বর্গীয় সতর্ক বাণীর প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করেন,"সমস্ত কিছু যাচাই করিয়া দেখিও। যাহা ভাল তাহা ধরিয়া রাখিও।(১থিষল.৫ঃ২১)

অধ্যায়-২

মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্বের সংজ্ঞা

"হে সদা প্রভু, মহিমা, শক্তি, জাঁকজমক, জয় আর গৌরব তোমার, কারণ স্বর্গের ও পৃথিবীর সবকিছু তোমারই। হে সদাপ্রভু, তুমিই সব কিছুর উপরে রাজত্ব করছ, তোমার স্থান সকলের উপরে ।" (১বংশা.২৯ঃ১১)

সাধারণতঃ আগে বুঝা হত খোদার কর্তৃত্ব একটি ভাষার বর্ণনা। ইহা এমন একটি শব্দগুচ্ছ যা ধর্মীয় সাহিত্যে প্রায়ই ব্যবহার হত। ইহা একটি বিষয় যা প্রায়ই পুলপিটে ব্যাখ্যা করা হত। ইহা ছিল এমন একটি সত্য যা অনেকের মনে স্বস্তি আনত, বিশ্বাসী চরিত্রে কর্ম শক্তি ও দৃঢ়তা দিত। কিন্তু আজকে অনেকাংশে খোদার কর্তৃত্বে প্রকাশ হলো অজানা ভাষায় কথা বলা। গড়পরতায় পুলপিট হতে কি আমাদের একটি ঘোষণা করতে হবে যে আমাদের বক্তার বিষয় হলো মাবুদের কর্তৃত্ব ইহা মনে হবে। অনেকটা মৃতঃ ভাষা থেকে ধারনকৃত শব্দগুচ্ছ। দূর্ভাগ্য! ইহা এই রূপ হওয়াই উচিত ছিল। হায়! ইহা হল সেই মতবাদ যা ইতিহাসের সূচনা, তত্ত্বাবধানের অনুবাদকারী, কিতাবের প্রধান বন্ধন , এবং ঈসায়ী ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি, অতি অল্প উপলব্ধি করা ও দারুণভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। খোদার কর্তৃত্ব। আমরা ইহা দ্বারা কি বুঝাই? আমরা খোদার সর্ব প্রাধান্যতা খোদার কর্তৃত্ব বুঝাই। মাবুদ সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা যে মাবুদই মাবুদ। খোদা সর্বশ্রেষ্ঠ এই কথা বলা মানে ঘোষনা করা যে তিনি সবার উর্ধ্বে, তিনি বেহেস্তের সৈন্যদের মাঝে এবং দুনিয়ার অধিবাসীদের মাঝে তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করছেন, যাতে কেউ তাঁর হাত থামিয়ে দিতে না পারে অথবা তাঁকে বলতে পারবে না," তুমি কি করছ"? (দানিয়েল.৪ঃ৩৫) মাবুদ সর্বশ্রেষ্ঠ এই কথা বলার অর্থ ঘোষণা করা যে তিনি সর্বশক্তিমান, দুনিয়া ও বেহেস্তের সর্বশক্তির অধিকারী যাতে কেউ তাঁর পরামর্শকে পরাজিত করতে পারে না, তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারে না অথবা তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারে না। (গীত.১১৫ঃ৩) মাবুদ সর্বশেষ্ঠ এই কথা

বলার অর্থ ঘোষণা করা যে তিনি জাতিগণের শাসন কর্তা (গীত ২২ঃ১৮) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজাদের পতন ঘটাছেন এবং রাজ বংশের গতি নির্ধারণ করেছেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে। মাবুদ সর্বশেষ্ঠ বলার অর্থ হল ঘোষণা করা যে তিনি একমাত্র সম্রাট রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু (১তীম. ৬১৫)। এই হল কিতাবের মাবুদ। আধুনিক ঈসায়ী সমাজ এর মাবুদ থেকে কিতাব এর মাবুদ কত ভিন্ন?

মবুদের উপলব্ধি যা বর্তমানে ব্যপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে, এমন কি যারা কিতাবের দিকে মত দেয় তারাও সত্যের করুণ বিকৃত, নিন্দনীয় ও হাস্যকর চিত্র। বিংশ শতাব্দীর মাবুদ অসহায় একটি দূর্বল সত্ত্বা যিনি কোন বাস্তব চিন্তাশীল ব্যক্তির সম্মানের যোগ্য নন। অর্ধ মাতাল আবেগ সৃষ্টি হল খোদার জনপ্রিয় ভাবমূর্তি। আজকের দিনে অনেক পুলপিটের মাবুদ ভয় জাগানো শ্রদ্ধার পরিবর্তে করুণার পাত্র। খোদার উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষের নাজাত দেওয়া, খোদাবন্দ পুত্র মৃত্যু বরণ করেছেন সমস্ত মানব জাতিকে নাজাত দেয়ার ব্যাপক উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মাবুদ পবিত্র আত্মা সমস্ত মানব জাতিকে মসীহের জন্য জয় করতে চেষ্টা করছেন এই সমস্ত কথা বলার অর্থ যখন সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্পষ্টতঃ আমাদের অধিকাংশ সহযোগী পাপে মৃত্যু বরণ করছে এবং আশাহীন অনন্ত কালে প্রবেশ করছে এর মানে পিতা মাবুদ হতাশ হয়েছেন, খোদাবন্দ পুত্র অসন্তুষ্ট এবং মাবুদ পবিত্র আত্মা পরাজিত হয়েছেন। আমরা বিষয়টি খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু উপসংহার পরিবর্তিত হচ্ছে না। যুক্তি হল মাবুদ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন সমস্ত মানব জাতিকে মুক্ত করতে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁকে তা করতে দেবে না। ইহার অর্থ হল স্রষ্টার ইচ্ছা ক্ষমতাহীন এবং সৃষ্টির ইচ্ছা সর্ব শক্তিমান। শয়তানের উপর দোষ চাপানো যা অনেকে করে, সমস্যা সমাধান করে না। যদি শয়তান মাবুদের ইচ্ছাকে পরাজিত করে, তাহলে শয়তান সর্বশক্তিমান এবং মাবুদ সর্বশক্তিমান সত্ত্বা নন। খোদার আদি উদ্দেশ্য ব্যার্থ হয়েছে পাপের কারণে এই ঘোষণা করার মানে, মাবুদকে তাঁর সিংহাসন থেকে অপসারণ করা। প্রস্তাব করা যে মাবুদ অবাক হয়েছিলেন এদোন বাগানে এবং এখন চেষ্টা করছেন সেই অদৃষ্টপূর্ব বিপদের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ স্থান থেকে সীমিত ভ্রান্তির মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা। যুক্তি দেখানো যে মানুষ হল স্বাধীন

ইচ্ছা সম্পন্ন প্রাণী এবং তাঁর নিজের গন্তব্য স্থল নির্ধারনকারী, এবং এই জন্য তাঁর ক্ষমতা আছে তার নির্মাতাকে পরাজিত করার এর অর্থ হল মাবুদ সর্বশক্তিমান এই উপাধি হরণ করা। সৃষ্ট তার সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত সীমানা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং বস্তুত মাবুদ হলেন একজন অসহায় দর্শক পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের সম্মুখে যা আদমের পতনের ফলে সংঘটিত হয়েছিল, ইহার অর্থ পবিত্র বাক্যের স্পষ্ট ঘোষণাকে অস্বীকার করা প্রধানত, অবশ্যই মানুষের রাগের ফলে তোমার প্রশংসা হয়, সেই রাগের বাকী অংশ দিয়ে তুমি নিজেকে সাজাও। (গীত. ৭৬ঃ১০) এক কথায়, খোদার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার মানে এমন এক পথে প্রবেশ করা, যার যুক্তি সংঘত শেষ প্রান্ত অনুসরন করলে চরম নাস্তিকতায় উপস্থিত হতে হবে।

কিতাবের মাবুদের কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত অনিবার্য অসীম। যখন আমরা বলি যে মাবুদ শাসন কর্তা আমরা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করি। মাবুদের বিশ্বভ্রান্ড শাসনের অধিকারের কথা যা তিনি তৈরী করেছেন আপন গৌরবের জন্য যেভাবে তিনি সন্তুষ্ট হন। আমরা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করি যে তাঁর অধিকার হল কাদা মাটির উপর কুমারের অধিকার, বিশেষভাবে তিনি সেই কাদা মাটিকে গঠন করতে পারেন যেভাবে তিনি পছন্দ করেন, একইপিন্ড হতে একটি পাত্র গঠন করতে পারেন সম্মানের পাত্র হিসাবে আর একটি অসম্মানের পাত্র হিসাবে । আমরা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করি যে তিনি কোন আইন বা নিয়মের অধিন নন তাঁর নিজ ইচ্ছা ও প্রকৃতি ব্যতীত, যে মাবুদ নিজেই তাঁর নিকট আইন এবং তিনি কোন বাধ্য-বাধকতার অধীন নন যার জন্য তাঁকে কারো কাছে তাঁর কাজের হিসাব দিতে হবে।

শাসন ক্ষমতা মাবুদ এর সমস্ত অস্তিত্বের বর্ণনা করে। তিনি তাঁর সমস্ত গুনে স্বাধীন । তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুশীলনেও স্বাধীন তিনি তাঁর ক্ষমতা যে ভাবে ব্যবহার করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন , যখন ইচ্ছা করেন , যেথায় ইচ্ছা করেন। এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। দেখা যায় বহুকাল যাবৎ ঐ ক্ষমতা সুপ্ত ছিল, এবং তারপর তা অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতায় প্রকাশিত হয়। ফেরাওন সাহস করেছিল ইহুদী জাতিকে মরুভূমিতে গিয়ে মাবুদ এর ইবাদত করায় বাধা দিতে   কি ঘটে ছিল? মাবুদ তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলন, এবং

তার লোকজনকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের নিষ্ঠুর কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু এর কিছুকাল পরে অমালেকীয়রা সেই একই ইহুদী জাতীকে মরুভূমিতে আক্রমন করতে সাহস করেছিল, এবং কি ঘটেছিল? মাবুদ কি এবার তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর হস্ত প্রদর্শন করেছিলেন যেভাবে তিনি লৌহিত সাগরে করেছিলেন? তাঁর লোকদের ঐসমস্ত শত্রুদেরকে কি তাৎক্ষণিক পরাজিত করা হয়েছিল এবং ধ্বংস করা হয়েছিল ? না, তার পরিবর্তে মাবুদ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অমালেকীয়দের সাথে বংশের পর বংশ ধরে যুদ্ধ করবেন ।" (যাত্রা ১৭ঃ১৬) আবার যখন ইহুদী জাতি কেনান দেশে প্রবেশ করেছিল, খোদার ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল। জেরিকো শহর তাদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে ছিল কি ঘটেছিল? ইস্রায়েল জাতি কোন তীর ছোরেনি কোন আঘাতও হানেনি মাবুদ তাঁর হস্ত প্রসারিত করেছিলেন এবং ওয়াল ধ্বসে পড়ে সমতল হয়েছিল। কিন্তু সেই অলৌকিক ঘটনা আর পুনরায় আবৃত হয়নি। এভাবে আর কোন শহর পতিত হয়নি অন্য সমস্ত শহর তলোয়ার দিয়ে জয় করতে হয়েছিল আরো অনেক ঘটনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে মাবুদের শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে।

আর একটি উদাহরণ দেখুন , মাবুদ তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন দাউদ দানব, গলিয়াত এর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সিংহের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং দানিয়েল তখন রক্ষা পেয়েছিল ঃ তিনজন ইব্রীয় সন্তানদের মস্ত বড় এক জলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং অক্ষত ও অদগন্ধ অবস্থায় বের হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মাবুদের ক্ষমতা সর্বদা ব্যবহার হয়নি তাঁর লোকদের মুক্তির জন্য , কারণ আমরা পড়ি আবার অন্যেরা ভীষন ঠাট্টাতামাশা ও ভীষন মারধর, এমন কি হাত করা ও জেল পর্যন্ত সহ্য করেছিলেন। লোকে তাদের পাথর মেরে ছিল , করাত দিয়ে দুটুকরা করে কেঁটেছিল এবং ছোরা দিয়ে খুন করেছিল । তারা অত্যাচার ও খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন , আর অভাবে পড়ে বেড়া ও ছাগলের চামড়া পড়ে ঘোরে বেড়াতেন। (ইব্রা. ১১ঃ৩৬-৩৭) কিন্তু কেন?

কেন এইসমস্ত বিশ্বাসী লোকদের মুক্ত করা হয়নি অন্যদের মত? অথবা অন্যরা কেন তাদের মত কষ্ট ভোগ করে নিহত হয়নি। কেন খোদার ক্ষমতা কিছু

সংখ্যাককে রক্ষা করার জন্য মধ্যস্থ হল এবং অন্যদের জন্য নয়। কেন স্টিফেনকে পাথরের আঘাতে মরতে দিলেন, এবং পিতরকে জেল থেকে মুক্ত করলেন? অন্যান্যদের প্রতি তাঁর ক্ষমতার প্রয়োগে মাবুদ সর্ব শক্তিমান । মাবুদ কেন মেথিওশেলাকে জীবনীশক্তিতে ভূষিত করে ছিলেন তাকে সক্ষম করতে তার সমসাময়িক লোকদের চেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকতে ? মাবুদকেন শেমসনকে এত বেশি শক্তি দিয়েছিলেন যা কোন মানুষ এই পর্যন্ত পায়নি? আবার ইহাও লিখা আছে , "কিন্তু তোমাদের মাবুদ সদাপ্রভুর কথা ভূলে যেয়ো না তিনিই তোমাদেরকে এই সম্পদ উপার্জনের ক্ষমতা দিয়েছেন। (দ্বিতীয়. ৮ঃ১৮) কিন্তু মাবুদ সবাইকে এই ক্ষমতা সমান ভাবে প্রদান করেন না। কেন করেন না? কেন তিনি এই রূপ ক্ষমতা সরগান, কারনের্গী রকফলারের মত মানুষকে দিয়েছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হল কারণ মাবুদ সর্ব ক্ষমতার মালিক, যেহেতু তিনি সর্ব ক্ষমতার মালিক তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করেন। মাবুদ তাঁর করুণা অনুশীলনের ক্ষেত্রেও একমাত্র কর্তৃত্ব। একান্ত ভাবে তাই কারণ, কেননা করুণা তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় যা প্রদর্শন করে করুণা কোন অধিকার নয় যা দ্বারা মানুষকে ভূষিত করা হয় করুণা হল মাবুদের প্রশংসানীয় গুণ যা দ্বারা তিনি অধমদের দয়া প্রদর্শন করেন এবং মুক্ত করেন । কিন্তু মাবুদের ন্যায় বিচারে কেহই এতবেশি অধম নয় যে করুণা পাবার যোগ্য নয়। তাহলে করুণার পাত্র হল তারা যাদের অবস্থা শোচনীয়, এবং সমস্ত খারাপ অবস্থা হল পাপেরই ফল, এই জন্য যারা খারাপ অবস্থায় আছে তারা শাস্তিপাবার যোগ্য, করুণার নয়। এই জন্য করুণা পাবার যোগ্য এই কথা বলা মানে শর্তের পরিপন্থী। মাবুদ তাঁর করুণা যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা বিরত রাখেন। এই সত্যে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেভাবে মাবুদ একই পরিস্থিতিতে দু'টি লোকের মোনাজাতে জবাব দিয়েছিলেন। মুসার একটি অবাধ্যতার কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদন্ড, এবং সে মাবুদের অনুসন্ধান করে ছিল দন্ড বিলম্বিত করার জন্য। কিন্তু তাঁর আকাংখাকে কি সন্তুষ্ট করা হয়েছিল? না, তিনি ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন, কিন্তু তোমাদের দরুন সদা প্রভু আমার উপর বিরক্ত হওয়াতে আমার কথা তিনি শুনলেন না। তিনি বললেন "যথেষ্ট হয়েছে," । (দ্বিতীয়.৩ঃ২৬) এখন দ্বিতীয় ঘটনাটি লক্ষ্য করুন ঃ সেই সময় হিস্কিয় অসুস্থ

হয়ে মরবার মত হয়ে ছিলেন। তখন আমোসের ছেলে নবী যিশাইয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "সদা প্রভু বলছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের ব্যবস্থা করে রাখেন, কারন আপনি মারা যাবেন, ভাল হবেন না।" এই কথা শুনে হিস্কিয় দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "হে সদা প্রভু, তুমি মনে করে দেখ আমি তোমার সামনে কেমন বিশ্বস্তভাবে ও সমস্ত অন্তরের ভক্তি দিয়ে চলাফেরা করেছি এবং এবং তোমার চোখে যা ঠিক তাই করেছি। এই বলে হিস্কিয় খুব কাদিতে লাগলেন। যিশাইয় রাজ বাড়ীর মাঝ খানের উঠান পার হয়ে যেতে না যেতেই সদাপ্রভুর এই বাক্য প্রকাশিত হল , তুমি ফিরে গিয়ে আমার লোকদের নেতা হিস্কিয়কে বল যে, তার পূর্ব পুরুষ দায়ুদের মাবুদ সদাপ্রভু এই কথা বলছেন , 'আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি ও তোমার চোখের জল দেখেছি। আমি তোমাকে সুস্থ করব। এখন থেকে তিনি দিনের দিন তুমি সদাপ্রভুর ঘরে যাবে। তোমার আয়ু আরো পনের বছর বাড়িয়ে দিলাম। আর আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে আমি তোমাকে ও এই শহরকে উদ্ধার করব। আমার জন্য ও আমার দাস দায়ুদের জন্য আমি এই শহরকে রক্ষা করব।" (২রাজা ২০ঃ১-৬)এই দুটি লোকের উভয়ের উপর শাস্তি ছিল মৃত্যু দন্ড, এবং এই দু'জনের উভয়ই আন্তরিকতার সহিত মুনাজাত করেছিলেন শাস্তি বিলম্বিত করার জন্য। এক জন লিখেছিলেন, 'মাবুদ আমার মোনাজাত শ্রবণ করবেন না,' এবং মৃত্যু বরণ করেছিলেন, কিন্তু অন্য জনকে বলা হয়েছিল , আমি তোমার মুনাজাত শ্রবণ করেছি, এবং তার জীবন রক্ষা করা হয়েছিল। সত্যের কি দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে রোম. ৯ঃ১৫ তে "আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি রহম করিব। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করুণা করিব।" খোদার করুণা অনুশীলনের একমাত্র কর্তৃত্ব অধমদের প্রতি দয়া প্রদর্শন প্রকাশিত হয়েছে যখন মাবুদ মাংস ও আবাস তাম্বু হলেন মানুষের মাঝে। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। ইহুদীদের একটি ঈদের সময় ঈসা মসীহ জেরুজালেম গিয়েছিলেন। "তিনি বৈথসদা পুকুরে আসলেন, যেখানে অনেক রোগী পড়িয়া থাকিত । অন্ধ খোঁড়া এমনকি শরীর যাহাদের একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে তেমন লোকও তাহাদের মাঝে ছিল । ঐ সমস্ত রোগী পানি কাঁপিবার অপেক্ষায় সেখানে পড়িয়া থাকিত। আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া রোগে ভুগিতেছে তেমন একজন লোকও সেখানে ঐ সমস্ত লোকদের

মধ্যে ছিল।কি ঘটেছিল যখন মসীহ দেখলেন তাকে শায়িত অবস্থায় এবং জানতেন যে সে বহু দিন যাবত ঐ অবস্থায় আছে তিনি থাকে বললেন , “তোমার কি সুস্থ হবার ইচ্ছা আছে? রোগীটি উত্তর দিল জনাব আমার এমন কেহ নাই যে পানি কাঁপিয়া উঠিবার সংগে সংগে আমাকে পুকুরে নামাইয়া দেয়। আমি যাইতে না যাইতেই আরেক জন আমার আগে নামিয়া পড়ে। ঈসা তাহাকে বললেন উঠ তোমার বিছানা তুলিয়া হাঁটিয়া বেড়াও। তখনই সেই লোকটি ভাল হইয়া গেল ও তাহার বিছানা তুলিয়া লইয়া হাঁটিতে লাগিল।” (ইহো৫ঃ৩-৯) কেন এই লোকটিকে অন্য সমস্ত লোকদের থেকে পৃথক করা হয়েছিল? আমাদেরকে বলা হয়নি যে সে চিৎকার করে ছিল , প্রভু আমাকে দয়া করুন বলে।’ বর্ণনা এমন একটি শব্দও নেই যা ঈংগিত করে যে এই লোকটির বিশেষ কোন যোগ্যতা ছিল বিশেষ অনুগ্রহ পাবার । তাহলে এখানে বেহেস্তী অনুগ্রহ অনুশীলনের একটি কর্তৃত্বের বিষয় ছিল, মসীহের পক্ষে অনেক রোগীকে সুস্থ করার মতই। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট কষ্ট ভোগকারীর কষ্ট দূর করেছিলেন, এবং কিছু কারনে যা শুধু তিনিই জানেন, তিনি অন্যান্যদের জন্য এই রকম করতে অসম্মত ছিলেন। আমরা আবারও বলি কি দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ রোম.৯ঃ১৫“ আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি রহম করিব, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করুণা করিব। ”

মাবুদ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তাঁর মহব্বত অনুশীলনের ক্ষেত্রে । হায় ! ইহা খুব কঠিন উক্তি, তাহলে কে ইহা পেতে পারে? ইহা লিখা আছে , “বেহেস্ত হইতে দেওয়া না হলে কাহারও পক্ষে কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।” (ইহো. ৩ঃ২৭) যখন আমরা বলি মাবুদ স্বাধীন তাঁর মহব্বত প্রয়োগের ক্ষেত্রে , আমরা বলতে চাই যে তিনি যাকে পছন্দ তাকে মহব্বত করেন, মাবুদ প্রত্যেককে মহব্বত করেন না যদি তিনি করতেন , তিনি শয়তানকেও মহব্বত করতেন । মাবুদ কেন শয়তানকে মহব্বত করেন না?

কারণ তার মাঝে মহব্বত করার মত কিছুই নাই, কারন তার মাঝে এমন কিছু নাই যা মাবুদের অন্তরকে আকর্ষণ করতে পারে । আদমের কোন পতিত সন্তানদের মাঝেও এমন কিছু নেই যা মাবুদের মহব্বতকে আকর্ষণ করতে পারে, কারণ তারা সবাই প্রকৃত পক্ষে ক্রোধের সন্তান। (ইফি.২ঃ৩) যদি তাই হয়, মানব

জাতির কারো মাঝে এমন কিছু নেই যা মাবুদকে আকর্ষণ করতে পারে, এবং যদি কোন প্রতিরোধ ছাড়া তিনি কিছু লোককে মহব্বত করেন তাহলে ইহা অবশ্যই প্রতিয়মান হয় যে তাঁর মহব্বতের কারণ তাঁর নিজের মাঝে অবশ্যই পাওয়া যাবে, যা অন্য ভাবে বলা যায় যে পতিত আদম সন্তানদের প্রতি খোদার মহব্বতের অনুশীলন তাঁর আপন ইচ্ছানুযায়ী তাঁর আপন সুসন্তুষ্টির জন্য। চুড়ান্ত বিশ্লষনে, খোদার মহব্বত এর অনুশীলন অবশ্যই তাঁর কর্তৃত্বের দিকে অগ্রসর হবে, অথবা তিনি নিয়ম অনুযায়ী মহব্বত করতেন, তাহলে তিনি মহব্বত নামক আইনের অধীন এবং যদি তিনি মহব্বত নামক আইনের অধীন হয়ে থাকেন তাহলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ্য নন, কিন্তু তিনি নিজেই আইন দ্বারা শাসিত কিন্তু ইহা হয়ত জিজ্ঞাসা করা হতে পারে, নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না যে মাবুদ সমস্ত মানব গোষ্ঠিকে ভাল বাসেন ? আমরা জবাব দেই, লিখা আছে, “ইয়াকুবকে আমি মহব্বত করিয়াছি, কিন্তু ইসকে অগ্রাহ্য করিয়াছি।” (রোম . ৯ঃ১৩) যদি মাবুদ ইয়াকুবকে মহব্বত করে থাকেন এবং ইসকে ঘৃণা করে থাকেন , এবং তারা জন্ম গ্রহণ করার আগেই অথবা তারা কোন ভাল মন্দ করার আগেই , তাহলে তার মহব্বত এর কারণ তাদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু তাঁর নিজের মাঝে ছিল। খোদার মহব্বতের অনুশীলন তাঁর আপন স্বাধীন সন্তুষ্টি অনুসারে ইহা পরিস্কার ইফিসীয় ১ঃ৩-৫ এর অংশ থেকেও আমাদের খোদা বন্দ ঈসা মসীহের পিতা ও “খোদার গৌরব হোক। আমরা মসীহের সংগে যুক্ত হইয়াছি বলিয়া বেহেস্তের প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক দোয়া খোদা আমাদের দান করিয়াছেন। আমরা যাহাতে খোদার চোখে পবিত্র ও নিখুঁত হতে পারি সেই জন্য মাবুদ দুনিয়া সৃষ্টি করিবার আগেই মসীহের মধ্য দিয়া আমাদের বাছিয়া লইয়াছেন।তাহার মহব্বতের দরুণ তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করিয়াছিলেন যে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া আমরা তাহার সন্তান হইব।” ইহা ছিল মহব্বত যে পিতা মাবুদ তাঁর পছন্দকৃতদের স্থির করেছেন মসীহের মধ্য দিয়া তাঁর দত্তক সন্তান হবার জন্য , “অনুসারে” কি অনুসারে?

কিছু গুণের অনুসারে যা তিনি তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন? তাহলে কি জন্য? ইহা কি অনুযায়ী তিনি পূর্বেই দর্শন করিয়াছিলেন যে তারা হবে? না, অনুপ্রাণিত উত্তর সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করুন তাঁর ইচ্ছার সুসন্তুষ্টি অনুসারে । মাবুদ তাঁর

অনুগ্রহ অনুশীলনে একমাত্র কর্তৃত্ব। ইহা অত্যাবশ্যক অনুগ্রহ হল , দয়া প্রদর্শন যারা তা পাবার যোগ্য নয়। হ্যাঁ যারা নরক ভোগের যোগ্য। অনুগ্রহ হল বিচারের সম্পূর্ন বিপরীত বিচার আইনের পক্ষপাতহীন প্রয়োগকারী। ন্যায় বিচার দাবী করে প্রত্যেকে তার উপযুক্ত পাওনা পাবে, কমও না বেশিও না। ন্যায় বিচার কারো প্রতি করুণা প্রদর্শন করে না এবং কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। ন্যায় বিচার হল এমন যা কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং করুণা জানে না। কিন্তু ন্যায় বিচারক সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করার পর করুণা প্রবাহিত হয়। বেহেস্তী করুণা প্রয়োগ করা হয় না ন্যায় বিচারের মূল্য হিসাবে, কিন্তু অনুগ্রহ রাজত্ব করে ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে। (রোম ৫ঃ২১) এবং যদি অনুগ্রহ রাজত্ব করে , তাহলে অনুগ্রহ কি একমাত্র কর্তৃত্ব। অনুগ্রহকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে খোদার অনুপকারী কৃপা হিসাবে, এবং যদি অনুপযুক্ত ভাবে প্রদত্ত হয়, তাহলে কেহই দাবী করতে পারে না ইহা তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। যদি অনুগ্রহ উপার্জন করা না হয় এবং কারো অধিকারে না থাকে , তাহলে কেহ ইহা পেতে পারে না। যদি অনুগ্রহ একটি উপহার হয়ে থাকে , তবে কেহ ইহা দাবী করতে পারে না। এইজন্য নাজাত যেহেতু অনুগ্রহে পাওয়া যায়, খোদার বিনা মূল্যে দান , তাহলে তিনি ইহা তাকে প্রদান করেন, যাকে তাঁহার ইচ্ছা। নাজাত যেহেতু অনুগ্রহে পাওয়া যায়, জঘন্যতম পাপীও খোদার করুণার সীমার বাহিরে নয়। যেহেতু নাজাত অনুগ্রহে পাওয়া যায়, গর্বকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত গৌরব মাবুদের পাওনা। অনুগ্রহের সর্বকর্তৃত্ব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত কিতাবের প্রায় প্রতিটি পাতায়। অইহুদীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের নিজ পথে চলার জন্য , যখন ইস্রায়েলীয়রা মাবুদের চুক্তির লোকে পরিনত হচ্ছে। ইসমায়েল প্রথম সন্তানকে তুলনা মূলক ভাবে অভিশপ্ত ভাবে বের করে দেয়া হয়েছিল, যেখানে ইসাক তার বৃদ্ধ পিতা মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তানকে প্রতিশ্রুত সন্তানে পরিণত করা হয়েছে। উদার অন্তর ও ক্ষমতাশীল আত্মার ইসকে আর্শীবাদ দেওয়া হয়নি, যদিও সে তা চোখের জলের সহিত চেয়েছিল, যেখানে কীট ইয়াকুব উত্তরাধিকার পায় এবং সম্মানের পাত্র হিসাবে সাজানো হয়েছিল। নতুন নিয়মেও একই ভাবে। বেহেস্তী সত্য জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু নির্বোধদের নিকট প্রকাশ করা হয়েছে। ফরেশী ও সিদুকীদের পরিত্যাগ করা হয়েছে তাদের

নিজ পথে চলার জন্য , পক্ষান্তরে খাজনা আদায়কারী ও লম্পটদেরকে মহত্ত্বতের দ্বারা আর্কষণ করা হয়েছে। নাজাত দাতার জন্মের সময় বেহেস্তী অনুগ্রহ আশ্চার্যরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। খোদার পুত্রের মানব রূপ ধারণ বিশ্বভ্রমান্ডের ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য ঘটনাবলীর একটি এবং এরপরও ইহার প্রকৃত ঘটনা সমস্ত মানব জাতিকে জানানো হয়নি। ইহা বিশেষ করে বেথলেহেমের রাখালদের নিকট এবং পূর্বদেশের জ্ঞানীদের নিকট প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ইহা ছিল খোদার ব্যবস্থার ভাববাণী মূলক ও নির্দেশীকার পূর্ণ গতি। এমন কি আজকের দিনেও মসীহের কথা সবাইকে জানানো হয়নি। ইহা খোদার জন্য খুব সহজ ব্যাপার ছিল একদল ফেরেস্তা প্রত্যেক জাতির নিকট পাঠানো তাঁর পুত্রের জন্ম ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। মাবুদ সমস্ত মানব জাতীর দৃষ্টিকে ঐ তারার দিকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নাই। কেনঃ কারণ মাবুদ সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর অনুগ্রহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিতরণ করেন। লক্ষ্য করুন বিশেষ করে দু'টি শ্রেণীর কাছে নাজাত দাতার জন্মের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রধানত ঃ সবচেয়ে অসম শ্রেণীর লোকদের কাছে অশিক্ষীত রাখালদের কাছে এবং দূরদেশে অধার্মিকদের কাছে কোন ফেরেশতা এসে সভার সামনে দাঁড়িয়ে ইস্রায়েল এর মেসাইয়ার আগমনের কথা ঘোষণা করেন নি। কোন তারা কোন ওস্তাদ বা আইনের শিক্ষদের নিকট দেখা দেয়নি, যদিও তারা তাদের আত্ম ও অহমিকায় ও ধার্মিকতায় কিতাব অনুসন্ধান করেছিল। তারা পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করেছিল বের করার জন্য তিনি কোথায় জন্ম গ্রহন করবেন, তথাপি তাদেরকে জানানো হয়নি প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথায় জন্ম গ্রহন করেছেন। বেহেস্তী ক্ষমতার কি অদ্ভুত প্রদর্শন অশিক্ষীত রাখালদের বেছে নেয়া হয়েছিল ঐ বিশেষ সম্মানের জন্য, যেখানে শিক্ষীত ও বিখ্যাতদেরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হল। এবং কেন নাজাত দাতার জন্মের কথা বিদেশীদের নিকট জানানো হয়েছিল এবং তাদেরকে কেন জানানো হয়নিযাদের মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন এখানে খোদার ব্যবহারের কি আশ্চার্য পূর্বাভাস আমাদের সাথে এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো বিশ্বাসী সম্প্রদায় এর সাথে তাঁর অনুগ্রহ অনুশীলনে তিনি স্বাধীন, যাকে ইচ্ছা তিনি করুণা করেন, এবং প্রায়ই সবচেয়ে অসম এবং অযোগ্যদের প্রতি।

অধ্যায়-৩

সৃষ্টি জগতে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব

"আমাদের প্রভু ও খোদা, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাইবার যোগ্য কারণ তুমিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছ, আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং টিকিয়া আছে।" (প্রকা.৪ঃ১১)

প্রদর্শিত হয়েছে যে কর্তৃত্ব খোদার সমস্ত সত্বাকে প্রকাশ করে , আসুন আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করি কিভাবে ইহা তাঁর সমস্ত পথ ও আচরনকে চিহ্নিত করে । অনন্তকাল ধরে, যা আদি. ১ঃ১এর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত, বিশ্বব্রমান্ড জন্ম গ্রহণ করেনি, এবং সৃষ্টি শুধুমাত্র মহান স্রষ্টার মনে বিরাজমান ছিল তাঁর কর্তৃত্বের রাজত্বে শুধু একা বিরাজ করতেন। আমরা অনেক অনেক অতীতকাল এর কথা বলছি যখন বেহেস্ত এবং দুনিয়া সৃষ্টি হয়নি । তখন মাবুদের প্রশংসা গান করার জন্য কোন ফেরেশতা ছিল না, কোন জীব ছিলনা তাঁর দৃষ্টিকে দখল করে রাখার জন্য , কোন বিদ্রোহকারী ছিল না দমনে আনার জন্য । মহান মাবুদ তাঁর নিজেরই এই বিশাল বিশ্বব্রমান্ডে গভীর নীরবতায় একাই বিরাজ করতেন। কিন্তু এমন কি ঐ সময়ে , যদি ইহাকে সময় বলা যেত মাবুদ ছিলেন স্বাধীন। তাঁর আপন সন্তুষ্টির জন্য তিনি হয় সৃষ্টি করতে পারতেন নাও করতে পারতেন। তিনি এভাবে অথবা ঐভাবে সৃষ্টি করতে পারতেন, তিনি একটি পৃথিবী অথবা দশ লক্ষ্য পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারতেন কে তাঁর ইচ্ছাকে বাঁধা দিতে পারত? তিনি দশ লক্ষ বিভিন্ন প্রাণিকে অস্তীত্ব দিতে পারতেন এবং তাদেরকে তিনি সম্পুর্ণরূপে সমান বানাতে পারতেন , তাদেরকে সমান কর্ম শক্তি দিয়ে একই পরিবেশে রাখতে পারতেন, অথবা তিনি দশ লক্ষ প্রাণী সৃষ্টি করতে পারতেন একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন , এবং তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই, এবং কে তাঁর অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে? তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তিনি এমন একটি বিশাল পৃথিবীর অস্তীত্ব দিতে পারতেন যার আয়াতন সীমিত হিসাবের বাহিরে এবং যদি তিনি ইচ্ছা করতেন ক্ষুদ্র প্রাণী সৃষ্টি করতে পারতেন যা মানুষের চোখে দেখতে সবচেয়ে

শক্তিশালী মাইক্রোস্কুপ এর দরকার হত। ইহা ছিল তাঁর স্বাধীন কর্তৃত্ব একদিকে গৌরবান্বিত ফেরেশতা সৃষ্টি করতে যারা তার সিংহাসনের চারপাশে আলো দেয় এবং অপরদিকে এত ক্ষুদ্র পতঙ্গ সৃষ্টি করলেন যেগুলো জন্মের মৃত্যু পরক্ষনেই বরণ করে। যদি সর্ব শক্তিমান মাবুদ তাঁর বিশ্ব ভ্রমান্ডে একটি বিরাট ক্রমোন্নতি পছন্দ করেন বড় থেকে ছোট অনুসারে সাজাতে বুকে হাঁটা সরীসৃপ থেকে অতি উচ্চ ফেরেশতা , ঘূর্ণায়মান পৃথিবী থেকে ভাসমান পরমানু, বিশ্বব্রমান্ড থেকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সমস্ত কিছু একই রকম করে তৈরী করার জন্য ঐখানে কে ছিল যে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রশ্ন করবে?

কিন্তু লক্ষ্য করুন মানুষ আলো দেখার অনেক পূর্বে বেহেস্তী কর্তৃত্বের অনুশীলন। মাবুদ সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিতে ও চরিত্রে প্রবণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে কার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন? দেখুন পাখি যেভাবে আকাশে উড়ে, পশু যেভাবে দুনিয়ায় চরে বেড়ায়, মাছ যেভাবে সাগরে সাঁতার কাটে। এর পর জিজ্ঞেস করুন কে এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করল? তিনি তাদের সৃষ্টি কর্তা নন যিনি স্বাধীন ভাবে তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে উপযোগী করেছেন । বেহেস্তের দিকে আপনি চোখ তুলোন এবং বেহেস্তী কর্তৃত্বের পর্যবেক্ষণ করুন এখানে চিন্তাশীল দর্শক যার সম্মুখীন হবেন ঃ সূর্যের উজ্জ্বলতা এক রকম, চন্দ্রের এক রকম এবং তারাগুলির আর এক রকম। এমনকি উজ্জ্বলতার দিক হতে একটা তারা অন্য আর একটা তারা হতে আলাদা। (১কর.১৫ঃ৪১)

কিন্তু কেন তারা এমন হবে? কেন সূর্য অন্যান্য গ্রহগুলো থেকে উজ্জ্বল হবে? কেন কিছু তারা এত বৃহৎ এবং অন্যগুলো আয়তনে একদশমাংশ? কেন এত আশ্চার্যজনক অসমতা? কেন, কিছু কিছু গ্রহকে অন্যদের থেকে সূর্য থেকে অনকুল অবস্থানে স্থাপন করা হল ? এবং কেনই বা সেখানে "ধূমকেতু" পতিত তারা, ভ্রমনকারী তারা থাকবে , এক কথায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত? এবং একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হল, তোমার সন্তুষ্টির জন্য এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিরাজ করে। (প্রকা. ৪ঃ১১) এবার আসুন আমাদের নিজ গ্রহে। কেন ইহার দুই তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা আবৃত এবং কেন ইহার বাকী এক তৃতীয়াংশে অধিকাংশ জায়গা মানুষের আবাদ ও আবাসের অনোপযোগী? কেন বিশাল বিস্তৃতি জুড়ে জলাশয় মরুভূমি এবং তুষার ভূমি ? কেন ভৌগলিকভাবে একটি দেশ অন্য আর একটি

দেশে থেকে নগন্য একটি দেশ অন্য আর একটি দেশ থেকে উন্নত? একটি দেশ কেন উর্বর এবং অন্যটিতে প্রায় কোন ফসল জন্মায় না? কেন একটি দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং অন্যটিতে কিছু নেই? কেন এক দেশের জলবায়ু উপযোগী এবং স্বাস্থ্যকর ? এবং অন্যটি অনুপযোগী এবং অস্বাস্থ্যকর? কেন একদেশে অনেক অনেক নদী ও জলাভূমি এবং অন্য একটি দেশ প্রায় এইগুলো বিহীন? কেন একটি দেশে সর্বদা ভূমিকম্প দ্বারা সমস্যা গ্রস্থ এবং অন্য একটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইহা থেকে মুক্ত ? কেন? কারণ ইহা সৃষ্টি কর্তা ও রক্ষাকারীকে সন্তুষ্ট করল।

প্রাণী রাজ্যের দিকে তাকান এবং লক্ষ্য করুন অভাক করা ভিন্নতা সিংহ এবং মেষের মধ্যে, ভাল্লুক এবং ছাগল ছানা, হাতি এবং ইদুরের মধ্যে কোন তুলনা সম্ভব? কিছু কিছু প্রাণী যেমন ঘোড়া এবং কুকুরকে বেশি বুদ্ধি দ্বারা আর্শীবাদ করা হয়েছে , অন্যগুলো যেমন মেষ এবং শোকর প্রায় সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিহীন। কেন? কিছু কিছু প্রাণীকে কেন ভারবাহী পশু হিসাবে বানানো হয়েছে, যেখানে অন্যগুলো স্বাধীন জীবন উপভোগ করে। কেন খুচ্চর ও গাদাকে কঠোর খাঁটুনির জীবনে, যেখানে সিংহ ও বাঘকে তাদের ইচ্ছামত বনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেয়া হল?কিছু কিছু প্রাণী খাবারের উপযোগী , অন্যগুলো অনোপযুক্ত, কিছু সুদর্শন, অন্যগুলো কুৎসিত কতগুলোকে মহা শক্তিতে ভূষিত করা হয়েছে,অন্যগুলো অসহায়, কতগুলো দ্রুতপদ অন্যগুলো প্রায় নরতেই পারে না তুলনা করুন খরগোশ এবং কচ্ছপের মধ্যে, কতগুলো মানুষের কাজে আসে অন্য কতগুলো মনে হয় একেবারেই মূল্যহীন , কতগুলো শত শত বছর বাঁচে অন্যগুলো বেশি হলে কয়েক মাস কতক, পোষ মানে অন্য গুলো হিংস্র। কেন এই সমস্ত পরিবর্তন ও পার্থক্য?

পশুর ক্ষেত্রে যা সত্য পাখী ও মৎস্যের ক্ষেত্রেও তা সত্য। কিন্তু এখন উদ্ভিদ জগত এর কথা চিন্তা করুন কেন গোলাপের কাঁটা থাকে এবং লিলি কাঁটা বিহীন জন্মে? কেন কতক ফুল সুগন্ধ ছড়ায়, এবং অন্যটিতে কিছু নেই। কেন এক গাছে এমন ফল ধরে যা ভাল এবং আরেক গাছে যে ফল ধরে তা বিষাক্ত?কেন একটি উদ্ভিদ তুষারপাত সহ্য করতে পারে এবং অন্যটি শুকিয়ে যায়। কেন একটি আপেল গাছে প্রচুর আপেল ধরে এবং একই বাগানের একই বয়সের আর একটি

গাছ প্রায় ফলহীন? কেন একটি গাছে বার বার ফুল ধরে এবং আরেকটি গাছে শত বছরে একবার ফুল ফোটে? সত্যিই, আকাশে, পৃথিবীতে, সাগরে ও পৃথিবীর গভীর স্থানে সদাপ্রভু তাঁর ইচ্ছা মত কাজ করেন। (গীত. ১৩৫ঃ৫) বেহেস্তের ফেরেশতাগণের কথা চিন্তা করুন। আমরা অবশ্য ঐখানে মিল খোঁজে পাব। কিন্তু না ঐখানেও অন্যান্য জায়গার মত স্রষ্টার একই সর্ব কর্তৃত্বের সন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। কেউ কেউ পদ মর্যাদায় অন্যদের চেয়ে উর্দ্ধে, কেউ কেউ অন্যদের থেকে বেশি ক্ষমতাবান , কেউ অন্যদের থেকে মাবুদের বেশি নিকটে। কিতাব ফেরেশতাদের শ্রেণী বিভাগের স্পষ্ট ক্রমোন্নতি প্রকাশ করে। প্রধান ফেরেশতা থেকে , অতীত ফেরেশতা এবং করূবদের কথা না উল্লেখ করে আমরা আসি "শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধীকারীদের (ইফি.৩ঃ১৩) এবং শাসনকর্ত ও ক্ষমতার অধিকারীদের থেকে শাসক (ইফি. ৬ঃ১২)এবং ফেরেশতাদের এবং তাদের মধ্যেও দেখি বাচাই করা ফেরেশতা (১তীম.৫ঃ২১)। আবারও আমি জিজ্ঞেস করি কেন এই অসাদৃশ্য? এই পার্থক্য পদে ও শ্রেণী বিভাগে? আমরা যা বলতে পারি তা হল, বেহেস্তে আমাদের মাবুদ, মাবুদ তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন তা-ই করেছেন। (গীত. ১১৫ঃ৩) যদি আমরা দেখি সমস্ত সৃষ্টি জগতে খোদার কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হয়েছে কেন ইহা অদ্ভুত বলে মনে হবে যখন আমরা ইহা মানব গোত্রে প্রয়োগ হতে দেখি? কেন ইহাকে অদ্ভুত বলে মনে হবে যদি খোদা সন্তুষ্ট হন একজনকে পাঁচটি দান দিতে এবং অন্যজনকে একটি? কেন ইহা অদ্ভুত মনে হওয়া উচিত যখন একই পিতা- মাতা থেকে একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করে বলবান গঠন নিয়ে এবং আরেকটি হীন ও দূর্বল হয়ে? কেন ইহা উদ্ভুত মনে হওয়া উচিত যদি হাবিলকে জীবনের উৎকৃষ্ট সময়ে হত্যা করতে দেওয়া হয় যেখানে কাবিলকে অনেক বছর বেঁচে থাকতে দেওয়া হল ? কেন ইহা অদ্ভুত মনে হওয়া উচিত যখন কেউ জন্ম গ্রহণ করে সাদা হয়ে এবং কেউ কাল কেউ নির্বোধ এবং অন্যেরা উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন কেউ গঠনগত ভাবে অলস এবং অন্যেরা র্কম শক্তিতে পরিপূর্ণ কেউ এমন মেজাজ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা স্বার্থপর, রাগী, দাম্ভিক, অন্যেরা স্বাভাবিক ভাবেই আত্নত্যাগী, বিনীত এবং নম্র? কেন ইহা উদ্ভুত মনে হওয়া উচিত যদি কাউকে পরিচালনা ও শাসনকরার ক্ষমতা দিয়ে যোগ্য করা হয়, এবং যেখানে অন্যদেরকে উপযুক্ত করা হয় অনুসরন ও সেবা করার জন্য? বংশগতি ও

পরিবেশ এই সমস্ত পরিবর্তন ও অসাদৃশ্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। না, মাবুদ একটি জিনিসকে অন্য একটি জিনিস থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেন। তিনি কেন এমন করেন? আমাদের উত্তর, এমন হওয়া উচিত যেমনটি পিতার দৃষ্টিতে "উত্তম।" তাহলে এই মৌলিক শিক্ষাটি গ্রহন করুন যে স্রষ্টা সম্পূর্নভাবে স্বাধীন, তাঁর নিজ ইচ্ছা সম্পাদনে, তাঁর নিজ সন্তুষ্টি সাধনে, এবং তিনি তাঁর নিজের গৌরব ছাড়া কিছুই চিন্তা করেন না। সদা প্রভু সবকিছু তৈরী করেছেন তাঁর আপন গৌরবের জন্য । (হিত.১৬ঃ৪) তাঁর কি পূর্ণ অধিকার নেই? যেহেতু মাবুদ-ই মাবুদ, কে তাঁর অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে? তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ। তাঁর পন্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলা মানে তাঁর জ্ঞানে সন্দেহ করা। তাঁর সমালোচনা করা মানে সবচেয়ে জঘন্যতম পাপ। আমরা কি ভুলে গেছি তিনি কে? লক্ষ্য করুণ সমস্ত জাতি তাঁর সামনে কিছুই না, সেগুলোকে তিনি কিছু মনে করেন না, সেগুলো তাঁর কাছে অসার। তবে কার সংগে তোমরা মাবুদের তুলনা করবে? তুলনা করবে কিসের সংগে? (যিশা ৪০ঃ১৭,১৮)

অধ্যায়-৪

শাসন কার্যে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব

"সদাপ্রভু স্বর্গে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন, সর্ব কিছুর উপরেই তাঁর রাজত্ব।" (গীত.১০৩ঃ১৯)

প্রথমত একটি কথা সামগ্রিক বিশ্বের শাসন কার্যে খোদার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এক মুহুর্তের জন্য বিপরীত দিকের কথা ভাবুন। বিতর্কের জন্য আসুন আমরা বলি যে মাবুদ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং কিছু আইন তৈরী করেছেন ও স্থাপন করেছেন মানুষের ভাষায় যাকে বলে প্রকৃতির আইন , এবং এর পর তিনি নিজেকে সরিয়ে ফেলেছেন , পৃথিবীকে তাঁর ভাগ্যের হতে ছেড়ে দিয়েছেন এবং এই আইনের বাস্তবায়নকেও। এই ক্ষেত্রে, আমাদের এমন একটি পৃথিবী থাকবে যার উপর কোন জ্ঞান কাজ করছে না যার কোন শাসন কর্তা নেই, পৃথিবী ব্যক্তিহীন আইন দ্বারা পরিচালিত মাত্র একটি ধারণা যা স্পষ্ট বস্তুবাদ এবং অসার নাস্তিকতা । কিন্তু আমি বলি এক মুহূর্তের জন্য ধারে নিন, এবং এই রকম ধারণার আলোকে , ভালকরে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবুন, আমাদের কি নিশ্চয়তা আছে যে শীঘ্র এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে না? প্রকৃতির আইন, এর খুব সামান্য পর্যবেক্ষন এই সত্য প্রকাশ করে যে এইগুলো তাঁর কাজের ক্ষেত্রে একরকম নয়। ইহার প্রমান পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে কোন দুটি ঋতুই একরকম নয়। যদি তা-ই হয় তাহলে প্রকৃতির আইন তাদের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মিত, আমাদের কি নিশ্চয়তা আছে কিছু কিছু আকস্মিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে যা আমাদের পৃথিবীকে আঘাত করে? বাতাস যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে বয় , যার অর্থ মানুষ ইহাকে নিয়ন্ত্রন করতে বা বাঁধা দিতে পারে না । মাঝে মাঝে বাতাস ভয়ংকর রূপে প্রবাহিত হয় সমগ্র দুনিয়া জুড়ে। যদি এখানে প্রকৃতির আইন ছাড়া আর কোন কিছু না থাকে তাহলে আগামীকাল হয়ত একটি ঘূর্নিঝড় পৃথিবী পৃষ্ঠের সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে

আমাদের কি নিশ্চয়তা আছে? আবারও আমরা শুনেছি কয়েক বৎসর আগে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার কথা সমস্ত জেলা জুড়ে, ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে জীবন ও সম্পদের। মানুষ এগুলোর কাছে অসহায়, বিজ্ঞান কোন উপায় বের করতে পারে না বৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য। তাহলে আমরা কিভাবে জানি যে এই বৃষ্টি অনির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পাবে না এবং সমস্ত দুনিয়া ইহার ধারায় ডুবে যাবে না? ইহা কোন নতুন বিষয় হবে না , কেন নূহের সময়কার বন্যা আবার হবে না? এবং ভূমি কম্পের বিষয়ে কি হবে?

কয়েক বছর পর পর কিছু বড় বড় শহর অথবা দ্বীপ এইগুলোর আঘাতে বিলীন হয়ে যায় মানুষ কি করতে পারে ? কোথায় সেই নিশ্চয়তা যে অতি শীঘ্র একটি বিরাট ভূমিকম্প সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলবে না? বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে ভূ-গর্ভস্থ আগুন তুলনামূলক ভাবে পাতলা ভূ-ত্বকের নিচে জ্বলছে, কিভাবে আমরা জানি যে আগুন হঠাৎ বেরিয়ে এসে সমগ্র দুনিয়াকে পুড়ে ফেলবে না? এখন নিশ্চয়ই প্রত্যেক পাঠক দেখতে পাচ্ছেন কি মন্তব্য আমরা করতে যাচ্ছি, অস্বীকার করা যে , মাবুদ সমস্ত কিছু শাসন করছেন না , "তিনি তাঁহার শক্তিশালী কালাম দ্বারা সমস্ত কিছু ধরিয়া পরিচালনা করেন।" (ইব্রা.১ঃ৩) ইহা অস্বীকার করা এবং সমস্ত প্রকারের নিশ্চয়তা চলে গেছে।

আসুন মানব জাতি সম্পর্কে আমরা একই যুক্তির অনুসন্ধান করি। মাবুদ কি আমাদের এই পৃথিবী নিয়ন্ত্রন করছেন? তিনি কি জাতীগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করছেন, রাজাদের গতি নিয়ন্ত্রন করছেন, রাজবংশের সীমানা নির্ধারন করেন? তিনি মন্দ লোকদের সীমানা নির্ধারন করেন এই বলে, তোমরা এই পর্যন্ত যাবে এর বেশি নয়? আসুন আমরা ক্ষনিকের জন্য বিপরীত মত ধারণ করি। আসুন আমরা ধারণা করি যে মাবুদ হাল তাঁর সৃষ্টির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, এবং দেখুন এই ধারণা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যায়। তর্কের জন্য আমরা বলব যে প্রত্যেক মানুষ এই পৃথিবীতে প্রবেশ করে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় ভূষিত হয়ে, এবং তার স্বাধীনতা ধ্বংস না করে ইহাকে দমন, বাধ্য করা অসম্ভব। আসুন আমরা বলি যে প্রত্যেক মানুষের ভাল-মন্দের জ্ঞান আছে, তার ক্ষমতা আছে তাদের যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার, এবং তাকে সম্পূর্নভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার ইচ্ছা মত পছন্দ করতে এবং তার নিজ পথে চলতে। তাহলে কি হবে? তাহলে

ইহার মানে হল মানুষ স্বাধীন , সে যা ইচ্ছে তা-ই করে এবং সে নিজেই তার ভাগ্যের স্থপতি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই যে অতি শীঘ্র সমস্ত মানুষ ভালকে প্রত্যাখ্যান ও মন্দকে পছন্দ করবে না। সমস্ত মানব জাতি নৈতিকতাকে বলি দিবে না এর বিরুদ্ধে আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। সমস্ত বেহেস্তী নিয়ন্ত্রন দূর হোক এবং মানুষকে সম্পূর্ন স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হোক, এবং সমস্ত নৈতিকতা সাথে সাথেই দূরীভূত হবে। বিশ্বময় বর্বরতার জয় হবে, এবং অরাজকতা সবার উপরে শাসন করবে। কেন না? যদি একটি জাতি তার শাসনকর্তাকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং শাসনতন্ত্রকে বর্জন করে , সমস্ত জাতী যদি এই রকম করে তবে কে তাদেরকে বাঁধা দিবে? যদি শত বছরের কিছু কাল আগে পেরিশের রাস্তায় দাঙ্গাকারীদের রক্ত প্রবাহিত হয়, কি নিশ্চয়তা আছে যে এই শতাব্দী শেষে হবার আগেই সমস্ত বিশ্বের শহরগুলোতে এই একই দৃশ্য দেখা যাবে না? পৃথিবী জুড়ে আইনহীনতা ও বিশ্বজনীন নৈরাজ্যকে কে বাঁধা দিবে? এইভাবে আমরা চেষ্টা করেছি প্রদর্শন করতে , অতি প্রয়োজনীয়তা মাবুদের সিংহাসনে বসার শাসনকার্য তাঁর হাতে নেবার এবং তাঁর সৃষ্টির কার্য-ক্রম ও গন্তব্য স্থল নিয়ন্ত্রন করার। কিন্ত বিশ্বাসী মানুষের কি কোন অসুবিধা আছে এই পৃথিবীর উপর মাবুদের শাসনকে উপলব্ধি করতে? অভিষিক্ত চোখ কি লক্ষ্য করতে পারে না অনেক ঝামেলা ও বিশৃংখলার মাঝেও যে মানুষের বিষয় সমুহ সর্বশক্তিমানের হাত নিয়ন্ত্রন ও গঠন করছেন, এমনকি প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রেও উদাহরণ হিসাবে কৃষক ও ফসলের কথা ধরুণ। মনে করুন মাবুদ তাদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন ঃ তাহলে কে তাদেরকে বাঁধা দিবে সবাই যদি তাদের আবাদ জমিতে ঘাস চাষ করে এবং নিজেদেরকে কেবল পশুপালন ও দুধের খামারের কাজে নিয়োজিত করে? এই ক্ষেত্রে সমস্ত দুনিয়া জুড়ে গম ও শস্যের অভাব দেখা দিবে। পোস্ট অফিসের কাজের কথা ধরুণ। মনে করুন, প্রত্যেকে শুধু সমবার পত্র লিখার সিদ্ধান্ত নিল, কর্তৃপক্ষ কি মঙ্গলবারে কাজ সামাল দিতে পারবে? এবং বাকী সপ্তাহে কিভাবে তারা তাদের সময়ের ভারসাম্য রক্ষা করবে? অতএব, আবারও একই কথা দোকানীর ক্ষেত্রেও। কি ঘটবে যদি সমস্ত গৃহিনী বুধবারে তাদের কেনাকাটা করে , এবং সপ্তাহে বাকী দিনগুলো ঘরে বসে থাকে? কিন্ত এই রকম ঘটনা ঘটার পরিবর্তে , বিভিন্ন দেশের কৃষকগণ পর্যাপ্ত পরিমানে

গবাদিপশু ও শস্য উভয়ই উৎপাদন করে মানব জাতীর অপরিমেয় প্রয়োজনের জন্য , সপ্তাহের ছয় দিন প্রায় সমানভাবে ডাক বিতরন হয়, এবং কিছু মহিলা সমবার এবং কিছু মহিলা মঙ্গল বারে কেনাকাটা করে এবং এই রকম ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন দিনে। এই সমস্ত জিনিস স্পষ্ট ভাবে সাক্ষ্য বহন করে না যে মাবুদের নিয়ন্ত্রনকারী ও শাসনকারী হাত এই গুলোর উপর আছে।
সংক্ষেপে মাবুদের এই পৃথিবী শাসনের অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শনের পর এখন আসুন আমরা একটি গভীর সত্যগুলো পর্যবেক্ষন করি যে মাবুদ শাসন করেন সমস্ত সৃষ্টির সমস্ত কিছুর উপর তা বিস্তৃত এবং প্রয়োগ হয়। এবং

১। প্রভু জড় বস্তু শাসন করেন।

মাবুদ যে জড় বস্তু শাসন করেন সেই জড়বস্তু তাঁর আদেশ সম্পাদন এবং তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে , তা বেহেস্তী প্রকাশনার প্রতি পাতায় প্রদর্শিত হয়েছে। মাবুদ বলেছিলেন, "এখানে আলো হোক" এবং আমরা পড়েছি, সেখানে "আলো হয়েছিল" এর পর প্রভু বললেন , "আকাশের নিচে সব জল এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা দেখা দিখ।" আর তা-ই হল।
এবং আবারও মাবুদ বললেন , "ভূমির উপরে ঘাস গজিয়ে উঠুক, আর এমন সব শাক-সবজীর গাছ হোক যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে। ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে, আর সেই সব ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের বীজ। আর তা-ই হল। " যেভাবে দাউদ ঘোষণা করেন , "তিনি বললেন তা করা হয়ে ছিল তিনি আদেশ করলেন এবং তা উঠে দাঁড়াল।"
আদিপুস্তক এক-এ যা বর্ণিত হয়েছে পরবর্তীতে সমস্ত কিতাব-এ তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আদমের সৃষ্টের পর ষোল শতক চলে গিয়েছিল পৃথিবীতে প্রথম বৃষ্টি হবার পূর্বে, কারণ নূহের আগে, মাটির তলা থেকে জল উঠত আর তাতেই মাটি ভিজত।(আদি ২ঃ৬) যখন আদিবাসীর পাপ পূর্ন হল তখন মাবুদ বললেন, "আর দেখ, আমি পৃথিবীতে এমন একটা বন্যা সৃষ্টি করব যাতে আকাশের নিচে যে সব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে । এবং ইহার পরিপূর্ণতায় আমরা পাঠ করি নূহের বয়স

যখন ছয়শত বছর ছিল সেই বছরের দ্বিতীয় মাসে সতের দিনের দিন মাটির নিচের সমস্ত জল হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগল আর আকাশেও যেন ফাঁটল ধরল। চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল। (আদি ৬ঃ১৭,৭ঃ১১,১২)
মিশরের মহামারী এই ক্ষেত্রে খোদার জড় বস্তর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর আদেশে আলো অন্ধকারে এবং নদীগুলো রক্তের নদীতে পরিণত হয়েছিল শিলা বৃষ্টি হয়েছিল এবং মৃত্যু নেমে নীল নদের মাবুদ বিহীন ভূমিতে এসে ছিল, যতক্ষন পর্যন্ত না ইহার অহংকারী রাজা মুক্তির জন্য কেঁদে উঠতে বাধ্য হল। লক্ষ্য করুন বিশেষ করে অনুপ্রাণিত বর্ণনা কেমন গুরুত্ব দেয় খোদার সমস্ত ঘটনার উপর সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনের। "তখন মুসা আকাশের দিকে তার লাঠি উঁচু করে ধরলেন। তাতে সদা প্রভু এমন করলেন যার ফলে মেঘ গর্জন করতে ও শিলাবৃষ্টি হতে লাগল এবং মাটির উপর বাজ পড়তে লাগল। এই ভাবেই সদা প্রভু মিশর দেশের উপর শিলা বৃষ্টি পাঠালেন । শুধু যে কেবল শিলা পড়ল তা নয়, তার সংগে সংগে অনবরত বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মিশর রাজ্যের আরম্ভ থেকে এই পর্যন্ত সারা দেশে এই রকম ভীষন ঝড় আর কখনো হয়নি। মিশর দেশের মাঠগুলোতে যে সব মানুষ ও পশু ছিল শিলা তাদের কাউকে রেহাই দিল না। শিলার আঘাতে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে গেল এবং গাছের ডালপালা ভেংগে পড়ল। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা যেখানে থাকত সেই গোশন এলাকায় শিলা পড়ল না।" (যাত্রা. ৯ঃ২৩-২৬)
একই রকম পার্থক্য নয় নম্বর মহামারীর ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল, "খোদা মুসাকে বললেন, আকাশের দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। তাতে হাত দিয়ে ছোঁয়ার মত অন্ধকারে দেশটা ডুবে যাবে। তখন মুসা আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর তাতেই তিন দিন পর্যন্ত গাঢ় অন্ধকারে সারা মিশর দেশটা ডুবে রইল। ঐ তিন দিন পর্যন্ত কেউ কাউকে দেখতে পেল না এবং ঘর ছেড়ে বাহিরেও গেল না। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা যেখানে ছিল সেখানে আলোর অভাব হল না।" (যাত্রা.১০ঃ২১-২৩)
উপরোক্ত ঘটনাগুলো কোন নির্জনের ঘটনা নয়। খোদার আদেশে আকাশ থেকে আগুন এবং গন্ধক নেমে এসেছিল এবং সমতল ভূমি ঘৃন্য মৃত্যু সাগরে পরিণত

হয়েছিল। তাঁর আদেশে লোহিত সাগরের পানি পৃথক হয়ে গিয়েছিল যাতে ইস্রায়েলীয়রা শুষ্ক ভূমির উপর দিয়ে যেতে পারে, এবং তাঁর আদেশে পানি ফিরে এসেছিল এবং মিশরীয়দের ধ্বংস করে দিয়ে ছিল যারা তাদেরকে (ইস্রায়েলীয়) তাড়া করতে ছিল। তাঁর একটি কথায় পৃথিবী তার মুখ খুলে কোরহ এবং তার বিদ্রোহী সংগীদের গিলে ফেলল, অগ্নিকুন্ডকে নবূখদ্‌নিৎসর সাধারণের চেয়ে সাতগুন বেশি উত্তপ্ত করল, এবং ইহার মধ্যে মাবুদের তিন সন্তানকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আগুন তাদের কাপড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়নি, যদিও ইহা তাদেরকে হত্যা করল যারা তাদেরকে যারা অগ্নিকুন্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সৃষ্টিকর্তার শাসকীয় নিয়ন্ত্রন কি আশ্চার্যরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল সাজানো বিষয়গুলোর উপর যখন তিনি মানুষ হয়ে মানুষের মধ্যে বসবাস করলেন। দেখুন তিনি নৌকায় ঘুমিয়ে আছে। একটি ঝড় উঠল। বাতাস গর্জন করছে এবং ঢেউ ভয়ংকর রূপে আঘাত করছে নৌকায়। যে সমস্ত শিষ্যগণ তাঁর সাথে ছিল, ভয় পেয়েছিল পাছে তাদের ছোট নৌকা ডুবে যায়, তাদের প্রভুকে জাগিয়ে তুলল, এই বলে, "আমরা যে মারা যাচ্ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?" এবং এর পর আমরা পড়ি , এবং তিনি উঠে বাতাসকে দমক দেন এবং সাগরকে বললেন , থাম, শান্ত হও। তাতে বাতাস থেমে গেল ও সমস্ত কিছু খুব শান্ত হয়েগেল । (মার্ক. ৪ঃ৩৯) আবার লক্ষ্য করুন সাগর ইহার স্রষ্টার ইচ্ছায় তাঁকে ঢেউয়ের উপর বহন করেছিল তাঁর একটি কথায় ডোমুর গাছ শুকিয়ে যায়, তাঁর ছোঁয়ায় তাৎক্ষনিক রোগ পালিয়ে যায়। গ্রহ-নক্ষত্রও তাদের সৃষ্টিকর্তা দ্বারা শাসিত এবং তাঁর কর্তৃত্বের সন্তুষ্টি সাধন করে, দু'টি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। আহাজের খোদার আদেশে সূর্য দশ ডিগ্রী পিছনে গিয়েছিল হেজকীয়ের দূর্বল বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে। নতুন নিয়মের সময়ে মাবুদ তাঁর পুত্রের মানব রূপে আগমন তারার মধ্য দিয়ে ঘোষনা করলেন, পূর্ব দিকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে এই তারা দেখা দিয়েছিল এই তারা সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়েছে, "শিশুটি যেখানে ছিলেন সেই তারাটি তাহাদের আগে আগে চলিল। শিশুটি যেখানে ছিলেন সেই ঘরের উপরে আসিয়া না থামা পর্যন্ত তারাটি চলিতেই থাকিল।" (মথি. ২ঃ৯) ইহা কি আশ্চার্য ঘোষনা ", "তিনি পৃথিবীতে তার আদেশ পাঠান, খুব তাড়া তাড়ি তা পালন করা হয়। তিনি ভেড়ার লোমের মত তুষার পাঠান আর ছাইয়ের মত শিশির ছড়ান ।

তিনি রুটির টুকরার মত করে শিলা ফেলেন, তাঁর বাক্য পাঠিয়ে তিনি শিলা গলিয়ে ফেলেন, তাঁর বাতাস বহালে জল বয়ে যায়।" (গীত. ১৪৭ঃ১৫-১৮) বস্তু সমুহের পরিবর্তন খোদার কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের অধীনে। তিনি মাবুদ যিনি বৃষ্টি বন্ধকরে রাখেন এবং মাবুদই আবার বৃষ্টি পাঠান যখন তিনি ইচ্ছা করেন তিনি যেখানে ইচ্ছা এবং যার উপর ইচ্ছা সেখানে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন । আবহাওয়া দপ্তর হয়ত চেষ্টা করতে পারে আবহাওয়ার পূর্বাবাস দেওয়ার জন্য , কিন্তু কতবারই না মাবুদ তাদের হিসাব নিকাশকে উপহাস করেন।

সূর্য়ে চিহ্ন "গ্রহগুলোর পরিবর্তনশীল কার্যকলাপ ধুমকেতুর দৃশ্যমান হওয়া ও অদৃশ্য হওয়া । যার উপর মাঝে মাঝে অস্বাভিক আবহাওয়ার গুরুত্ব নির্ভর করে জলবায়ুগত সমস্যা কেবল গৌন্য কারণ সমস্ত কিছুর পিছনে আছেন মাবুদ নিজে। তাঁর কালামকে আবার কথা বলতে দিন ,"ফসল কাটবার তিন মাস বাকী থাকতে আমি তোমাদের উপর বৃষ্টিপড়া বন্ধ করে দিলাম। এক গ্রামে বৃষ্টি পাঠিয়ে আমি অন্য গ্রামে তা বন্ধ করলাম। একটা ক্ষেত বৃষ্টি পেল, অন্যটা বৃষ্টি না পেয়ে শুকিয়ে গেল । জলের জন্য লোকেরা টলতে টলতে গ্রাম থেকে গ্রামে গেল কিন্তু যথেষ্ট জল খেতে পেল না, তবু তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না। আমি অনেকবার তোমাদের বাগান ও আংগুর ক্ষেত শুকিয়ে যাওয়া রোগ ও ছাৎলা পড়া রোগ দিয়ে আঘাত করলাম পংগপাল তোমাদের ডুমুর ও জলপাই গাছ শেষ করে দিল, তবু তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না। মিশরে যেমন পাঠিয়ে ছিলাম তেমনি করে আমি তোমাদের মধ্যে মড়ক পঠালাম আমি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তোমাদের যুবকদের মেরে ফেললাম এবং তোমাদের ঘোড়া গুলো নিয়ে গেলাম। তোমাদের সেনা ছাউনির দুর্গন্ধ তোমাদের নাকে ভরে দিলাম, তবু তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না।" (আমোষ ৪ঃ৭-১০) সত্যি-ই মাবুদ জড় বস্তু শাসন করে থাকেন। দুনিয়া এবং বাতাস , আগুন ও পানি, বরফ ও তুষার, ঝড়ো বাতাস ও ক্রোধান্বিত সাগর তাঁর শক্তিশালী কালামের আদেশ সম্পাদন করে এবং তাঁর কর্তৃত্বকে সন্তুষ্ট করে। এইজন্য যখন আমরা আবহাওয়ার জন্য অনুযোগ করি আমরা তখন প্রকৃত পক্ষে খোদার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করি।

২। মাবুদ বুদ্ধিহীন প্রাণী সমূহকে নিয়ন্ত্রন করেন ঃ

প্রাণী রাজ্যের উপর মাবুদের শাসনের কি আকষনীয় বর্ণনা পাওয়া যায় আদি ২ঃ১৯-এ "সদাপ্রভু মাবুদ মাটি থেকে ভূমির যে সব জীব জন্তু ও আকাশের পাখি তৈরী করে ছিলেন সেগুলো সেই মানুষটির কাছে আনলেন । সদাপ্রভু দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি বলে ডাকেন, তিনি সেই সব জীবন্ত প্রাণীগুলোর যেটিকে যে নামে ডাকলেন সেটির সেই নামই হল।" ইহা উচিত যে ইহা এদোন বাগানে সংঘটিত হয়েছিল এবং আদমের পতনের পূর্বে ঘটেছিল এবং এর পরবর্তী অভিশাপ প্রতিটি প্রাণীকে প্রাভাবিত করেছিল, তাহলে আমাদের পরবর্তী উদ্ধৃতি অভিযোগের সমাধান করে। নূহের বন্যার সময় আবার প্রাণীর উপর খোদার নিয়ন্ত্রন প্রদর্শিত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন কিভাবে প্রত্যেক জীবন্ত প্রজাতির প্রাণীকে মাবুদ নূহের কাছে আসতে বাধ্য করলেন, "তোমার সংগে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের জীবন্ত প্রাণী থেকে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে এক এক জোরা করে জাহাজে তুলে নিবে। প্রত্যেক জাতের পাখি , জীবজন্তু ও বুকে হাঁটা প্রাণী এক এক ঝোরা করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার।" (আদি ৬ঃ১৯,২০)

সমস্ত কিছু খোদার কর্তৃত্বের অধিনে ছিল। জঙ্গলের সিংহ, বনের হাতি, মেরু এলাকার ভল্লুক, হিংস্র চিতাবাঘ পোষনা মানা নেকড়ে বাঘ হিংস্র বাঘ, উঁচুতে উড়ে বেড়ানো ঈগল এবং বুকেহাঁটা কুমীর, লক্ষ্য করুন তাদের নিজ নিজ হিংস্রতায়, এবং তথাপি নীরবে তাদের স্রষ্টার ইচ্ছার নিকট আত্ম সমর্পন করেছে এবং জোড়ায় জোড়ায় এসেছিল।

আমরা মিশরের মহামারীর কথা উল্লেখ করে ছিলাম মাবুদের জড় বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আসুন আমরা আবারও এগুলোর দিকে লক্ষ্য করি দেখার জন্য কিভাবে তারা বুদ্ধিহীন প্রাণীর উপর মাবুদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনকে প্রদর্শন করে। তাঁর কথায় নদীতে প্রচুর ব্যাঙের জন্ম হয়েছিল এবং এই ব্যাঙগুলো ফেরাওনের রাজপ্রসাদে ও তার চাকরদের গৃহে প্রবেশ করল এবং তাদের সহজাত প্রবৃতির বিরুদ্ধে তারা বিছানা, চোলার ভিতর ও বারকোশে প্রবেশ করল। (যাত্রা.৮ঃ১৩) মিশর দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি প্রবেশ করল, কিন্তু গোশন এলাকায় কোন মাছি ছিল না। (যাত্র.৮ঃ২২) আবার গবাদি পশুকে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং আমরা পড়ি "তবে মাঠে তোমাদের ঘোড়া, গাধা, উট, গরু, ভেড়া,

ছাগল, এক কথায় তোমাদের সব পশুপালের উপর আমি শীঘ্রই নিজের হাতে এক ভীষন মড়কের ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমি ইস্রায়েলীদের পশুগুলোকে মিশরীয়দের পশুপাল থেকে আলাদা করে দেখব। তাদের যে সব পশু আছে তার একটাও মরবে না। মড়কটা কখন হবে তা-ও সদাপ্রভু ঠিক করলেন তিনি বললেন কালকেই এই দেশের উপর আমি এটা ঘটাব। পরের দিন সদাপ্রভু তাই করলেন। তাতে মিশরীয়দের সব পশু মরে গেল, কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের পাল থেকে একটা পশুও মরল না।"(যাত্রা.৯ঃ৩-৬) একই ভাবে মাবুদ মেঘের মত পঙ্গপালের মড়ক ফেরাওন ও তার দেশে পাঠালেন, তাদের আগমনের সময় নির্দেশ করে দিলেন, তাদের গতি ও ধ্বংসের সীমা নির্দেশ করে দিলেন।

শুধুমাত্র ফেরেস্তাগণই খোদার আদেশ পালন করে না। নির্বোধ পশুও তাঁর সন্তুষ্টি একইভাবে সাধন করে থাকে। পবিত্র নিয়ম সিন্ধুক ফিলিস্তীনিদের দেশে ছিল কিভাবে ইহা স্বদেশে আনা যাবে? লক্ষ্য করুন খোদার গোলামদের পছন্দ, এবং কত সম্পূর্ণভাবে ইহারা তাঁর নিয়ন্ত্রনে ছিল "পরে প্যালেষ্টীয় শাসনকর্তারা পুরোহিত ও গনকদের ডেকে বললেন, "আমরা সদাপ্রভুর সিন্ধুকটি নিয়ে কি করব? আমাদের বল, কিভাবে আমরা একে তাঁর নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব?"
তারা বলল,...............................এখন আপনারা একটা নতুন গাড়ী তৈরি করুন এবং দুধ দেয় এমন দু'টা গাভী নিন যাদের উপর কখনো জোয়াল চাপানো হয়নি। সেগুলো আপনারা সেই গাড়ীতে জুড়ে দেবেন, কিন্তু তাদের বাছুরগুলো তাদের কাছ থেকে সরিয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন। তারপর সদাপ্রভুর সিন্ধুকটি আপনারা সেই গাড়ীর উপর বসাবেন এবং দোষ-উৎসর্গের জন্য যে সব সোনার জিনিস আপনারা সদাপ্রভুকে পাঠাবেন সেগুলো একটা বাক্সের মধ্যে করে সিন্ধুকের পাশে রাখবেন। এইভাবে সিন্ধুটি পাঠিয়ে দিবেন যাতে সেটি চলে যায়। তবে নজর রাখবেন , সিন্ধুকটি যদি নিজের দেশের পথ ধরে বৈৎ শেমশে যায় তবে বুঝাবেন যে, আমাদের উপর ভীষন অমঙ্গল সদাপ্রভুই এনেছেন। কিন্তু যদি সেই পথে না যায় তবে আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের উপর এই আঘাত তাঁর হাত থেকে আসেনি, এমনিই তা আমাদের উপর এসেছিল? পরিনাম কত হৃদয়গ্রাহী ছিল। " তখন গাভী দু'টা ডানে-বাঁয়ে না ঘুরে ডাকতে ডাকতে রাজপথ দিয়ে সোজা বৈৎশেমশের দিকে চলল।" (১শমূ.৬ঃ১২) এলিয়ের ঘটনাটিও একই রকম

হৃদয়গ্রাহী "পরে সদাপ্রভু এলিয়কে বললেন, "তুমি এই জায়গা ছেড়ে পূর্ব দিকে যাও এবং যর্দনের পূর্ব দিকে করীৎ স্রোতের ধারে লুকিয়ে থাক। তুমি সেই স্রোতের জল খাবে আর সেখানে তোমাকে খাবার দেবার জন্য আমি দাঁড়কাকদের ঠিক করে রেখেছি।"(১রাজা.১৭ঃ২-৪) এই শিকারী পাখীর সহজাত প্রবৃত্তিকে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং তারা নিজেরাই খাবার খেয়ে ফেলার পরিবর্তে, তারা ইহা জেহোভার গোলামের নিকট বহন করে নিয়ে আসল তাঁর নির্জন বিশ্রামের স্থানে।

আরো কি প্রমাণের প্রয়োজন আছে? তাহলে ইহা হাতের কাছেই প্রস্তুত আছে। মাবুদ বোবা গাধাকে ব্যবহার করেন নবীর পাগলামীকে তিরস্কার করতে। তিনি দু'টি স্ত্রী-ভল্লুককে পাঠান বন থেকে এলিয়ের বিয়াল্লিশ জন অত্যাচারীকে গিলে ফেলার জন্য। তাঁর বাক্যের পূর্ণতায় তিনি কুকুরকে দেন মন্দ জেজবেল এর রক্ত চাটতে ।

তিনি ব্যাবিলনের সিংহের মুখ বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন যখন দানিয়েলকে খাদের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল, যদিও তিনি পরবর্তীতে নবীর অভিযোগকারীদের গিলে ফেলতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অবাধ্য ইউনুছ নবীকে গিলে ফেলার জন্য বিরাট বড় একটি মাছকে প্রস্তুত করেন এবং তারপর যখন তাঁর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল তিনি ইহাকে বাধ্য করলেন শুকনা মাটিতে তাকে বমি করে দিতে। তাঁর আদেশে মাছ পিতরের কাছে একটি মুদ্রা নিয়ে আসে খাজনার টাকার জন্য, তাঁর বাক্য পূর্ণ করতে তিনি মুরগকে বাধ্য করেন পিতরের অস্বীকারের পর দুবার ডাকতে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মাবুদ নির্বোধ প্রাণীর উপর শাসন করেন , সাগরের মাছসহ সমস্ত কিছু তাঁর কর্তৃত্বময় আদেশ পালন করে।

৩। মাবুদ মানব সন্তানদের শাসন করেন:

আমরা সম্পূর্ন ভাবে উপলব্ধি করি এই সত্য যে ইহা আমাদের বিষয়ের সবচেয়ে কঠিন অংশ এবং এইজন্য পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু বর্তমানে সাধারণভাবে মানুষের উপর খোদার শাসন বিষয় গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব , আমরা

বিস্তারিত ভাবে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার পূর্বে। আমাদের সম্মুখে দু'টি বিকল্প আছে এবং দু'টির মধ্যে আমরা একটি পছন্দ করতে বাধ্য ঃ হয়ত মাবুদ শাসন করেন অথবা তিনি শাসিত হন অথবা তিনি পরিচালনা করেন অথবা পরিচালিত হন, অথবা খোদার নিজের পথ আছে এই দু'টি বিকল্পের মধ্যে আমাদের পক্ষে একটি পছন্দ করা কি খুব কঠিন? আমরা কি বলব মানুষের মধ্যে আমরা এমন একটি সৃষ্টিকে দেখতে পাই যা এত অবাধ্য যে সে খোদার নিয়ন্ত্রনের বাহিরে? আমরা কি বলব যে পাপ পাপীকে এত দূরে নিয়ে গেছে পবিত্র তৃত্ব-পাক থেকে যে সে তাঁর কর্তৃত্বের সীমার বাহিরে ? অথবা আমরা কি বলব যে মানুষকে নৈতিক দায়িত্ব দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে, এই জন্য মাবুদ থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, অন্তত পক্ষে তার পরীক্ষা কালিন সময়ের জন্য? ইহা দ্বারা কি অবশ্যই এই বুঝায় কারণ প্রাকৃতিক মানুষ বেহেস্তের শত্রু বেহেস্তের শাসনের বিপক্ষে একজন বিদ্রোহী যে মাবুদ তার মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অক্ষম? আমরা কেবল বলতে চাই না যে তিনি হয়ত দুষ্টদের কাজের ফলাফলকে শাসন করেন অথবা বলি না যে তিনি দুষ্টদেরকে তার বিচার সভার সামনে আনবেন যাতে তাদেরকে বিচারের শাস্তি প্রদান করা যায় - অসংখ্য বিশ্বাসী এই কথা বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা বলতে চাই যে সবচেয়ে বড় দুষ্টের প্রতিটি কাজ যারা সবাই তাঁর প্রজা তাঁর নিয়মন্ত্রনের অধীন হ্যাঁ যদিও কর্মী নিজেও জানে না , তথাপি সর্বশক্তিমানের গোপন আদেশ পালন করছে। এহুদার ক্ষেত্রে কি ইহা এই রকম ছিল না? এবং এর চেয়ে উত্তম ঘটনা কি নির্বাচন করা সম্ভব? তাহলে যদি প্রধান বিদ্রোহ খোদার পরামর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে ইহা কি সবচেয়ে বড় চাপ আমাদের বিশ্বাসের উপর সমস্ত বিদ্রোহের ক্ষেত্রে একই রকম বিশ্বাস করার জন্য?

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য দার্শনিক অনুসন্ধান নয় অথবা দর্শন শাস্ত্রে সম্বন্ধে বিতর্ক নয় কিন্তু এই সুগভীর বিষয়ের উপর কিতাবের শিক্ষাকে নিরূপন করা। শুধুমাত্র আইন ও সাক্ষ্য থেকে আমরা শিখতে পারি বেহেস্তী শাসন সম্পর্কে ইহার বৈশিষ্ট , ইহার গঠন , কার্যসাধন প্রনালী ইহার কার্যের স্বাধীনতা । মাবুদ আমাদের কাছে তাঁর কালামের মাধ্যমে তাঁর শাসন কাজ যা তাঁর হাতের কাজের উপর ও বিশেষ করে আমাদের উপর যাদেরকে আদিতে তাঁর আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছিল। তাঁহার শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বাঁচিয়াও আছি।"

(প্রেরি.১৭ঃ২৮) কি শক্তিশালী উক্তি ইহা এই কথাগুলো লক্ষ্য করা উচিত ইহা মাবুদের কোন মন্ডলীর উদ্দেশ্যে নয় অথবা কোন ধার্মিক সম্প্রদায়ের নিকট যারা আত্নীকতায় অনেক উর্ধ্বে উঠেছে কিন্তু অধার্মিক শ্রুতাদের নিকট, তাদের নিকট যারা বিদ্রুপ করেছিল যখন তারা শুনল মৃতদের জীবিত হবার বিষয়ে। পৌল দ্বিধা বোধ করলেন না আথীনীয় দার্শনিক ইপিকুয়ের ও স্তোয়িকীয়দের কাছে বলতে যে তারা জীবন -যাপন করছে ও চলাফেরা করছে এবং বাঁচিয়া আছে মাবুদেরই মাঝে, যার অর্থ তাদের অস্তিত্ব ও সংরক্ষনের জন্যেই শুধু তারা যিনি এই পৃথিবী ও এর মধ্যকার সমস্ত কিছু তৈরী করেছেন তাঁর কাছে ঋনী নয়, কিন্তু তাদের প্রতিটি কর্মও পরিবেষ্টিত ও নিয়ন্ত্রিন হয় বেহেস্ত ও দুনিয়ার প্রভু কর্তৃক। তুলনা করুন দানি.৫ঃ২৩ এর শেষ অংশ।

"মানুষ মনে মনে পরিকল্পনা করে, কিন্তু মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসে।" (হিতো.১৬ঃ১) লক্ষ্য করুন উপরোক্ত ঘোষনা একটি সাধারন প্রয়োগ ইহা হল মানুষ, শুধুমাত্র বিশ্বাসী সম্পকে নয়, "মানুষ মনে মনে তার পথ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করে, কিন্তু তার পায়ের ধাপ সদাপ্রভুই পরিচালনা করেন।" (হিতো. ১৬ঃ৯) যদি মাবুদ মানুষের পায়ের ধাপ পরিচালনা করে থাকেন, তাহলে ইহা কি প্রমাণ নয় যে মানুষ মাবুদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত হয়? আবারও, "মানুষের মনে অনেক পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু সদা প্রভু যা ঠিক করেছেন তা-ই হবে।" (হিতো.১৯ঃ২১) ইহার অর্থ কি এর চেয়ে কম হতে পারে যে , ইহা কোন বিষয় নয় মানুষ কি পরিকল্পনা করে বা আকাংখ্য করে ইহা তার স্রষ্টার ইচ্ছা যা সম্পাদিত হয়। উদাহরণ হিসাবে "বোকা ধনীর" কথা ধরুন। তার অন্তরের পরিকল্পনার কথা আমাদেরকে অবগত করা হয়েছে, "কোন একজন ধনী লোকের জমিতে অনেক ফসল হইয়াছিল । এইজন্য সে মনে মনে বলিতে লাগিল এত ফসল রাখিবার জায়গাত আমার নেই । আমি এখন কি করি? আচ্ছা, আমি একটা কাজ করিব । আমার গোলাঘরগুলো ভাংগিয়া ফেলিয়া বড় বড় গোলাঘর তৈরী করিব এবং আমার সমস্ত ফসল ও ধন সেখানে রাখিব। পরে আমি নিজেকে বলিব অনেক বৎরের জন্য অনেক ভাল ভাল জিনিষ জমা করা আছে। আরাম কর, খাওয়া-দাওয়া কর, আমোদ-আহলাদে দিন কাটাও।" এই রকম ছিল তার অন্তরের পরিকল্পনা, কিন্তু "খোদার পরিকল্পনা" ছাড়া আর কোন

কিছুই সম্পাদিত হয়নি। মাবুদ কিন্তু তাহাকে বলিলেন, "ওহে বোকা! আজ রাতেই তোমাকে মরিতে হইবে।" তাহলে যে সমস্ত জিনিস তুমি জমা করেছ সেইগুলো কে ভোগ করবে? (লূক.১২ঃ১৭-২০) "সদাপ্রভুর হাতে রাজার অন্তর জলের স্রোতের মত সদাপ্রভু যেখানে চান সেখানে তাকে চালান।"(হিতো.২১ঃ১) এর চেয়ে আর কি পরিস্কার হতে পারে? "অন্তর হতে জীবনের উৎপত্তি" (হিতো.৪ঃ২৩) কারণ একজন লোক অন্তরে যেমন চিন্তা করে সে তেমনই।" যদি তা-ই হয় তাহলে অন্তর মাবুদের হাতে এবং যদি সদাপ্রভু যেখানে চান সেখানে তাকে "চালান" তাহলে কি ইহা পরিস্কার নয় যে মানুষ হাঁ শাসক ও রাজাগণ নিয়ন্ত্রিত এবং তাই সমস্ত মানুষ সর্বশক্তিমানের রাজকীয় নিয়ন্ত্রনের অধিনে। উপরোক্ত ঘোষনার উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে না। বিতর্ক করা যে কেউ অনন্ত খোদার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে এবং তাঁর পরামর্শকে বাতিল করে দিতে পারে ইহার মানে অন্যান্য স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করা। নিম্নলিখিত আয়াত সমূহকে ভাল করে তুলনা করুন, "কিন্তু তিনি সব কিছুতে স্থির থাকেন, কেউ থাকে বাধা দিতে পারে না, তাঁর যা খুশী তিনি তা-ই করেন।"(ইয়ো.২৩ঃ১৩)

"কিন্তু সদাপ্রভুর পরিকল্পনা চিরকাল টিকে থাকে, তাঁর মন যুগ যুগ ধরেই স্থির থাকে।" (গীত ৩৩ঃ১১) "কোন জ্ঞান কোন বুদ্ধি বা কোন পরিকল্পনাই সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।"(হিতো.২১ঃ৩০) "সর্ব ক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভুই এই সব ঠিক করেছেন, তাই কে তা বিফল করতে পারে? তাঁর হাত বাড়ানো রয়েছে, কে তা গুটাতে পারে?"(যিশা.১৪ঃ২৭)

"তোমরা অনেক অনেক দিন আগেকার বিষয় স্মরন কর। আমিই মাবুদ, অন্য আর কেউ নয়, আমিই মাবুদ আমার মত আর কেউ নেই। আমি শেষ কালের বিষয় আগেই বলি আর যা এখনও হয়নি তা আগেই জানাই। আমি বলছি যে আমার উদ্দেশ্য স্থির থাকিবে, আমার সমস্ত ইচ্ছা আমি পূরন করিব।"(যিশা৪৬ঃ৯-১০) এই সমস্ত আয়াত সমুহের একাদিক অর্থ নেই এইগুলো নিশ্চিত করে সন্দেহাতীত ও শর্তহীনভাবে যে ইহা অসম্ভব জেহোবার উদ্দেশ্য বাতিল করা। আমরা বৃথাই কালাম পাঠ করি যদি আমরা বের করতে ব্যর্থ হই যে মানুষের কাজ কর্ম মন্দ ও ভাল সব মালিক মাবুদ কর্তৃক শাসিত হয়।

নমরূদ ও তার সাথীরা স্থির করেছিল বাবেল এর উচুঁ চুড়া নির্মানের জন্য কিন্তু তাদের পরিকল্পনা কি কখনো বাস্তবায়িত হয়েছিল, মাবুদ তাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। মাবুদ একা ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন (যিশা.৫১ঃ২) কিন্তু তাঁর আত্নীয় স্বজন তাঁর সাথে ছিল তিনি যখন কিলদিয় দেশের উর নগরী ত্যাগ করলেন। তাহলে কি মাবুদের ইচ্ছা পরাজিত হয়েছিল? অবশ্যই না। ফলাফল লক্ষ্য করুন। তেরহ মারা গেল তারা কেনান দেশে পোঁছার পূর্বেই, (আদি১১ঃ৩১) এবং যদিও লোথ তার কাকার সাথে প্রতিশ্রুত দেশে গিয়েছিল, সে খুব শীঘ্র পৃথক হয়ে সোদমে বসবাস করতে শুরু করল। সন্তান ইয়াকুবকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল উত্তরাধিকারের যদিও ইসাক জেহোভার ইচ্ছা পরিবর্তনের চেষ্ট করেছিল এবং ইয়াসুকে আর্শীবাদ দিতে চেয়ে ছিলেন, তার চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হল। ইয়াসু আবার প্রতিজ্ঞা করেছিল ইয়াকুবের উপর প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের আবার দেখা হল তারা আনন্দের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ঘৃণায় মারামারির পরিবর্তে। আবার ইউসুফের ভাইয়েরা তার ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তাদের মন্দ পরিকল্পনা পরাজিত হয়েছিল। ফেরাওন বাধা দিয়ে ছিল ইস্রায়েল জাতীকে জেহোভার আদেশ পালনে এবং তার যন্ত্রনায় লোহিত সাগরে মৃত্যু বরণ করেছিল। বালক, বিলিয়মকে ভাড়া করেছিল ইস্রায়েল জাতীকে অভিশাপ দিতে কিন্তু মাবুদ তাকে বাধ্য করল তাদেরকে আর্শীবাদ করার জন্য। হামন মর্দখয়ের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠ তৈরী করেছিল কিন্তু তাতে তাকেই ফাঁসি দেয়া হয়েছিল ইউনুছ নবী মাবুদের প্রকাশিত ইচ্ছায় জেদ ধরেছিল কিন্তু তাঁর চেষ্টার ফল কি দাঁড়াল? হায় অধার্মিকেরা হয়ত গর্জে উঠতে পারে এবং লোকেরা বৃথাই কল্পনা করতে পারে দুনিয়ার বাদশাহরা হয়ত তাঁর মসীহের বিরুদ্ধে দাঁড় করতে পারে ও শাসকেরা পরামর্শ করতে পারে এই বলে, “এস, আমরা ভেংগে ফেলি ওদের শিকল, ছিঁড়ে ফেলি ওদের বাধন আমাদের উপর থেকে।”(গীত.২ঃ১-৩) কিন্তু মহান মাবুদ কি তার দূর্বল সৃষ্টির বিদ্রোহ দ্বারা বিচলিত বা বিরক্ত হতে পারেন না? নিশ্চয়ই না “সদাপ্রভু স্বর্গে সিংহাসন থেকে হাসছেন, তিনি তাদের বিদ্রুপ করছেন”(আয়াত ৪) তিনি অসীম ভাবে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে, এবং পৃথিবীর সমস্ত সংঘের চক্রান্ত এবং তাদের চরম ও প্রচন্ড প্রস্তুতি তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য তাঁর দৃষ্টিতে সব মিলিয়ে অতি

তুচ্ছ। তিনি তাদের দূর্বল প্রচেষ্টার দিকে তাকান কোন সতর্কতা নিয়ে নয় কিন্তু তিনি হাসেন তাদের দূর্বলতাকে পরিহাস করেন। তিনি জানেন যে তিনি যখন ইচ্ছা তাদেরকে পোকার মত পিষ্ট করতে পারেন অথবা তাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা। হায় ! ইহা “বৃথা জিনিস” ছাড়া আর কিছুই নয় ভাংগা মাটির পাত্রের পক্ষে বেহেস্তী গৌরবজনক মর্যাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আমাদের মাবুদ এমন, তাঁর ইবাদত তোমরা কর। লক্ষ্য করুন ইহাও যে কর্তৃত্ব মাবুদ প্রদর্শন করেছিলেন মানুষের সাথে তাঁর ব্যবহারে। মুসা কথা-বার্তায় ধীর ছিলেন, এবং হারুন তার বড় ভাই কথা-বার্তায় ধীর ছিলেন না, মাবুদ মুসাকেই তাঁর দূত হিসাবে পছন্দ করলেন তাঁর অত্যাচারীত লোকদের মুক্তি ফেরাওনের কাছে চাওয়ার জন্য। আবারও মুসাকে যদিও খুবেশি মহব্বত করা হত, তাড়াতাড়ি করে একটি কথা বলার কারণে কেনান দেশে ঢুকতে পারলেন না, যেখানে এলিয় রাগান্বিত ভাবে বিদ্রোহ করল এবং তিরস্কৃত হলেন, এবং পরবর্তীতে তাকে বেহেস্তে তুলে নেয়া হল মৃত্যুর সম্মখীন না করে। উষ শুধুমাত্র নিয়ম সিন্ধকে হাত দিল এবং সাথে সাথে সে মরে গেল, যেখানে ফিলিস্তীনিরা ইহা বয়ে নিয়ে গেল অপমানকর বিজয়ে এবং তাৎক্ষনিক কোন শাস্তি তারা ভোগ করেনি। করুণা প্রদর্শন করা হলে শাস্তিপ্রাপ্ত সুদোমকে মন পরিবর্তনের পর্যায়ে নিয়ে আসা যেত, অনেক বেশি সুবিধা প্রাপ্ত কফরনাহূম মন পরিবর্তনে ব্যর্থ হল। শক্তিশালী কাজ যা টায়ার ও সিডন শহরকে বশে আনতে পারত তিরস্কৃত গালিল শহরকে সুখবর প্রত্যাখ্যানের জন্য অভিশাপের নিচে পড়ল। যদি এইগুলো পূর্ববর্তীদের উপর বিজয়ী হতে পারত, কেন এইগুলো ঐখানে করা হয়নি। যদি এইগুলো পরবর্তীদের মুক্ত করতে অফলপ্রসূ প্রমাণিত হল তাহলে কেন এইগুলো সম্পাদিত হল? মহান সৃষ্টার স্বাধীন ইচ্ছার কি চমৎকার প্রদর্শন।

৪. মাবুদ ফেরেশতাদের শাসন করেন, ভাল মন্দ উভয়কে।

ফেরেস্তাগন মাবুদের গোলাম, তাঁর সংবাদবাহক তাঁর বাহন। তারা যখনই তাঁর মুখের বাণী শ্রবণ করে তখনই তা পালন করে। জেরুজালেমে শহর ধ্বংস করবার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই ফেরেশতা যখন

সেই কাজ করতে যাচ্ছিলেন তখন মাবুদ সেই ভীষন শাস্তি দেওয়া থেকে মন ফিরালেন। সেই ধ্বংসকারী ফেরেশতাকে তিনি বললেন, "থাক যথেষ্ট হয়েছে, এবার তোমার হাত গুটাও।" এবার মাবুদ ঐ ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন আর তিনি তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখলেন।" (১বংশা.২১ঃ১৫,২৭) আরও অনেক আয়াত উল্লেখ করা যাবে প্রদর্শন করতে যে ফেরেতাগন তাদের স্রষ্টার ইচ্ছার অধীন এবং তাঁর আদেশ সম্পাদন করে "তখন পিতর যেন চেতনা ফিরে পেলেন আর বললেন, "এখন আমি সত্যি বুঝতে পারলাম যে , মাবুদ তার ফেরেস্তাকে পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে এবং ইহুদীরা যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল তা থেকে আমাকে রক্ষা করলেন।" (প্রেরিত.১২ঃ১১)

"প্রভু খোদা যিনি নবীদের মধ্য দিয়া কথা বলিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার ফেরেস্তাকে পাঠিয়ে দিয়াছেন, যেন কিছুকালের মধ্যে যাহা অবশ্যই ঘটিতে যাইতেছে তাহা সেই ফেরেস্তা তাঁহার গোলামদের দেখাইতে পারেন। (প্রকাশিত২২ঃ৬) ইহা এমনই হবে যখন আমাদের প্রভু ফিরে আসবেন, "মনুষ্যপুত্র তাঁহার ফেরেস্তাদের পাঠাইয়া দিবেন। যাহারা অন্যদের পাপ করায় এবং যাহারা নিজেরা পাপ করে তাহাদের সকলকে সেই ফেরেস্তারা মনুষ্যপুত্রের রাজ্যের মধ্য হইতে একসংগে জড় করিবেন ও জলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন।" (মথি.১৩ঃ৪১) আবার আমরা পড়ি , "জোরে জোরে তূরী বাজিয়া উঠবে আর সংগে সংগে মনুষ্যপুত্র তাঁহার ফেরেস্তাদের পাঠাইয়া দিবেন। সেই ফেরেস্তারা দুনিয়ার একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত চারিদিক হইতে তাঁহারা বাছাই করা লোকদের একসংগে জড় করিবেন।"(মথি.২৪ঃ৩১)একই কথা সত্য মন্দ আত্মার ক্ষেত্রেও . তারাও মাবুদের কর্তৃত্বের আদেশ পালন করে। "মাবুদ একটি মন্দ আত্মা পাঠিয়ে দিলেন অবীমালেকের শিবিরে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে, তারপর মাবুদ অবীমেলক ও শিখিমের লোকদের মধ্যে একটা মন্দ আত্মা পাঠিয়ে দিলেন। তাতে শিখিমের লোকেরা অবীমালেকের সংগে বিশ্বাস ঘাতকতা করল।"(বিচার.৯ঃ২৩) আর একটি মন্দ আত্মা তিনি পাঠিয়ে দিলেন আহাবের নবীদের মুখে মিথ্যা বলার আত্মা হবার জন্য- "এইজন্যই সদাপ্রভু এখন আপনার এই সব নবীদের মুখে মিথ্যা বলবার আত্মা দিয়েছেন।"(১রাজা.২২ঃ২৩) এবং তথাপি মাবুদ আর একজনকে পাঠিয়ে দিলেন শৌলকে কষ্ট দেবার জন্য "তখন সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ছেড়ে চলে গেলেন

আর সদাপ্রভুর কাছ থেকে এক মন্দ আত্মা এসে তাকে ভীষন ভয় দেখাতে লাগল।"(১শমূ.১৬ঃ১৪) সুতরাং নতুন নিয়মেও একই রকম ঃ একটি সম্পূর্ণ লিজিয়ন ভুত আক্রান্ত ব্যক্তির ভিতর থেকে বের হয়ে যায় নি যতক্ষন পর্যন্ত না প্রভু তাদের শুকরের পালের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ইহা কিতাব থেকে পরিস্কার যে ভাল ও মন্দ ফেরেস্তারা মাবুদের নিয়ন্ত্রনে, এবং ইচ্ছাকৃত বা অনইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করে। হ্যাঁ , শয়তান নিজেও সম্পূর্ণভাবে মাবুদের নিয়ন্ত্রনের অধীন। যখন এদোন বাগানে জবাবদিহী করা হয়েছিল কিন্তু একটি কথারও জবাব দেয় নি। সে আইয়ুব নবীকে স্পর্শ করতে পারে নি যতক্ষন পর্যন্ত না মাবুদ তাকে অনুমতি দিলেন। অতএব, একইভাবে তাকে অনুমতি দিলেন। অতএব একই ভাবে তাকে আমাদের প্রভুর সম্মতি অর্জনের প্রয়োজন ছিল পিতরকে পরীক্ষা করার পূর্বে। মসীহ যখন তাঁকে ত্যাগ করতে আদেশ করলেন আমরা পড়ি, "দূর হও শয়তান" তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।" (মথি.৪ঃ১১) এবং সবশেষে তাকে এবং তার ফেরেস্তাদের আগুনের কুন্ডে ফেলে দেয়া হবে। যা তার ও তার ফেরেস্তাদের জন্য প্রস্তত আছে। সর্বশক্তিমান মালিক মাবুদ শাসন করেন তাঁর শাসন জড় বস্তর উপর প্রয়োগ হয়, হিংস্র পশু, মানুষের সন্তানের উপর, ভাল ও মন্দ ফেরেস্তাদের উপর এবং স্বয়ং শয়তানের উপর। কোন পৃথিবীর ঘূর্নন, কোন তারা আলো দেয়, কোন ঝড়, কোন প্রাণীর চলাফেরা, কোন মানুষের কাজ, কোন ফেরেস্তার সংবাদ, শয়তানের কোন কাজ এই বিশাল বিশ্বের কোন কিছুই সংঘটিত হতে পারে না যদি না মাবুদ শাশ্বতভাবে স্থির করেন।এখানে বিশ্বাসের জন্য একটি ভিত্তি। এখানে বিবেকবানদের জন্য আশ্রয় স্থল। এখানে আত্মার জন্য নোংগর, নিশ্চিত এবং স্থির । ইহা কোন অন্ধ নিয়তি নয় অতিশয় মন্দতা অথবা মানুষ অথবা শয়তান নয় কিন্তু সর্বশক্তিমান মাবুদ যিনি সমস্ত কিছু শাসন করছেন এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু শাসন করছেন তার আপন সুসন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর অনন্ত গৌরবের জন্য। দশ হাজার বছর পূর্বে আকাশ মন্ডলে গতি আনিত হয়েছিল

অধ্যায়-৫

নাজাতে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব

“খোদার ধন অসীম। তাহাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর। তাঁহার বিচার ও তাঁহার সমস্ত কাজ বুঝা অসম্ভব।”(রোম.১১ঃ৩৩)

“উদ্ধার করা সদাপ্রভুরই কাজ।”(যোনা.২ঃ৯) কিন্তু মাবুদ সবাইকে রক্ষা করেন না। কেন করেন না? তিনি কিছু লোককে নাজা দেন, যদি তিনি কিছু লোককে নাজাত দেন, তাহলে কেন অন্যান্য লোকদের দেন না? ইহা কি এই জন্য যে তারা অতি পাপী এবং খারাপ? না, কারণ প্রেরিত লিখেছেন, “এই কথা বিশ্বাস যোগ্য এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণেরও যোগ্য যে, পাপ হইতে পাপীদের উদ্ধার করিবার জন্যই মসীহ ঈসা দুনিয়াতে আসিয়া ছিলেন। সেই পাপীদের মধ্যে আমিই প্রধান।”(১তীম.১ঃ১৫) অতএব যদি মাবুদ পাপীদের প্রধানকে নাজাত দেন, কেহই বাদ পড়বে না তাদের অধঃপতনের জন্য। তাহলে কেন মাবুদ সবাইকে রক্ষা করেন না? ইহা কি এই জন্য যে কারো কারো অন্তর এত কঠিন যে তাদেরকে জয় করা যাবে না? হা, কারণ সবচেয়ে কঠিন অন্তকরনের লোকদের জন্য লিখা আছে যে, “তথাপি আমি তাদের কঠিন অন্তর সরিয়ে দিয়ে নরম অন্তর দেব।”(যিহি.১১ঃ১৯) তাহলে ইহা কি এই জন্য যে কেউ কেউ এত এক গুঁয়ে, এত অবাধ্য, এত বিদ্রোহী যে মাবুদ অক্ষম তাদেরকে তাঁর প্রতি আসক্ত করতে? আসুন আমরা এই পশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করি , আসুন আমরা বিশ্বাসী পাঠকদের অভিজ্ঞতার নিকট আবেদন করি। বন্ধুগন, এমন সময় কি ছিল না যখন আপনি অধার্মিকদের দলে চলতেন, পাপীদের পথে হাঁটতেন , উপহাস কারীদের আসনে বসতেন এবং তাদের সাথে বলতেন, “আমরা চাই না, এই লোকটা আমাদের উপর রাজত্ব করুক”(লূক.১৯ঃ১৪)? এমন সময় ছিল না কি যখন আপনি, “জীবন পাইবার জন্য মসীহের নিকট আসিতে চান নাই।” (ইহো.৫ঃ৪০) হ্যাঁ, এমন সময় ছিল না কি যখন আপনি আপনার গলা

মিলিয়েছেন তাদের সাথে যারা মাবুদকে বলত, “আমাদের কাছ থেকে তুমি দূর হও, তোমার পথ জানার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নেই। সেই সর্বশক্তিমান কে যে, আমরা তার সেবা করব? তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে আমাদের কি লাভ হবে?(ইয়োব.২১ঃ১৪,১৫)লজ্জিত মুখে আপনাকে স্বীকার করতে হবে হ্যাঁ ছিল। কিন্তু এখন কেমনে সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল? কি আপনাকে আত্মনির্ভরশীল অহংকারী হতে বিনীত অনুনয়কারী করল, একদা যার মাবুদের সাথে শত্রুতা ছিল তা হতে এখন তাঁর সাথে শান্তি পূর্নভাব, নীতিভ্রষ্টতা থেকে নীতির প্রতি বাধ্যতা ঘৃনা থেকে ভালবাসায় নিয়ে আসল? এবং যার আত্মার জন্য হয়েছে সে দ্রুত বলবে, “কিন্তু এখন আমি যাহা হইয়াছি তাহা খোদার রহমতেই হইয়াছি।”(১কর.১৫ঃ১০) তাহলে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে ইহা মাবুদের মধ্যে ক্ষমতার কোন অভাবের কারণে নয়, অথবা মানুষকে বল প্রয়োগে দমনে তাঁর অসম্মতির জন্য ও নয়, যে অন্যান্য বিদ্রোহীরা নাজাত পায় নি? যদি মাবুদ আপনার ইচ্ছাকে বশে আনতে এবং আপনার অন্তরকে জয় করতে সক্ষম হয়ে থাকেন এবং তা করেছিলেন আপনার নৈতিক দায়িত্বে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে তিনি কি সক্ষম নন অন্যান্যদের জন্যও তা করতে? নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম । তাহলে কত অযৌক্তিক অসংগত, কত মূর্খতা ব্যাখ্য করতে অনুসন্ধান করা দুষ্টদের বর্তমান জীবন এবং তাদের চরম পরিনিতি, বির্তক করা যে মাবুদ তাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম নন, তারা তাঁকে ইহা করতে দেবে না। আপনি কি বলেন, কিন্তু সময় আসলে যখন আমি ইচ্ছুক ছিলাম , ইচ্ছুক ছিলাম মসীহকে নাজাতদাতা রূপে গ্রহন করতে? অবশ্যই কিন্তু মাবুদই আপনাকে ইচ্ছুক করেছিলেন। (গীত,১১০ঃ৩, ফিলি-২ঃ১৩) তাহলে কেন তিনি সমস্ত পাপীদেরকে ইচ্ছুক করেন না? কিন্তু ইহা সত্য যে তিনি স্বাধীন এবং যা ইচ্ছা তাই করেন। কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক অনুসন্ধানে ফিরে যেতে হবে।

বিশেষ করে যারা সুখবর শ্রবণ করেছে কেন তারা সবাই নাজাত পায়নি? আপনি কি এখনও উত্তর দেন যে অধিকাংশই বিশ্বাস করতে প্রত্যাখ্যান করল? উত্তম, ইহা সত্য, কিন্তু ইহা সত্যের একাংশমাত্র। মানুষেরর পক্ষ থেকে ইহা সত্য। কিন্তু এখানে বেহেস্তী আর একটি পক্ষও আছে, এবং সত্যের এই পক্ষের উপর গুরুত্ব দেয়া দরকার অন্যথায় মাবুদের গৌরব তার নিকট থেকে হরন করা হবে।

নাজাত না প্রাপ্তরা হারিয়ে গেছে কারণ তারা বিশ্বাস করতে প্রত্যাখ্যান করে অন্যেরা নাজাত প্রাপ্ত কারন তারা বিশ্বাস করেছে। এই অন্যেরা বিশ্বাস করে কেন? কি তাদেরকে বাধ্য করে মসীহের উপর ঈমান আনতে? ইহা কি এই জন্য যে তারা অন্য দেরচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং তাদের নাজাতের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত স্থির করতে সক্ষম? এই চিন্তা ধ্বংস করে ফেলুন, "তুমি যে অন্যদের চেয়ে বিশেষ কিছু তা তো কেউ মনে করে না। তোমার এমন কি আছে যা তুমি দান হিসাবে পাও নি? আর যদি তুমি তা পেয়েই থাক তবে পাও নি বলে কেন গর্ব করছ? (১কর.৪ঃ৭)মাবুদ মনোনীত ও অমনোনীতদের মধ্যে পার্থক্য করেন, কারণ তাঁর নিজের লোকদের সম্পর্কে লিখা আছে, "আমরা আরো জানি যে, খোদার পুত্র আসিয়া আমাদের বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন, যেন সত্য খোদাকে আমরা জানিতে পারি।"(১ইহো.৫ঃ২০) বিশ্বাস খোদার দান, এবং "সমস্ত মানুষের বিশ্বাস নেই।"(২থিষল.৩ঃ২) অতএব আমরা দেখতে পাইযে মাবুদ তার দান সবার উপর অর্পন করেন না। তাহলে কার উপর মাবুদ এই রক্ষাকারী করুণা অর্পন করেন? এবং আমরা উত্তর দেই তাঁর নিজের মনোনীতদের উপর "আর অনন্ত জীবন পাইবার জন্য খোদা যাহাদের ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহারা ঈমান আনিল।"(প্রেরিত.১৩ঃ৪৮) ইহা হল এই যা আমরা মাবুদের মনোনীতদের বিশ্বাস সম্পর্কে পড়ি। (তীত.১ঃ১) মাবুদ কি তার করুণা বিতরণে পক্ষ পাতিত্ব করেন? তাঁর কি অধিকার নেই তা করার? এখনও কি কেউ আছে যে গৃহের ভাল মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে? তাহলে তার নিজের বাক্য একটি যথেষ্ট জবাব "যাহা আমার নিজের তাহা আমার খুশীমত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই?"(মথি২০ঃ১৫)

মাবুদ তাঁর দান বিতরনে স্বাধীন, প্রাকৃতিক ও আত্মীক উভয় জগতে এত বেশি একটি সাধারন উক্তির জন্য এবং এখন সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

১। নাজাতে পিতা মাবুদের কর্তৃত্ব:

সম্ভবতঃ সমস্ত আয়াতের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে মাবুদের সৃষ্টির গন্তব্য নির্ধারনে তাঁর পূর্ন কর্তৃত্ব বর্ণনা করে তা হল রোমীয় নয়। আমরা এখানে সমস্ত অধ্যায়টির উপর আলোকপাত করব না, কিন্তু আমাদেরকে সীমা বদ্ধ রাখব ২১-

২৩ আয়াতের মধ্যে "একই মাটি হইতে কি কুমার ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাত্র তৈরী করিতে পারে না কোনটা সম্মানের কাজের জন্য, কোনটা নীচ কাজের জন্য? ঠিক সেইভাবে খোদা তাঁহার গজব ও শক্তি দেখাইতে চাহিয়া ছিলেন, তবুও যে লোকেরা তাঁহার গজবের পাত্র খুব ধৈর্য্যের সহিত তিনি তাহাদের সহ্য করিলেন। এই লোকদের একমাত্র পাওনা ছিল ধ্বংস। আবার তিনি তাহার অশেষ মহিমার কথাও জানাইতে চাহিয়া ছিলেন। যাহারা তাঁহার রহমের পাত্র তাহাদের তিনি মহিমা পাইবার জন্য আগেই তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন।" এই আয়াতগুলো পতিত মানব জাতীর প্রতিনিধিত্ব করে জড় ও হীনবল জীবন হীন কাদা মাটির পিণ্ড হিসাবে। এই আয়াত গুলো সাক্ষ্য দেয় যে মনোণীত ও অমনোনীতদের নিজেদের মধ্যে কোন "পার্থক্য নেই" তারা একই পিন্ডের কাদা মাটি। যা ইফি.২ঃ৩ এর সাথে একমত পোষন করে, যেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা সবাই স্বাভাবিক ভাবে "ক্রোধের সন্তান"। ইহা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে প্রত্যেকের শেষ গন্তব্য স্থল মাবুদের ইচ্ছা দ্বারাই নির্ধারিত হয়, এবং অনেক ধন্যবাদ যে ইহা এই রকম, যদি ইহা আমাদের ইচ্ছার বিষয় হতো, তাহলে আমাদের সবার চূড়ান্ত গন্তব্য স্থল আগুনের কুন্ড হত। ইহা ঘোষনা করে যে মাবুদই পার্থক্য সৃষ্টি করেন তাঁর সৃষ্টির নিজ নিজ গন্তব্যস্থল নির্ধারন করে দিয়ে, কারণ একটি পাত্রকে তৈরী করা হয়েছে, "সম্মানের জন্য এবং অন্যটি অসম্মানের জন্য " কিছু কিছু ক্রোধের পাত্র যে গুলোকে ধ্বংসের জন্য স্থির করা হয়েছে , অন্যগুলো করুণার পাত্র যেগুলোকে পূর্বেই তিনি গৌরবের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত যে ইহা অহংকারী সৃষ্টির অন্তরের জন্য খুবই নম্রতা সমস্ত মানব জাতীকে খোদার হাতে কুমারের হাতে কাদা মাটির ন্যায় দেখা তথাপি সত্যের বাক্য সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি এভাবেই বর্ণনা করে। আজকের এই মানবীয় অহমিকায় জ্ঞানের দাম্ভিকতায় মানুষের গুরুত্বের সময়ে ইহা জোর দিয়ে বলা দরকার যে কুম্ভকার পাত্র তৈরী করেন তার নিজের জন্য। মানুষ যত ইচ্ছা তার স্রষ্টার সাথে পতিযোগিতা করুক সত্য অপরিবর্তিত থাকে যে সে বেহেস্তী কুম্ভকারের হাতে কাদা মাটির চেয়ে বেশি কিছু নয় এবং যেহেতু আমরা জানি যে মাবুদ তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায় ভাবে আচরন করেন, যে সমস্ত পৃথিবীর বিচারক ন্যায়ভাবে বিচার করবেন, তাহলে কখনোই তিনি তাঁর পাত্রকে তাঁর নিজের

উদ্দেশ্যে জন্য গঠন করেন না এবং তাঁর আপন সুসন্তুষ্টি জন্য। মাবুদ তাঁর অখন্ডনীয় অধিকার দাবী করেন তাঁর নিজের যা ইচ্ছা তা করার জন্য। মাবুদের শুধু অধিকারই আছে না তাঁর হাতের সৃষ্টিকে যা ইচ্ছে তা করার, কিন্তু তিনি তাঁর অধিকার প্রয়োগ করেন, আর পূর্ব নির্ধারিত করুনা ছাড়া আর কোথাও ইহা এত স্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। পৃথিবীর ভিত্তি স্থপনের পূর্বে মাবুদ পছন্দ করে ছিলেন, একটি নির্বাচন, একটি মনোনয়ন। তাঁর সর্বদর্শি চোখের সামনে আদমের সমস্ত বংশধর দাঁড়িয়েছিল এবং তা হতে তিনি একটি জাতীকে বেচে নিলেন এবং তাদেরকে স্থির করেছেন "দত্তক
সন্তানে", তাদেরকে স্থির করেছেন তাঁর পুত্রের আকৃতিতে গঠিত হবার জন্য তাদের জন্য অনন্ত জীবন ঠিক করেছিলেন। অনেক আয়াত এই আর্শীবাণ্বিত সত্য প্রকাশ করে, সেইগুলোর সাতটিতে আমরা এখন মনোনিবেশ করব, "অনন্ত জীবন পাইবার জন্য খোদা যাহাদের ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহারা ঈমান আনিল।" (প্ররি.১৩ঃ৪৮) প্রতিটি মানবীয় কৌশলের দক্ষতা ব্যবহৃত হয়েছে এই আয়াতের তীক্ষ্ন ধার ভোতা করার জন্য এবং এই শব্দগুলোর স্পষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করে ঢাকা হয়েছে, কিন্তু ইহা করা হয়েছে অনর্থক, যদিও এই আয়াত এবং আরো অনেক অনেক এইরকম আয়াত এর সমাধান প্রাকৃতিক মানুষের অন্তরে কোন কিছুই আনতে সক্ষম হবে না। "যতজনকে অনন্ত জীবনে ঠিক করা হয়েছিল তারা সবাই বিশ্বাস করল ।" এখানে আমরা চারটি জিনিষের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। প্রথমত, যে বিশ্বাস করা মাবুদের আদেশের ফলাফল কারণ নয়। দ্বিতীয়ত, যে কেবল সীমিত সংখ্যককে "অনন্ত জীবনের জন্য ঠিক করা হয়েছে কারণ যদি সমস্ত মানুষকে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া অনন্ত জীবনের জন্য স্থির করা হত মাবুদ কর্তৃক তাহলে "যতজন" শব্দসমূহ একটি অর্থহীন যোগ্যতা তৃতীয়ত, যে এই "স্থির করা" কেবল একটি বাহ্যিক সুবিধা নয় কিন্তু "অনন্ত জীবনের" সেবা নয় কিন্তু নাজাত । চতুর্থত ঃ যে সবাই "যতজন" একজনও কম নয় এভাবে যাদের "অনন্ত জীবনে স্থির করা হয়েছে" মাবুদ কর্তৃক অবশ্যই বিশ্বাস করবে। প্রিয় স্পারজিয়নের মন্তব্য এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বেশ উপযুক্ত। তিনি বললেন, "চেষ্টা করা হয়েছে প্রমাণ করার জন্য যে ঐসমস্ত শব্দ সমূহ পূর্ব নির্ধারণ শিক্ষা দেয় না, কিন্তু এইসমস্ত চেষ্টা এত

স্পষ্টভাবে ভাষা লংগন করে যে আমি সময় অপচয় করব না, ঐগুলোর জবাব দিয়ে।" আমি পড়ি, "যতজনকে অনন্ত জীবনের জন্য ঠিক করা হয়েছিল তারা সবাই বিশ্বাস করল," এবং আমি আলোচ্য অংশকে পরিবর্তিত করব না কিন্তু খোদার করুণার গৌরব করব এই সত্য আরোপ করে যে প্রত্যেক মানুষের বিশ্বাস করুনা। মাবুদ-ই কি বিশ্বাস করার প্রবনতা প্রদান করেন না? মানুষকে যদি ইচ্ছুক করা হয় অনন্ত জীবন পাবার জন্য তিনি কি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ইচ্ছুক করেন না, করুণা প্রদান করা কি মাবুদের অন্যায়? ইহা যদি মাবুদের পক্ষে ন্যায় হয় করুণা প্রদান করা ইহা কি মাবুদের পক্ষে অন্যায় পরিকল্পিতভাবে ইহা প্রদান করা? আপনি কি চান তিনি হঠাৎ তা প্রদান করেন? যদি আজকে পরিকল্পিতভাবে ইহা প্রদান করা তাঁর পক্ষে ন্যায় সঙ্গত হয় ইহা তাঁর পক্ষে ন্যায় সঙ্গত ছিল আজকের পূর্বে পরিকল্পনা করা এবং যেহেতু তিনি অনন্তকাল হতে কখনও পরিবর্তীত হন না? "খোদা সেই একই ভাবে এখনও রহমত করিয়া ইস্রায়েলীয়দের বিশেষ একটি অংশকে বাছিয়া রাখিয়াছেন। খোদা যদি রহমত করিয়াই বাছিয়া রাখিয়াছেন তবে ত তাহা কোন কাজের ফল নয়। যদি তাহাই হইত তবে রহমত আর রহমত থাকিত না।"উদ্ধৃতির মধ্যে (রোম.১১ঃ৫,৬) "একইভাবে" তাঁর পক্ষে এই শব্দগুলো প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে আমাদেরকে পূববর্তী পদের প্রতি ঈঙ্গিত করে যেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে, "সাত হাজার লোককে আমি আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছি যাহারা বাল-দেবতার নিকট হাঁটু পাতে নাই।" বিশেষ করে লক্ষ্য করুন "রাখিয়া দিয়াছি" শব্দটি। নবী ইলিয়াসের সময় সাত হাজার লোক একটি ছোট দল যাদেরকে স্বর্গীয়ভাবে সংরক্ষন করা হয়েছিল মূর্তিপুঁজা থেকে এবং সত্য মাবুদের জ্ঞানে আনয়ন করা হয়। এই সংরক্ষন ও আলোকিত করন তাদের মধ্যকার কোন কিছু হতে নয়, কিন্তু কেবল মাবুদের বিশেষ প্রভাব ও শক্তিতে মাবুদ কর্তৃক সংরক্ষিত কত বেশি অনুগ্রহ তাদের প্রত্যেককে দেখানো হয়েছিল যারা এই রূপ হয়েছিল। এখন প্রেরিত বলতেছেন, যেমন ইলয়াস নবীর দিনে একটি অংশ ছিল মাবুদ কর্তৃক আলাদা করা হয়েছে একইভাবে আজকের মাবুদের ব্যবস্থায়ও আছে। একটি অংশ অনুগ্রহের মনোনয়ন অনুসারে। এখানে মনোনয়নের কারণ উৎস থেকে বের হয়েছে। মাবুদ যে এই অবশিষ্ট অংশটিকে মনোনীত করলেন এর ভিত্তি কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্বে দর্শিত

বিশ্বাস নয় কারণ ভবিষ্যতের ভাল কাজ অবলোকন করে তার উপর ভিত্তি করে কোন পছন্দ করা হলে ইহা যেন অন্যান্য পছন্দের মত কাজের উপর ভিত্তি করে করাহল, এবং এইরকম ক্ষেত্রে ইহা "করুণা" দ্বারা হবে না, কারণ প্রেরিত বলেন, "যদি করুণা দ্বারা হয়, তাহলে ইহা আর কাজের ফল নয়, তাহলে অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ থাকত না।" যার অর্থ কাজ এবং অনুগ্রহ পরস্পর বিরুধী তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বলতে কিছু নেই এবং যেমন তৈল ও পানি মিশ্রিত করা যাবে না, একইভাবে অধীকৃত ভাল পছন্দকৃতদের মধ্যে পূর্বদৃষ্ট হবার ধারণা অথবা তাদের দ্বারা বুদ্ধিদীপ্ত কৃত কোন কাজ স্পষ্ট ভাবে বাদ দেয়া হয়েছে, "একটি অংশ মনোনয়নের করুণা অনুযায়ী একটি শর্তবিহীন পছন্দকে বুঝায় মাবুদের স্বাধীন করুণা থেকে আগত এক কথায়, ইহা হল একটি সম্পূর্ণভাবে বিনামূল্যে প্রদত্ত মনোনয়ন। "ভাইয়েরা তোমাদের যখন ডাকা হইয়াছিল তখন তোমরা কি রকমের লোক ছিলে সেই কথা ভাবিয়া দেখ। মানুষের বিচারে তোমাদের মধ্যে অনেকেই যে জ্ঞানী বা ক্ষমতাশালী বা উঁচু বংশের তাহা নয়। কিন্তু দুনিয়া যাহাদের মুর্খমনে করে, খোদা তাহাদেরই বাছিয়া লইয়াছেন, যেন বলবানেরা লজ্জা পায়। দুনিয়া যাহাদের নীচ ও তুচ্ছ মনে করে এমন কি দুনিয়ার চোখে যাহারা কিছুই নয় খোদা তাহাদের বাছিয়া লইয়াছেন, যেন তাঁহার সামনে কোন মানুষ গর্ব করিতে না পারে।"(১কর ১.২৬-২৯)। এই অনুচ্ছেদে তিন বার খোদার পছন্দের উল্লেখ করা হয়েছে এবং পছন্দ মানেই ঐখানে অবশ্যই নির্বাচন অন্তভূক্ত আছে, কতগুলোকে নেয়া এবং বাকী গুলোকে বাদ দেয়া। এবং পছন্দকারী হলেন মাবুদ নিজে, যেভাবে মসীহ প্রেরিতদের কাছে বললেন, "তোমরা আমাকে বাছিয়া লও নাই কিন্তু আমিই তোমাকে বাছিয়া লইয়াছি।"(ইহো.১৫ঃ১৬) পছন্দকৃত সংখ্যাকে দৃঢ়ভাবে স্থির করা হয়েছে "অনেক জ্ঞানী ও মহৎ লোকেরা মাংসের পিছনে ছটে না" ইত্যাদি যা মথি.২০ঃ১৬ এর সাথে একমত পোষন করে, "এইভাবেই প্রথমে যাহারা তাহারা শেষে পড়িবে।" তাহলে মাবুদের পছন্দের সত্যের বিষয়ে এত বেশি এখন তাঁর পছন্দের পাত্রের দিকে লক্ষ্য করুন। উপরে যাদেরকে খোদার পছন্দের পাত্র হিসাবে বলা হয়েছে তারা, "দুনিয়ার মধ্যে দূর্বল, নীচ এবং ঘৃনার পাত্র।" কিন্তু কেন? তাঁর করুণার প্রকাশ ও প্রদর্শনের জন্য। খোদার পথ, ও চিন্তা মানুষের

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাগতিক অন্তকরন হয়ত মনে করতে পারে যে নির্বাচন করা হয় ধনী ও প্রভাবশালী এবং সদয় ও ভদ্রতার উপর ভিত্তি করে যাতে ঈসায়িগণ ইহার জ্যাঁকজমকপূর্ণ, প্রদর্শনি ও জাগতিক গৌরব দ্বারা জগতের অনুমোদন ও প্রশংসা অর্জন করতে পারে। হায়! কিন্তু "মানুষের নিকট যাহা মূল্যবান, খোদার চোখে তাহা ঘৃনার যোগ্য।"(লূক.১৬ঃ১৫) মাবুদ "নীচ জিনিস" পছন্দ করেন। তিনি পুরাতন নিয়মের সময়েও এই রকম করে ছিলেন। যে জাতিকে মাবুদ বেছে নিয়ে ছিলেন তাঁর পবিত্র বাক্যের ধারক হবার জন্য এবং তাঁর প্রতিশ্রুত বংশ যার মধ্য দিয়ে আসবে তা প্রাচীন মিশরীয়রা ছিল না, চিত্তাকর্ষক ব্যাবিলীয়নিয়রা ছিল না, উচ্চ শিক্ষিত ও ভদ্র গ্রীকেরা ও না। না যে জাতীর উপর মাবুদ তাঁর মহব্বত বর্ষন করে ছিলেন এবং তাঁর চোখের মণি হিসাবে যাদের গন্য করে ছিলেন তারা ছিল ঘৃনিত যাযাবর ইহুদী জাতী। ইহা এই রকম ছিল যখন আমাদের প্রভু মানুষের মধ্যে বসবাস করে ছিলেন।" যাদের প্রভু তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গ্রহন করেছিলেন এবং তাঁর দূত হিসাবে যাবার জন্য দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন তাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত জেলে এবং এখন পর্যন্ত তা ঐভাবেই চলছে। আজকের দিনেও ইহা একই রকম ঃ এই বর্তমান বৃদ্ধির হারে, বেশি দিন আগের কথা নয় ইহা প্রকাশিত হয়েছে যে অবহেলিত চীনে প্রভুর অনেক লোক আছে যারা সত্যিই তাঁর, বেশি অনুগ্রহপ্রাপ্ত আমেরিকার চেয়ে বেশি আছে অশিক্ষিত কাল আফ্রিকান, সভ্য জার্মানিতে তাঁর কম আছে এবং মাবুদের মনোনয়নের উদ্দেশ্য "যাতে কেউ খোদার উপস্থিতিতে অহংকার করতে না পারে।" তাঁর পছন্দের পাত্র যা-ই হোক না কেন তাদের মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ পাবার অধিকারী করতে পারে। সমস্ত প্রশংসা উন্মুক্তভাবে তাঁর উপচে পড়া সমৃদ্ধশালী বহুমূখী করুণার উপর আরোপিত। " আমাদের খোদাবন্দ ঈসা মসীহের সংগে যুক্ত হইয়াছি বলিয়া বেহেস্তের প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক দোয়া মাবুদ আমাদের দান করিয়াছেন। আমরা যাহাতে খোদার চোখে পবিত্র ও নিখুঁত হতে পারি, সেই জন্য মাবুদ দুনিয়া সৃষ্টি করিবার আগেই মসীহের মধ্য দিয়া আমাদের বাছিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মহব্বতের দরুন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করিয়াছিলেন যে, ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার সন্তান হইব।" মাবুদ তাঁর বিচার বুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামতই সমস্ত কাজ করেন। তাহার

উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি আগেই যাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইমতই মসীহের মধ্য দিয়া তাঁহার নিজের লোক হইবার জন্য তিনি আমাদের বাছিয়া লইয়াছেন।"(ইফি.১ঃ৩-৫,১১) এখানে আবারও আমাদেরকে বলা হয়েছে কোন সময়ে যদি ইহাকে সময় বলা যায় যখন মাবুদ তাদেরকে পছন্দ করেছিলেন যারা মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তান হবে। ইহা আদম তার বংশধরদের পাপে ও দুর্দশায় নিমজিজত করার পর নয়, কিন্তু আদম আলো দেখার অনেক পূর্বে এমনকি পৃথিবীরও ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে মাবুদ আমাদেরকে মসীহতে পছন্দ করে ছিলেন। এখানে আমরা জানতে পারি খোদার সামনে যে উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিজের মনোনীতদের সম্পর্কে ইহা হল যে তারা তাঁর সামনে "পবিত্র ও দোষমুক্ত হতে হবে।" ইহা ছিল"সন্তানে পরিনত করবেন", ইহা ছিল যে তারা "উত্তরাধিকার পাবে।" এখানেও আমরা কারণ খুঁজে পাই যা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল ইহা ছিল, "তাঁহার মহব্বতের দরুন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করিয়া ছিলেন যে, ঈসা মসীহের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার সন্তান হইব।" একটি উক্ত যা খন্ডন করে একটি মন্দ অভিযোগকে যা প্রায়ই করা হয় যে মাবুদের পক্ষে তাঁর সৃষ্টির জন্মের পূর্বে তাদের অনন্ত গন্তব্য স্থল নির্ধারন করা তাদের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার। উপসংহারে আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে যে এই বিষয়ে তিনি কারো উপদেশ গ্রহন করেন না, কিন্তু আমরা তো তা-ই তাঁর আপন ইচ্ছার সুসন্তুষ্টি অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত। "প্রভুর প্রিয় আমার ভাইয়েরা তোমাদের জন্য সব সময়ই মাবুদকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য খোদা প্রথম হইতেই তোমাদের বাছিয়া রাখিয়াছেন। পাক রূহের দ্বারা খোদার জন্য তোমাদের আলাদা করিয়া রাখিবার মধ্য দিয়া তোমাদের ঈমান আনিবার মধ্য দিয়া তোমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছ।"(২থিষল.২ঃ১৩)

এখানে তিনটি বিষয় আছে যেগুলোর উপর আমাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত। প্রথমতঃ এই বিষয়টি যে আমাদেরকে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে যে খোদার মনোনীতরা নাজাতের জন্য পৃথক কৃত।"ভাষা এর চেয়ে স্পষ্ট হতে পারে না। কত সংক্ষেপে এই শব্দগুলো মন্দ তর্কের এবং কালামের দ্ব্যর্থতার নিষ্পত্তি করে তাদের সবার যারা মনোনয়ন নির্ধারন করবেন বাহ্যিক সুবিধার

অথবা চাকুরীতে পদ মর্যাদার উপর ভিত্তি করে। ইহা কেবল নাজাতের ভিত্তিতে মাবুদ আমাদের পছন্দ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে নাজাতে মনোনয়ন সঠিক মাধ্যমের ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য করে না নাজাত পৌঁছানো হয় "পাক রূহের দ্বারা পবিত্র করণ এবং সত্যের উপর ঈমানের এর মাধ্যমে।" ইহা সত্য নয় যে মাবুদ কাউকে নাজাতে মনোনীত করেছেন এবং সে চাইলে ও বা না চাইলেও , বিশ্বাস করলেও অথবা না করলেও নাজাত পাবে কিতাব কোথাও ইহা এইভাবে উপস্থাপন করে না। একই মাবুদ যিনি ফলাফল নির্ধারন করেছেন, তিনি মাধ্যমও নিযুক্ত করেছেন, একই মাবুদ যিনি নাজাতে মনোনীত করেছেন, ঘোষনা করেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হবে পবিত্র আত্মার কাজ ও সত্যের উপর ঈমানের মাধ্যমে। তৃতীয়ত, মাবুদ যে আমাদেরকে নাজাতে মনোনীত করেছেন ইহা একটি বিশাল কারণ একনিষ্ঠ প্রশংসার। লক্ষ্য করুন প্রেরিত কত শক্তিশালী রূপে তা প্রকাশ করেন প্রভুর প্রিয় আমার ভাইয়েরা, তোমাদের জন্য সব সময়ই খোদাকে ....আমাদের বাছিয়া রাখিয়াছেন। ইত্যাদি। পূর্ব নির্ধারনের মতবাদ থেকে ঘৃনায় সংকুচিত হবার পরিবর্তে বিশ্বাসীগন যখন এই রহমতের সত্য কিতাবে প্রকাশিত দেখতে পান কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ক্ষেত্র খোঁজে পান যা আর কোথাও নেই স্বয়ং নাজাতদাতার অবর্ণনীয় দান রক্ষা করুন। "খোদা-ই আমাদের পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটাইবার জন্য ডাকিয়াছেন। আমাদের কোন কাজের জন্য তিনি ইহা করেন নাই, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এবং রহমতের জন্য করিয়াছেন। দুনিয়া সৃষ্টি হইবার আগে মসীহ ঈসার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার রহমত আমাদের দান করিয়া ছিলেন।" (২তীম.১ঃ৯) পবিত্র কালামের ভাষা কত সরল এবং সুনির্দিষ্ট। মানুষ তার কথা দ্বারা পরামর্শকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। এখানে ইহা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে এর চেয়ে পরিস্কার ও বলিষ্ঠ ভাবে ইহা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমাদের নাজাত " আমাদের কাজ অনুসারে" নয় ইহার মানে ইহা আমাদের মধ্যকার কোন কিছুর জন্য নয়, তার পরিবর্তে ইহা হল স্বয়ং খোদার "উদ্দেশ্য ও করুণা" আমাদেরকে মসীহের মধ্যে দুনিয়া শুরুর পূবেই করুণায় আমাদের নাজাত প্রাপ্তি এবং খোদার উদ্দেশ্য অনুসারে এই করুণা আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল শুধুমাত্র আমরা আলো দেখার পূর্বেই নয়, আদমের পতনের

পূর্বেই নয়, অনেক আগে আদি১ঃ১ এর শুরুর পূর্বেই। এবং এখানেই খোদার লোকদের প্রশ্নাতীত স্বস্তি যদি খোদার মনোনয়ন অনন্ত কাল হতে হয়ে থাকে তবে তা অনন্তকাল টিকে থাকবে। "কোন কিছুই অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকতে পারে না যদি না তার জন্ম অনন্ত থেকে না হয়ে থাকে এবং যা কিছু এভাবে জন্মেছে তা থাকবে," "পিতা খোদা তোমাদের আগে হইতেই জানিতেন এবং সেই অনুসারে তিনি তোমাদের বাছিয়া লইয়াছেন আর তাঁহারই উদ্দেশ্যে পাক রূহ তোমাদের আলাদা করিয়া রাখিয়াছেন আর এই জন্য তোমরা ঈসা মসীহের বাধ্য হইয়াছ তাঁহার রক্ত ছিটাইয়া তোমাদের পাকপবিত্র করা হইয়াছে।" (১পিতর .১ঃ২) আবারও এখানে পিতার মনোনয়ন পবিত্র আত্মার কাজের সুচনা ঘটায় এবং বিশ্বাসের বাধ্যতা নাজাত প্রাপ্তদের এইভাবে ইহা সৃষ্টির ভুমিকা নেয় এবং ইহা সর্বশক্তিমান মাবুদের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। "পিতা-খোদার পূর্ব অবগতি" এখানে তাঁর সমস্ত কিছু পূর্ব দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে না , কিন্তু অর্থ বহন করে যে ধার্মিকগন অনন্তকাল ধরে মসীহতে খোদার মনে উপস্থিত ছিলেন। মাবুদ পূর্বেই জানতেন " যে নির্দিষ্ট একজন সুখবর শ্রবন করে ইহাতে ঈমান আনবে, ইহা ব্যতীত ঘটনার সত্যতা থেকে জানা যায় যে তিনি ঐ নির্দিষ্ট কতগুলোকে অনন্ত জীবনের জন্য স্থির করেছেন। মাবুদের দূরদর্শিতা যা মানুষের মধ্যে দেখেছিল তা হল পাপের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি ঘৃনার মনোভাব। মাবুদের দূরদর্শিতা তাঁর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত যা প্রেরিত ২ঃ২৩ হতে পরিস্কার "মাবুদ , যিনি আগেই সমস্ত জানেন তিনি আগেই স্থির করিয়াছিলেন যে ঈসাকে আপনাদের হাতে দেওয়া হইবে। আর আপনারাও দুষ্ট লোকদের দ্বারা তাঁহাকে ক্রুশের উপর মারিয়া ফেলিয়া ছিলেন।" এখানে যে ক্রম আছে তা লক্ষ্য করুন প্রথমতঃ খোদার নির্ধারিত মন্ত্রনা (তাঁর আদেশ) এবং দ্বিতীয়ত পুরস্কার পূর্বে দুরর্শিতা। ইহা আবারও রোম.৮ঃ২৮,২৯-এ বর্নিত হয়েছে, "খোদা যাহাদের আগে হইতেই চিনিতেন তাহাদের তিনি তাহার পুত্রের মত হইবার জন্য আগেই ঠিক করিয়াও রাখিয়া ছিলেন।" এখানে "জন্য" শব্দটি পূববর্তী পদের দিকে ফিরে তাকায় এবং ইহার শেষ অংশটি এইরকম, "খোদা নিজের উদ্দেশ্য মত যাহাদের ডাকিয়াছেন " তাদেরকেই তিনি "আগেই চিনতেন এবং পূর্বেই স্থির করে ছিলেন।" শেষ পর্যন্ত ইহা লক্ষ্য করা দরকার যে যখন আমরা খোদার কালামে

পড়ি তিনি নির্দিষ্ট লোকদের "চিনেন" শব্দটি মহব্বত ও অনুমোদন জানা এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে "কিন্তু যে খোদাকে মহব্বত করে, খোদা তাহাকে জানেন।"(১কর.৮ঃ৩) তথাপি ভন্ডদের প্রতি মসীহ বলবেন , "আমি কখনো তোমাদের চিনতাম না" তিনি কখনো তাদের মহব্বত করেন নাই। "পিতা খোদার পূর্ব জ্ঞান মতে মনোনীত ।" তাহলে ইহার অর্থ তাঁর মহব্বত ও অনুমোদনের বিশেষ পাত্র রূপে পছন্দকৃত। এই সাতটি অনুচ্ছেদকে সংক্ষেপ করলে আমরা জানতে পারি যে মাবুদ নির্দিষ্ট কিছু লোককে "অনন্ত জীবনের জন্য স্থির করেছেন"। এবং তা হলো তার মনোনয়নের ফল স্বরূপ , তারা নির্ধারিত সময়ে "বিশ্বাস করে" যে তাঁর মনোনীতদের নাজাতে স্থির করা হয়েছে তাদের মধ্যকার কোন ভাল জিনিস এর জন্য নয় এবং তাদের মেধার কারনেও নয়, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর অনুগ্রহে যে মাবুদ সব চেয়ে সম্ভাবনাহীনদের তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ গ্রহনকারী রূপে মনোনীত করেছেন, যাতে কোন মানুষ তাঁর সম্মুখে গর্ব করতে না পারে, মাবুদ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে তাঁর লোকদেরকে মসীহতে মনোনীত করছেন, তারা পবিত্র ছিল এই জন্য নয়, কিন্তু এইজন্য যে তারা "যেন তার সম্মুখে পবিত্র ও দোষ মুক্ত হয়" নির্দিষ্ট কিছু লোককে নাজাতে মনোনীত করে , তিনি মাধ্যমও স্থির করেছেন যা দ্বারা তাঁর অনন্ত ইচ্ছা সুসম্পন্ন হবে, যে অনুগ্রহ দ্বারা আমরা নাজাত পেয়েছি তা মাবুদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল মসীহতে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে ততকাল পূর্বে প্রকৃতপক্ষে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল, মাবুদের মনোনীতরা তাঁর অন্তকরণে উপস্থিত ও দন্ডয়মান ছিল, তাঁর পূর্ব পরিচিত, তার অনন্ত মহব্বতের সুনির্দিষ্ট পাত্র। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যাবার পূর্বে মাবুদের পূর্ব পরিকল্পিত অনুগ্রহের বিষয়ে আরও কিছু কথা। আমরা আবারও এই বিষয়ে আলোচনা করব কারণ ইহা এমন একটি বিষয় যাতে প্রায়ই আঘাত আনা হয় কাউকে নাজাতে মনোনয়নের ক্ষেত্রে মাবুদের কর্তৃত্বে। এই সত্যের বিকৃতকারীরা প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করে বের করার জন্য মাবুদের ইচ্ছার বাহিরে কোন কারণ , যা তাঁকে পরিচালিত করে পাপীদের উপর নাজাত বর্ষনে কোন কিছু অথবা অন্য কিছু সৃষ্টির উপর আরোপ করা হয় যা তাকে মাবুদের হস্ত হতে কৃপা পাবার অধিকারী করে আমরা প্রশ্নে ফিরে যাই মাবুদ যাকে পছন্দ করেছেন তাকে কেন পছন্দ করেছেন ? মনোনীতদের মধ্যে এমন কি ছিল যা

মাবুদের অন্তরকে আকর্ষন করেছে তাদের প্রতি? ইহা কি এই জন্য যে তাদের মধ্যে কিছু গুনাবলী ছিল? কারণ তারা উদার চিত্তের অধিকারী ছিল, খোস মেজাজী ছিল, সত্যবাদী ছিল? এক কথায় তারা ভাল ছিল যার জন্য মাবুদ তাদেরকে পছন্দ করেছেন? না, কারণ আমাদের প্রভু বলেন, "মাবুদ ছাড়া আর কেহই ভাল নয়।"(মথি.১৯ঃ১৭) ইহা কি তাদের কৃত কোন ভাল কাজের জন্য ? না কারণ লিখা আছে, "ভাল কাজ কেহই করে না , একজনও না।"(রোম.৩ঃ১২) ইহা কি এইজন্য ছিল যে তারা মাবুদের বিষয়ে অনুসন্ধানে আগ্রহ ও উৎসাহের সাক্ষ্য বহন করেছিল, না কারণ আবারও লিখা হয়েছে "আর কেহ তাঁহাকে খোঁজেও না।"(রোম.৩ঃ১১) ইহা কি এইজন্য যে মাবুদ পূর্বেই দেখেছিলেন যে তারা বিশ্বাস করবে ? না, কারণ কিভাবে তারা "যারা পাপে ও অপরাধে মৃত" মসীহতে বিশ্বাস করতে পারে? কিভাবে মাবুদ কিছু লোককে বিশ্বাসী হিসাবে পূর্বেই দেখতে পান যেখানে বিশ্বাস থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব? কিতাব ঘোষনা করে যে, আমরা "রহমতের মাধ্যমে বিশ্বাস করি"(প্রেরিত.১৮ঃ২৭) বিশ্বাস খোদার দান এবং এই দান ব্যতীত কেহই বিশ্বাস করবে না। তাঁর পছন্দের কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই বিদ্যমান এবং তাঁর পছন্দের পাত্রের মধ্যে নয়। তিনি কাউকে পছন্দ করেছেন তার সহজ কারন তিনি তাকে পছন্দ করতে পছন্দ করেন।

"প্রিয় পুত্রগন আমরা যারা মসীহের উপর বিশ্বাস করি তারা খোদার মনোনীত, অনন্ত গন্তব্যের জন্য মাবুদ তোমার কৃপায় সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ আমরা এখন লাভ করি , যা অনুগ্রহ এবং গৌরব উভয়ই প্রদান করে।

২। নাজাতে খোদাবন্দ পুত্রের কর্তৃত্ব ঃ

মসীহ কার জন্য মৃত্যু বরন করেছেন? এখানে কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই যে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে দেয়ার মাঝে পিতার একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, অথবা খোদাবন্ধ পুত্রের সামনে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল তাঁর জীবন বিলিয়ে দেয়ার মাঝে "অনেক দিন আগে হতেই ইহা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল।"(প্ররিত.১৫ঃ১৮) তাহলে পিতার উদ্দেশ্য ও পুত্রের পরিকল্পনা কি ছিল? আমাদের উত্তর মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন খোদার মনোনীতদের জন্য।"

আমরা এই বিষয়ে অমনোযোগী নই যে মসীহের মৃত্যুর সীমিত পরিকল্পনা অনেক বিতর্কের বিষয় হয়ে আসছে কিতাবের কোন মহান সত্য বিতর্কের বিষয় নয়, আমরা এও ভুলে যাই না যে যা মাবুদ এর সত্ত্বা ও কাজ এবং আমাদের রহমতেরর কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। গভীরতম শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করতে হবে এবং তা হল "প্রভু এই কথা বলেন "আমাদের প্রতিটি উক্তির পিছনে প্রমাণ দিতে হবে।" আমাদের আবেদন হলো আইন ও সাক্ষ্যের নিকট। মসীহ কার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন? তাঁর রক্ত ঝড়ার মধ্য দিয়ে কাদেরকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন? নিশ্চয়ই খোদাবন্দ মসীহ যখন ক্রশের উপর গিয়েছিলেন তাঁর সম্মুখে একটি সুনিশ্চিত সংকল্প ছিল। যদি তাঁর তা থেকে থাকে ইহার অর্থ এই যে ঐ উদ্দেশ্যের পরিধি সীমিত ছিল, কারণ একটি সুনিশ্চিত সংকল্প অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে যদি মসীহের সুনিশ্চিত পরিকল্পনা সমস্ত মানব জাতীকে অন্তভূক্ত করে তাহলে সমস্ত মানব জাতী অবশ্যই নাজাত পাবে। এই অনিবার্য সিদ্ধান্ত এড়ানোর জন্য অনেকেই জোর দিয়ে বলে যে মসীহের সামনে এমন কোন সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল না তাঁর মৃত্যুতে তিনি শুধুমাত্র সমস্ত মানব জাতীর নাজাতের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছেন।

এই উক্তির খন্ডন পাওয়া যায় পুত্রের প্রতি পিতার প্রতিজ্ঞায় তিনি ক্রুশে যাবার পূর্বে, হাঁ তিনি মানব রূপ ধারণ করার পূর্বে। পিতা মাবুদ একটি পুরস্কারের কথা বলেন পুত্রের প্রতি যার প্রতিনিধিত্ব করে পুরাতন নিয়ম পাপীদের পক্ষে তাঁর কষ্ট ভোগের কারণে এই পর্যায়ে এমরা নিজেদেরকে একটি বা দুইটি উক্তির মাঝে সীমিত রাখব যা সুপরিচিত ঈশাইয়া ৫৩তম অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

ঐখানে আমরা দেখতে পাই মাবুদ বলতেছেন, "সদাপ্রভুর দাস যখন তাঁর প্রাণকে দোষ-উৎসর্গ হিসাবে দেবেন তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন। তাঁর দ্বারাই সদা প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি তাঁর কষ্ট ভোগের ফল দেখে তৃপ্ত হবেন, সদাপ্রভু বলছেন, "আমার ন্যায়বান দাসকে গভীরভাবে জানবার মধ্যদিয়ে অনেককে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হবে, কারণ তিনি তাদের সব অন্যায় বহন করবেন।" (আয়াত.১০ঃ১১)

এখানে আমরা থামব এবং জিজ্ঞেস করব, ইহা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে যে মসীহ তাঁর সন্তানদের দেখবেন, এবং "তাঁর আত্মার কষ্টের ফল দেখে তৃপ্ত

হবেন," যতক্ষন পর্যন্ত না মানব জাতীর নির্দিষ্ট সংখ্যাকে নাজাতের জন্য বেহেস্তীভাবে ঘোষনা দেওয়া হয়, এবং এই জন্য নিশ্চিত ছিলঃ ইহা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে যে মসীহ অনেককে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন," যদি কোন ফলপ্রসু ব্যবস্থা না সম্পন্ন করা হয় কেউ মসীহকে নাজাত দাতা হিসাবে গ্রহণ করার জন্যঃ অপর দিকে জোর দিয়ে বলা যে প্রভু মসীহ সমস্ত মানব জাতীর নাজাতের জন্য বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করেছেন , তাঁর উপর এই দায় চাপিয়ে দেয়া যে কোন বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণীই দোষী হবে না, তাঁর সর্বদর্শী জ্ঞানের দ্বারা তিনি জানেন এই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবায়ীত হবে না। এইজন্য একটি বিকল্পই আমাদের সামনে আছে আর তা হল, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য, মসীহ শুধুমাত্র তাঁর মনোনীতদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে আমাদের বিশ্বাস ইহা প্রতিটি পাঠকের কাছেই বোধগম্য হবে, আমরা, মসীহ সমস্ত মানব জাতীর জন্য নাজাতকে সম্ভব করার জন্য শুধুমাত্র মৃত্যু বরণ করেন নাই কিন্তু তাদের সবার জন্য নাজাতকে নিশ্চিত করতে যাদেরকে পিতা তাঁর নিকঠ দিয়েছেন। পাপ ক্ষমাযোগ্য শুধুএই কথা বর্ণনা করতে মসীহ মৃত্যু বরণ করেন নাই, "কিন্তু যেন নিজেকে কোরবানী দিয়া তিনি পাপ দূর করিতে পারেন।" (ইব্রা.৯ঃ২৬)

(১)কার পাপ দূরীভূত করা হয়েছে, কিতাব আমাদেরকে কোন সন্দেহের অবকাশ দেয় না ইহা মনোনীতদের পাপের জন্য, খোদার লোকদের "দুনিয়ার" জন্য (ইহো.১ঃ২৯)। প্রায়শ্চিত্তের সীমিত পরিকল্পনা অবশ্যই পিতার অনন্ত পছন্দে নির্দিষ্ট কয়েক জনকে নাজাতে মনোনয়ন থেকে আগত। কিতাব আমাদেরকে বলে যে, প্রভু মানবরূপে ধারনের পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, "হে খোদা, দেখ, আমি সেইভাবেই তোমার ইচ্ছা পালন করিতে আসিয়াছি।" (ইব্রা.১০ঃ৭)এবং পরবর্তীতে তিনি মানব রূপ ধারণের পর তিনি ঘোষনা করলেন, "কারণ আমি আমার ইচ্ছা মত কাজ করিতে আসি নাই, বরং যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহারাই ইচ্ছামত কাজ করিতে বেহেস্ত হইতে নামিয়া আসিয়াছি।" (ইহো.৬ঃ৩৮) যদি তা-ই হয় মাবুদ শুরু থেকেই নির্দিষ্ট কয়েক জনকে নাজাতের জন্য পৃথক করেছেন, তাহলে, মসীহের ইচ্ছা পিতার ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ন মিল

ছিল, তিনি তাঁর মনোনয়নকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করবেন না। একমাত্র আমরা যা বললাম তা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের যুক্তি সংগত অনুমান নয়, কিন্তু কিতাবের স্পষ্ট শিক্ষার সাথে সম্পূর্ন মিল আছে । বাব বার আমাদের প্রভু উল্লেখ করেছেন যাদেরকে পিতা তাঁকে দিয়েছেন এবং বিশেষ ভাবে তিনি তাদের বিষয়েই চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "পিতা আমাকে যাদের দেন , তাহারা সকলে আমার নিকটে আসিবে। যে আমার নিকট আসে, আমি তাহাকে কোনমতেই বাহিরে ফেলিয়া দিব না, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা এই যে , যাহাদের তিনি আমাকে দিয়াছেন তাহাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই বরং শেষ দিনে জীবিত করিয়া তুলি।" (ইহো.৬ঃ৩৭,৩৯) এবং আবার, "এই সমস্ত কথা বলিবার পরে ঈসা বেহেস্তের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, পিতা সময় আসিয়াছে। তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর, যেন পুত্রও তোমার মহিমা প্রকাশ করিতে পারে। তুমি তাঁহাকে সমস্ত মানুষের উপর অধিকার দিয়াছ, যেন যাহাদের তুমি তাঁহার হাতে দিয়াছ তাহাদের সকলকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন। দুনিয়ার মধ্য হইতে যাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আমি তাহাদের নিকট তোমাকে প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল, আর তুমি তাহাদের আমাকে দিয়াছ। তাহারা তোমার কালাম পাঠ করিয়াছে।........... "আমি দুনিয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু যাহাদের তুমি আমার হাতে দিয়াছ তাহাদের জন্যই অনুরোধ করিতেছি, কারণ তাহারা ত তোমারই। পিতা আমি চাই , যাহাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমার মহিমা দেখিবার জন্য তাহারা যেন আমি যেখানে আছি সেখানে আমার সংগে থাকিতে পারে। সেই মহিমা তুমিই আমাকে দিয়াছ, কারণ জগৎ সৃষ্টিই হবার আগে হইতেই তুমি আমাকে মহব্বত করিয়াছ।"(ইহো.১৭ঃ১,২,৬,৯,২৪) পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পূর্বেই পিতা কিছু লোককে মনোনীত করেছেন তাঁর পুত্রের প্রতি মূর্তিতে গঠিত হবার জন্য, এবং প্রভু মসীহের মৃত্যু ও পূণরুত্থান ছিল বেহেস্তী উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।

(২) প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃতি সাক্ষ্য দেয় যা পাপীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, তা পিতার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমিত ছিল। মসীহের প্রায়শ্চিত্তকে দু'টি প্রধান দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে মাবুদের দিক এবং মানুষের দিক থেকে, খোদার দিক হতে মসীহের ক্রুশের কাজ ছিল একটি কোরবানী, স্বর্গীয় ক্রোধের তুষ্টি সাধন,

বেহেস্তী বিচার ও পবিত্রতার সন্তুষ্টি সাধন, মানুষের দিক হতে ইহা ছিল একটি প্রতিস্থাপন, নিঃর্দোষী দোষীর জায়গা দখল করে নিল, ন্যায়বান অন্যায়কারীর জন্য মৃত্যু বরন করল। কিন্তু একটি মানুষের অনেক মানুষের জন্য সঠিক প্রতিস্থাপনের জন্য , এবং তাঁর স্বেচ্ছায় অন্যের শাস্তি ভোগে, যিনি প্রতিস্থাপন হবেন তাঁর পক্ষ হতে একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃতি দরকার এবং যার কাছে কোরবানী দেয়া হবে এবং যাদের পক্ষে তিনি কাজ করবেন, যাদের পাপ তিনি বহন করবেন আইনগত ঃ বাধ্যতা থেকে তিনি তাদেরকে মুক্তি দেন। তাছাড়া, যদি আইনদাতা কোরবানী গ্রহন করেন যা জামিন দ্বারা পরিশোধিত হয়েছে তাহলে যাদের জন্য জামিন কাজ করে, যাদের স্থলাভিষিক্ত তিনি হন, অবশ্যই তারা নিরপরাধ বলে ঘোষিত হতে হবে। যদি আমার ঋন থাকে এবং আমি তা পরিশোধ করতে অক্ষম হই এবং অন্য কেউ এগিয়ে এসে যদি আমার পাওনাদারকে সম্পূর্ন ভাবে পরিশোধ করে দেয় এবং প্রাপ্তির স্বীকৃতি স্বরূপ একটি রসিদ নেন, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে আমার উপর আমার পাওনাদারের আর কোন দাবী নেই। ক্রেশের উপর মসীহ নিজেকে মুক্তির মূল্য হিসাবে দিলেন, এবং মাবুদ কর্তৃক তা গৃহীত হয়েছিল যার প্রমাণ পত্র দেয়া হয়েছিল তিন দিন পর খোলা কবরের মাধ্যমে , এখানে আমরা যে প্রশ্ন উপথাপন করব তা হল, কার জন্য এই মুক্তির মূল্য পরিশোধিত হয়ে ছিল যদি ইহা সমস্ত মানব জাতীর জন্য পরিশোধিত হয়ে থাকে, তবে ঋণের দায় থেকে এখন প্রতিটি মানুষ মুক্ত। যদি কোন ব্যতিক্রম ছাড়া মসীহ সমস্ত মানুষের পাপ তাঁর দেহে গাছের উপর বহন করে থাকেন তাহলে কেহ-ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। যদি মসীহকে আদমের সমস্ত বংশধরদের জন্য অভিশাপ বানানো হয়ে থাকে তাহলে কেহ-ই এখন আর "ধ্বংসের অধীন" নয়। মাবুদ দুইবার মূল্য পরিশোধ দাবী করতে পারেন না, প্রথম ঃ বার আমার রক্তাক্ত জামিনের হাত হতে এবং আরেক বার আমার নিকট থেকে। কিন্তু মসীহ ব্যতিক্রমহীন ভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের ঋণ থেকে মুক্ত করে দেননি, কারণ কিছু লোক আছে যাদেকে "কারাগরে প্রেরণ করা হবে" (কারণ ১পিতর ৩ঃ১৯একই গ্রীক শব্দ কারাগার দেখা যায়) এবং তারা "সেই জায়গা হইতে কিছুতেই রেহাই পাইবে না,"(মথি,৫ঃ২৬) যা অবশ্যই কখনো হবে না। মসীহ সমস্ত মানব জাতীর পাপ বহন করেন নি, কারণ কেউ কেউ "তাদের পাপে মৃত্যু বরন করবে" (ইহো,৮ঃ২১) এবং "যাদের পাপ

রয়ে যায়" (ইহো.৯ঃ৪১) মসীহকে আদমের সমস্ত বংশধরদের জন্য অভিশাপ বানানো হয় নি, কারণ অনেকে আছে যাদের প্রতি তিনি এরপর ও বলেন, "অভিশপ্তের দল আমার নিকট হতে দূর হও"(মথি.২৫ঃ৪১) মসীহ সবার জন্য সমান ভাবে মৃত্যু বরন করেছেন, এই কথা বলা মানে, এই কথা বলা যে, তিনি সমস্ত মানব জাতির জন্য জামিন ও প্রতিস্থাপন হয়েছেন, মানে এই কথা বলা যে তিনি সমস্ত মানব জাতীর পক্ষে ও পরিবর্তে শাস্তিভোগ করেছেন, এর মানে এই যে , "তিনি অনেকের পক্ষে অভিশাপ বহন করেছেন যারা এখন তাদের নিজেদের অভিশাপ বহন করছে, যে তিনি অনেকের জন্য শাস্তি ভোগ করেছেন যারা এখন দোযখের মধ্যে তাদের চোখ উপরের দিকে তুলছে, যারা যন্ত্রণার মধ্যে আছে, যে তিনি অনেকের জন্য মুক্তি মূল্য পরিশোধ করেছেন যারা এরপরও অনন্ত যন্ত্রনা ভোগ করবে "পাপের বেতন যা মৃত্যু," কিন্তু অন্যভাবে বলা যে ভাবে কিতাব বলে, মসীহকে আঘাত করা হয়েছে খোদার লোকের পাপের জন্য বলা যে তিনি মেষের জন্য জীবন দিয়েছেন, বলা যে মূল্য হিসাবে তিনি তাঁর জীবন দিয়েছেন অনেকের মুক্তির জন্য বলা যে তিনি এমন একটি প্রায়শ্চিত্ত করলেন যা সম্পূর্নভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে, ইহা বলা যে তিনি একটি মূল্য পরিশোধ করলেন যা সত্যিই মুক্ত করে, ইহা বলা যে তিনি এমন একটি কোরবানী দিলেন যা সত্যিই সন্তুষ্ট করে, ইহা বলা যে তিনি এমন একজন নাজাতদাতা যে সত্যিই নাজাত দেন।

(৩) আমরা উপরে যা বলেছি তার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক আছে এবং এর সত্যতা যা নিশ্চিত করে তা হল আমাদের প্রভুর যাজকীয় দায়িত্বের বিষয়ে কিতাবের শিক্ষা। তিনি হলেন মহান যাজক মসীহ যিনি এখন সাফায়েত করেন। কিন্তু কার জন্য তিনি এখন মোনাজাত করছেন? সমস্ত মানব জাতির জন্য কি না শুধুমাত্র তাঁর লোকদের জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর নতুন নিয়ম যেভাবে প্রদান করেছে তা সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট। আমাদের নাজাতদাতা বেহেস্তে প্রবেশ করেছেন, "তিনি আমাদের হইয়া খোদার সামনে এখন উপস্থিত হইতে পারেন"(ইব্রা.৯ঃ২৪) ইহা তাদের জন্য "যাহারা বেহেস্তের অধিকারী হইবার জন্য তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়াছে" (ইব্রা.৩ঃ১)। এবং আবার ইহা লিখা হয়েছে "এইজন্য, যাহারা তাহার মধ্য দিয়া খোদার নিকটে আসে তাহাদের তিনি সম্পূর্নভাবে উদ্ধার করিতে পারেন,

কারণ তাহাদের পক্ষে অনুরোধ করিবার জন্য তিনি সব সময় জীবিত আছেন।" (ইব্রা.৭ঃ২৫) পুরাতন নিয়মের নমুনার সাথে ইহার সম্পূর্ন মিল আছে। কোরবানীর পশু জবেহ করার পর হারুণ খোদার লোকদের পক্ষে এবং প্রতিনিধি হিসাবে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন, ইস্রায়েল জাতীর বিভিন্ন গোত্রের নাম তার বুক বন্ধনীর মধ্যে লিখা থাকত, এবং তিনি তাদের স্বার্থে খোদার সামনে উপস্থিত হতেন। ইহা আমাদের প্রভুর ইহো.১৭ঃ৯ এর কথার সাথে মিল আছে "আমি দুনিয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু যাহাদের তুমি আমার হাতে দিয়াছ তাহাদের জন্যেই অনুরোধ করিতেছি, কারণ তাহারা ত তোমারই।" আরেকটি আয়াত যা সর্তক মনোযোগ দাবী করে তা পাওয়া যায় রোমীয়. ৮-এ। ৩৩আয়াতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, "খোদা যাহাদের বাছিয়া লইয়াছেন কে তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিবে?" এবং এর পর পবিত্র আত্মার উত্তর লিখিত আছে "খোদা নিজেই ত তাহাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করিয়াছেন । কে তাহাদের দোষী বলিয়া স্থির করিবে? যিনি মরিয়া ছিলেন এবং এবং যাঁহাকে মৃত্যু হইতে জীবিত করা হয়েছে , সেই মসীহ ঈসা এখন খোদার ডান পাশে আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।" বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন যে মসীহের মৃত্যু ও মুনাজাতের উদ্দেশ্য এক এবং একই। যেহেতু ইহার একটির সাথে মিল আছে তেমনি অন্যটির সাথে মিল আছে অপরটির মুনাজাত ও প্রায়শ্চিত্ত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদি মসীহ শুধুমাত্র মনোনীতদের জন্য মুনাজাত করেন , এবং "দুনিয়ার জন্য না করেন" তাহলে তিনি শুধুমাত্র তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আরও লক্ষ্য করুন, এখানে প্রভু মসীহের মৃত্যু, পুনরুত্থান স্বর্গারোহন গৌরবে আসীন এবং মুনাজাতকে কারণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য খোদার মনোনীতদের বিরুদ্ধে কেউ কোন দোষারোপ করতে না পারে। এরপরও যারা অজুহাত খোজার চেষ্টা করবে আমরা যা উপস্থাপন করছি তার মধ্যে তারা নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলো সতর্কতার সহিত বিবেচনা করুন যদি মসীহের মৃত্যু সমান ভাবে সকলের উপর বিস্তৃত হয়ে থাকে , তাহলে কিভাবে ইহা একটি "অভিযোগের " বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা হতে পারে, যে যারা বিশ্বাস করে না তারা "বিচারের অধীন "?

(৪) যারা মসীহের মৃত্যুর সুবিধা সকল উপভোগ করে তাদের সংখ্যা শুধুমাত্র মসীহের প্রায়শ্চিত্ত ও রাজকীয়তার প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত নয় কিন্তু তাঁর ক্ষমতা দ্বারাও। গ্রহণ করুন যিনি ক্রোসের উপর মৃত্যু বরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন মাংসে মাবুদের প্রকাশ, এবং ইহা অনিবার্য যে মসীহ যা উদ্দেশ্য করেছেন তিনি তা বাস্তবায়ন করবেন, তিনি যা ক্রয় করেছেন তিনি তা নিজের অধিকারে আনবেন, যার উপর তিনি তাঁর অন্তর স্থাপন করেছেন তিনি অবশ্যই তা নিশ্চিত করবেন। যদি প্রভু মসীহ বেহেস্ত এবং দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে কেহ-ই সফলভাবে তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারে না। কিন্তু ইহা বলা যেতে পারে ইহা কল্পনায় সত্যি। কখনোই মসীহ তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারে ইচ্ছুক নন, যেমন তিনি কখনোই কাউকে বল প্রয়োগ করবেন না তাঁকে তাদের নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহন করার জন্য। এক অর্থে ইহা সত্য, কিন্তু অন্য অর্থে ইহা স্পষ্ট অসত্য। যে কোন পাপীর নাজাত একটি স্বর্গীয় ক্ষমতার বিষয়। কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে পাপীর খোদার সাথে শত্রুতা আছে, এবং স্বর্গীয় ক্ষমতা কারো মধ্যে কাজ না করলে কেহ এই শত্রুতাকে জয় করতে পারে না, যেহেতু ইহা লিখা আছে, "আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি টানিয়া না আনিলে কেহই আমার নিকটে আসিতে পারে না।" (ইহো.৬ঃ৪৪)

বেহেস্তী ক্ষমতা পাপীর সহজাত শত্রুতাকে জয় করে তাকে ইচ্ছুক করে যাতে সে মসীহের নিকট আসে এবং জীবন লাভ করে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে এই শত্রুতাকে জয় করা হয় না কেন? ইহা কি এই জন্য যে এই শত্রুতা এত শক্তিশালী যে ইহা জয় করা অসম্ভব কিছু অন্তকরণ কি মসীহের জন্য এত কঠিন যে মসীহ ইহার মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম? আমরা যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে তাঁর সর্বত্র উপস্থিত থাকাকে অস্বীকার করা হয়। সর্বশেষ বিশ্লেষনে ইহা পাপীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, কারণ প্রকৃতিগত ভাবে সবাই অনিচ্ছুক, মসীহের নিকট আসার ইচ্ছা বেহেস্তী ক্ষমতার একটি সমাপ্ত কাজ যা মানুষের অন্তরের ইচ্ছার মধ্যে কাজ করে মানুষের সহজাত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী শত্রুতাকে জয় করে, যেহেতু লিখা আছে ,তোমার ক্ষমতার দিনে তোমার লোকেরাই ইচ্ছুক হবে।" (জাবুর ১১০ঃ৩) যারা অনিচ্ছুক মসীহ তাদেরকে তার জন্য জয় করতে অক্ষম , এই কথার মানে বেহেস্ত এবং দুনিয়ার ক্ষমতা তাঁর-এই কথা অস্বীকার করা। বলা যে

মসীহ মানুষের দায়িত্বকে ধ্বংস না করে তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন না এখানে একটি সাহায্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কারণ তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেন যারা তাঁর কাছে এসেছে তাদের উপায়, তাদেরকে ইচ্ছুক করেছেন এবং যদি তিনি তাদের দায়িত্বকে ধ্বংস না করেই তা করে থাকেন, তিনি কেন অন্যদের ক্ষেত্রে তা করতে পারেন না? যদি তিনি একজন পাপীর আত্মাকে তাঁর জন্য জয় করতে পারেন, কেন তিনি অন্য জনের আত্মা জয় করতে পারবেন না? সাধারণত ঃ বলা হয়ে থাকে যে অন্যেরা তাঁকে তা করতে দেবে না, তাহল তাঁর যথেষ্টতাকে নিন্দা করা । ইহা তাঁর ইচ্ছার একটি বিষয়। যদি প্রভু মসীহ সমস্ত মানুষের নাজাতের হুকুম দিয়ে থাকেন , আকাংখা করে থাকেন, পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে সমস্ত মানব জাতী নাজাত পাবে, অথবা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার সামর্থ্যের অভাব আছে, এবং এই রকম ক্ষেত্রে কখনই বলা যাবে না "তিনি তাঁর আত্মার কষ্টের ফল দেখে পরিতৃপ্ত হবেন", যে সমস্যাটি এখানে উত্থাপিত হয় তা নাজাতদাতার খোদায়ি সত্ত্বাকে অন্তভূক্ত করে, কারণ একজন পরাজিত নাজাতদাতা কখনো মাবুদ হতে পারেন না । আমাদের বিশ্বাসের জন্য আবশ্যক এমন কিছু সাধারণ নীতিমালা পর্যবেক্ষনের পর মসীহের মৃত্যু ইহার পরিকল্পনায় সীমিত ছিল ইহা বিশ্বাস করতে যে সমস্ত সাধারণ বিষয় দরকার তা পর্যবেক্ষনের পর এখন আমরা কিতাবের কিছু স্পষ্ট উক্তির দিকে ফিরব যা পরিষ্কার ভাবে তা নিশ্চিত করে। আশ্চর্য এবং অতুলনীয় যিশাইয় ৫৩ তে মাবুদ আমাদেরকে তাঁর পুত্রের সম্পর্কে বলেন, "আত্যাচার ও অন্যায় বিচার করে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই সময়কার লোকদের মধ্যে কে খেয়াল করেছিল যে, আমার লোকদের পাপের জন্য তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে শেষ করে ফেলা হয়েছে? সেই শাস্তি ত তাদের পাওনা ছিল।"(আয়াত ৮)ইহার সাথে সম্পুর্ন মিল ইউসুফের প্রতি ফেরেশতার কথা, "তুমি তাঁহার নাম ঈসা রাখিবে , কারণ তিনি তাঁহার লোকদের তাহাদের পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।" (মথি ১ঃ২১) শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতি নয় কিন্তু তাদের সবাইকে যাদেরকে পিতা তাঁকে দিয়েছেন। আমাদের প্রভু নিজেই ঘোষণা করেছেন, "মনে রাখিও, মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে আসেন নাই, বরং সেবা করিতে আসিয়াছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।"(মথি.২০ঃ২৮)

কিন্তু কেন বলছেন, "অনেকের জন্য" যদি ব্যতিক্রম হীনভাবে সবাইকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে? তিনি তাঁর লোকদেরকেই মুক্ত করেছেন, (লূক.১ঃ৬৮) ভাল রাখাল তাঁর নিজের জীবন দিয়েছেন "মেষদের জন্য" ছাগলের জন্য নয়(ইহো.১০ঃ১১)। খোদার মন্ডলীকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা ক্রয় করেছেন। (প্ররিত২০ঃ২৮) যদি একটি আয়াতের উপর বেশি নির্ভর করতে হয় তবে আমরা অন্যান্য আয়াত থেকে ইহো.১১ঃ৪৯-৫২ এর উপর বিষয়টির জন্য নির্ভর করতে ইচ্ছুক এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে "তাহাদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন সেই বৎসরের মহা ইমাম ছিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, "তোমরা কিছুই জান না, আর ভাবিয়াও দেখ না যে, গোটা জাতীটা নষ্ট হইবার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।" কাইয়াফা যে নিজ হইতে এই কথা বলিয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বৎসরের মহা-ইমাম। সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের কথা বলিয়াছিলেন যে, ইহুদী জাতির জন্য ঈসা মরিবেন। কেবল ইহুদী জাতীর জন্য নয়, কিন্তু খোদার যে সন্তানেরা চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহাদের জড় করিয়া এক করিবার জন্য তিনি মরিবেন। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে , কাইয়াফা নিজ হইতে ভবিষ্যতের কথা বলেন নাই।" ইহা তাদের মত যাদেরকে মাবুদ পুরাতন নিয়মের সময় নিযুক্ত করতেন (২পিতর.১ঃ২১দেখুন), এই ভাববাণী তার মধ্য থেকে বের হয়নি কিন্তু পবিত্র আত্মা যেভাবে তাকে পরিচালিত করেছেন সে সেইভাবে কথা বলেছিলেন, এইভাবে তাঁর কথার মূল্যকে সুরক্ষা করা হয়েছে এবং এই বেহেস্তী প্রকাশনাকে স্পষ্ট ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। এখানেও আমাদেরকে নির্দিষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে যে মসীহ সেই জাতির জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ইস্রায়েল এবং এক দেহ এর জন্য, তাঁর মন্ডলী, কারণ মন্ডলীর মধ্যে খোদার সন্তানেরা ছড়িয়ে আছে জাতিদের মাঝে এখন একত্রে জড়ো করা হয়েছে। ইহা কি মন্তব্যের বিষয় নয় যে মন্ডলীর সদস্যদেরকে এখানে খোদার সন্তান বলা হয়েছে, এমনকি মসীহের মৃত্যুর আগেই এবং এইজন্য তিনি তাঁর মন্ডলী তৈরী শুরু করার আগেই। তাদের বিশাল অংশ তখনও জন্ম গ্রহণ করেনি, তথাপি তাদেরকে মাবুদের সন্তান হিসাবেই গন্য করা হয়েছে, মাবুদের সন্তান কারণ তাদেরকে মসীহতে পছন্দ করা হয়েছে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পুর্বেই এবং এই জন্য, "আগেই ঠিক করিয়া ছিলেন যে,

ঈসা মসীহের মধ্যদিয়া আমরা তাঁহার সন্তান হইব।" (ইফি.১ঃ৪,৫) একইভাবে মসীহ বলেছেন , "আরো ভেড়া আমার আছে যেগুলি এই খোঁয়াড়ের নয়।"(ইহো,১০ঃ১৬) যদি কখনও আমাদের মহান নাজাতদাতার অন্তরে ও কথায় ক্রোসের উদ্দেশ্য সবচেয়ে প্রবল হয়ে থাকে তা হল তাঁর পৃথিবীতে পরিচর্যার শেষ সপ্তাহে। তাহলে আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের বিষয়ে কিতাবের এই অংশ যা তাঁর পরিচর্যাকে লিপিবদ্ধ করে কি আলোচনা করে? তারা বলে, "ঈসা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার এই দুনিয়া ছাড়িয়া পিতার নিকট যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই দুনিয়াতে যাহারা তাঁহার নিজের লোক ছিলেন তাহাদের তিনি মহব্বত করিতেন এবং শেষ পর্যন্তই মহব্বত করিয়াছিলেন"। (ইহো.১৩ঃ১)

তারা আমাদেরকে বলে কিভাবে তিনি বলেছিলেন, "কেহ যদি তাহার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয়, তবে তাহার চেয়ে বেশি মহব্বত আর কাহারও নেই।" (ইহো.১৫ঃ১৩) তারা তাঁর কথা লিপিবদ্ধকরে , "তাহাদের জন্য তোমার উদ্দেশ্য আমি নিজেকে আলাদা করিতেছি, যেন সত্য দ্বারা তাহাদেরও আলাদা করা হয়।"(ইহো.১৭ঃ১৯)

যার অর্থ যাদেরকে পিতা মাবুদ তাঁকে দিয়েছেন তাদের জন্য, নিজেকে ক্রোশের উপর মৃত্যুতে আলাদা করেছেন। একজন হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারে, কেন এত দৃঢ় বাক্য যদি মসীহ ব্যতিক্রমহীন ভাবে সবার জন্যেই মৃত্যু বরন করে থাকেন।

অধ্যায়ের এই অংশটি শেষ করার পূর্বে আমরা ঐসমস্ত আয়াত নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব যেগুলো মনে হয় শিক্ষা দেয় যে মসীহের মৃত্যুর একটি অসীম উদ্দেশ্য ছিল । ২কর ৫ঃ১৪ তে আমরা পড়ি, "একজন সবার জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। কিন্তু এই আয়াত শুধু মাত্র এই কথাটাই বর্ণনা করে না যদি এই আয়াত ও অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পরীক্ষা করা হয় যা থেকে ইহা উদ্ধৃত হয়েছে, ইহা পাওয়া যাবে যে মসীহের মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তে ইহা মসীহের মৃত্যুর সীমিত উদ্দেশ্যের বিষয়ে জোর দিয়ে বিতর্ক করে। সমস্ত আয়াতটি পড়লে," মসীহের মহব্বতই আমাদের বশে রাখিয়া চালাইতেছে, কারণ আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝিয়াছি যে, সকলের হইয়া একজন মরিলেন, আর সেই জন্য সকলেই মরিল। তিনি সকলের হইয়া মরিয়াছিলেন, যেন যাহারা জীবিত আছে তাহারা আর নিজেদের জন্য বাঁচিয়া না থাকে, বরং যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন ও

জীবিত হইয়াছেন তাঁহারই জন্য বাঁচিয়া থাকে।" ইহা লক্ষ্য করা দরকার যে গ্রীক ভাষায় সর্বশেষ সবার সামনে একটি নির্দিষ্ট শব্দ আছে, এবং ঐখানে ক্রিয়াটি অরিষ্ট কালে আছে, এবং এইজন্য পড়া উচিত, "আমরা এভাবে বিচার করি, যদি একজন সবার জন্য মৃত্যু বরণ করল তাহলে তারা সবাই মরল।" প্রেরিত একটি উপসংহার টেনেছেন যা কালম থেকে পরিস্কার আমরা এভাবে বিচার করি, "যদি তাহলে সবাই।" তার অর্থ হল, যাদের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করলেন, বিচারে গন্য করা হল তারাও মরল। পরবর্তী আয়াতখানা বলে, "তিনি সকলের হইয়া মরিয়া ছিলেন, যেন যাহারা জীবিত আছে তাহারা আর নিজেদের জন্য বাঁচিয়া না থাকে, বরং যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন ও জীবিত হইয়াছেন তাঁহারই জন্য বাচিয়া থাকে।" একজন শুধুমাত্র মৃত্যুই বরন করেন নি, কিন্তু "পুণরায় জীবিত হয়েছেন" এবং সবাই তা করল যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরন করেছেন এখানে বলা হয়েছে যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তারা "বেঁচে থাকবে"। যাদের জন্য একটি প্রতিস্থাপন কাজ করে আইনত তারাই কাজ করেছে বলে বিবেচনা করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে যারা প্রতিস্থাপন এবং প্রতিনিধিত্ব করে তারা এক। অতএব, খোদার দৃষ্টিতেও তা । মসীহ তাঁর লোকদের সহিত পরিচিত এবং তাঁর লোকেরা তাঁর সহিত পরিচিত ছিল, এইজন্য যখন তিনি মরলেন তারাও মরল এবং যখন তিনি জীবিত হলেন তারাও জীবিত হল। কিন্তু এই অনুচ্ছেদে আমাদেরকে আরো বলা হয়েছে (আয়াত ১৭) যে, "যদি কেহ মসীহের সংগে যুক্ত হইয়া থাকে তবে সে নতুন ভাবে সৃষ্টি হইল," প্রকৃতপক্ষে সে একটি নতুন জীবন পেল এবং আইনের চোখেও তা-ই এইজন্য যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন তারা "সবাই" এখানে জীবনের আদেশ পেল তারা আর নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু তার জন্য যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আবার জীবিত হয়েছেন তাঁর জন্য বেঁচে থাকবে।" অন্য কথায় , যারা এই সবাই এর অধীন যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন, তাদেরকে এখানে উৎসাহীত করা হয়েছে তাদের জন্য বিচারে যা সত্য প্রতিদিনের জীবনের বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশ করার জন্য । তাদেরকে, "মসীহের জন্যে বেঁচে থাকতে হবে যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরন করেছেন ।" এই ভাবে আমাদের জন্য সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে, " সবার জন্য একজন মরল।" সেই সবার জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন "তারা বেঁচে

থাকবে” এবং তাদেরকেই এখানে আদেশ করা হয়েছে তাঁর জন্য বেঁচে থাকতে। তাহলে এই অনুচ্ছেদটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য শিক্ষা দেয়, এবং ইহার ব্যাপকতা উত্তমরূপে প্রদর্শনের জন্য আমরা ইহাদেরকে বিপরীত ক্রমে উল্লেখ করবঃ নির্দিষ্ট কয়েক জনকে আদেশ করা হল তারা যেন আর “নিজেদের জন্য বেঁচে না থেকে” কিন্তু মসীহের জন্য বেঁচে থাকে, তাদেরকে এভাবে সর্তক করা হয়েছে যারা বেঁচে থাকে,” ইহা হল আত্নীক জীবনে বেঁচে থাকা এই জন্য খোদার সন্তান , কারণ মানব জাতীর মধ্যে কেবল তাদের আত্নীক জীবন আছে , বাকী সবাই পাপে ও অপরাধে মৃতঃ যারা এভাবে বেঁচে থাকে তারাই হল “সবাই” কারণ মসীহ তাদের জন্যই মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আবার জীবিত হয়েছেন। এইজন্য এই অনুচ্ছেদ শিক্ষা দেয় যে মসীহ তাঁর সমস্ত লোকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা মনোনীত, যাদেরকে পিতা তাঁকে দিয়েছেন, ইহা হল তাঁর মৃত্যুর ফল স্বরূপ, (এবং তাদের জন্য আবার জীবিত হওয়া) তারা “বেঁচে থাকে” এবং মনোনীতরাই কেবল এভাবে বেঁচে থাকবে এবং এই জীবন মসীহের মধ্য দিয়ে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে “তাঁর জন্য” মসীহের মহত্ত্ব অবশ্যই তাদেরকে এখন দমনে রাখবে। “খোদা মাত্র একজনই আছেন এবং খোদাও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থত ঃ মাত্র একজন আছেন পবিত্র” বাক্যের কি বিশুদ্ধতা শুধু মানুষ নয় ইহা একটি বংশকে বুঝায় এবং একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। “সেই মধ্যস্থ মানুষ মসীহ ঈসা। তিনি সমস্ত মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন খোদার ঠিক করা সময়ে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।” (১তীম ২ঃ৫,৬) কালামে আছে তিনি সমস্ত মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন ”এখন আমরা মন্তব্য করব। কিতাবে সমস্ত মানব জাতীকে বুঝাতে ব্যবহৃত) শব্দ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে এবং আপেক্ষিকভাবে। কিছু অনুচ্ছেদ ব্যতিক্রমহীন ভাবে ইহা সবাইকে বুঝায়, অন্যান্য অনুচ্ছেদে ইহা পার্থক্যহীন ভাবে সবাইকে বুঝায়। কোন নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে যেখানে ইহা এই রূপ অর্থ প্রকাশ করে অবশ্যই আলোচ্য অংশের আলোকে নিশ্চিত হতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে, একই জাতীয় আয়াতের তুলনা হতে। “সমস্ত” শব্দটি এখানে আপেক্ষিক ও সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এই রকম ক্ষেত্রে ইহার অর্থ সবাই কোন পার্থক্য ছাড়া এবং সবাই কোন ব্যতিক্রমহীন ভাবে নয়, যা স্পষ্ট

বেশ কয়েকটি আয়াত হতে, তার মধ্য থেকে আমরা দু'টি বা তিনটিকে নমুনা স্বরূপ নেব। “তাহাতে এহুদিয়া প্রদেশ ও জেরুজালেম শহরের সকলে বাহির হইয়া ইয়াহিয়ার নিকট আসিতে লাগিল। তাহারা যখন পাপ স্বীকার করিল তখন ইয়াহিয়া জর্দান নদীতে তাহাদের বাপ্তিস্ম দিলেন ।” (মার্ক.১ঃ৫) ইহার অর্থ কি “এহুদিয়া ও জেরুজালেম শহরের সকলে” প্রতিটি নারী, পুরুষ এবং শিশু জর্দান নদীতে ইয়াহিয়ার নিকট বাপ্তিস্ম নিল? অবশ্যই না। লূক ৭ঃ৩০ এ স্পষ্টরূপে বলা আছে, “কিন্তু ফরীশীরা ও আলেমেরা ইয়াহিয়ার নিকট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া নিজেদের জন্য খোদার উদ্দেশ্যকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।” তাহলে “সকলে তাঁহার নিকট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল” ইহার অর্থ কি? আমাদের জবাব ইহা ব্যতিক্রমহীন ভাবে সবাইকে বুঝায় না, কিন্তু সবাই কোন পার্থক্য ছাড়া, ইহা হল সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষ। একই ব্যাখ্যা লূক৩ঃ২১ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। “যে সমস্ত লোক ইয়াহিয়ার নিকটে আসিয়া ছিল তাহারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবার সময়ে ঈসা মসীহও বাপ্তিস্ম গ্রহন করিলেন।” আমরা আবার পড়ি, “পরের দিন খুব সকালে ঈসা আবার-এবাদত খানায় গেলে পর সমস্ত লোক তাঁহার নিকট আসিল। তখন ঈসা বসিয়া তাহাদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন।” (ইহো.৮ঃ২) আমাদেরকে কিভাবে এই বর্ণনা বুঝতে হবে সম্পূর্ণ ভাবে না আপেক্ষিক ভাবে? এখানে সমস্ত লোক বলতে কি ব্যতিক্রমহীন ভাবে সবাইকে বুঝায় অথবা পার্থক্যহীন ভাবে সবাইকে বুঝায় যার অর্থ সর্বশ্রেণী ও অবস্থানেরলোক? স্পষ্টত ঃ-ই পরেরটি, কারণ জেরুজালেমে ঐসময় যত লোক ছিল এবাদত খানায় তাদের সবার জায়গা হত না, বিশেষ করে ঈদের এবাদত খানা । আবার আমরা প্রেরিত ২২ঃ১৫-তে পড়ি, “তুমি তাঁহারই সাক্ষী হইবে এবং যাহা দেখিয়াছ আর শুনিয়াছ, সমস্ত মানুষের নিকট তাহা বলিবে।” অবশ্যই “সমস্ত মানুষের ” অর্থ এখানে মানব জাতির প্রতিটি সদস্যকে বুঝায় না। এখন আমরা উপস্থাপন করি যে ১তীম২ঃ৬-এ “তিনি সবার মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিলেন” এর অর্থ সবাই কোন পার্থক্য ছাড়া , এবং ব্যতিক্রমহীন ভাবে সবাই নয়। তিনি নিজের জীবন মূল্য হিসাবে দিলেন সমস্ত জাতীর লোকদের জন্য, সমস্ত প্রজন্মের সমস্ত শ্রেণীর জন্য, এক কথায় সমস্ত মনোনীতদের জন্য , যেহেতু আমরা প্রকাঃ৫ঃ৯-এ পড়ি, “কারণ তোমাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছিল।

তুমিই তোমার রক্ত দিয়া প্রত্যেক বংশ , ভাষা, দেশ ও জাতীর মধ্য হইতে খোদার জন্য লোকদের কিনিয়াছ।" ইহা "সমস্ত" শব্দের একটি স্বেচ্ছাচারী সংজ্ঞা নয়, আমাদের অনুচ্ছেদটি পরিস্কার মথি.২০ঃ২৮ হতে যেখানে আমরা পড়ি, "মনে রাখিও, মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে আসেন নাই, বরং সেবা করিতে আসিয়াছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।" যে সীমা হবে সম্পূর্ন অর্থহীন যদি তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলের মুক্তির মূল্যহিসাবে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এখান কার বিশেষণকারী শব্দগুলি, "সঠিক সময়ে সাক্ষ্য দিবে," অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। যদি মসীহ্ সমস্ত মানব জাতির জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকেন, কোন অর্থে ইহা হতে পারে যে "সঠিক সময়ে সাক্ষ্য দিবে"? ইহা প্রত্যক্ষ করে যে অনেক অনেক লোক অনন্তকালের জন্য নিশ্চিতভাবে হারিয়ে গেছে। যদি আমাদের আলোচ্য অংশের অর্থ হয় যে, মসীহ খোদার মনোনীতদের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছেন, সবার জন্য কোন পার্থক্য ছাড়া , জাতি বেদ ছাড়া , সমাজিক মর্যাদা নৈতিক চরিত্রের বয়স অথবা লিঙ্গবেদ এর পার্থক্য ব্যতীত, তাহলে এই বিশেষণকারী শব্দগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ বোধগম্য কারণ "সঠিক সময়ে" ইহা সাক্ষ্য দিবে বাস্তবে এবং তাদের প্রত্যেকের নাজাত সম্পাদনে। "তাঁহাকে ফেরেস্তাদের চেয়ে সামান্য নীচু করা হইয়াছিল, যেন খোদার রহমতের প্রত্যেকটি মানুষের হইয়া তিনি নিজেই মরিতে পারেন । তিনি কষ্ট ভোগ করিয়া মরিয়া ছিলেন বলিয়া রাজ মুকুট হিসাবে গৌরব ও সম্মান তাঁহাকে দান করা হইয়াছে।"(ইব্রা.২ঃ৯) এই অনুচ্ছেদটিতে আমাদেরকে বেশিক্ষণ ধরে রাখার দরকার নেই। এখানে একটি ভ্রান্ত মতবাদ দাঁড় করানো হয়েছে ভ্রান্ত অনুবাদ হতে। আমাদের ইংরেজী অনুবাদের "মানুষ" এর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য গ্রীক ভাষায় কোন শব্দ নেই। গ্রীক ভাষায় ইহা শূন্য রাখা হয়েছে "তিনি প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন।" পুনঃ সংস্করণে ইহা সঠিকভাবে বাদ দেয়া হয়েছে "মানুষ" শব্দটি আলোচ্য অংশ থেকে, কিন্তু ভ্রান্তভাবে বাঁকা হরফে বসানো হয়েছে অন্যেরা মনে করে যে "জিনিস" শব্দটি যোগ করা উচিত। "তিনি সমস্ত কিছুর জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন" কিন্তু আমরা মনে করি ইহাও একটি তুল । আমাদের কাছে মনে হয় এর পরে যে শব্দগুলো তা আমাদের আলোচ্য অংশকে

ব্যাখ্যা করে। "সমস্ত কিছু খোদার জন্যই এবং সমস্ত কিছু তাঁহারাই দ্বারা হইয়াছে। সেইজন্য, অনেক সন্তানকে তার মহিমার ভাগী করিবার উদ্দেশ্যে ঈসাকে কষ্টভোগের মধ্য দিয়া পূর্ণ করিয়া তোলা খোদার পক্ষে ঠিক কাজই হইয়াছে।" প্রেরিত এখানে লিখতেছেন ইহা "সন্তানদের" জন্য এবং আমরা ঐ শূন্য স্থানে "সন্তান" শব্দটি বসানোর প্রস্তাব করি এভাবে ঃ "তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন প্রত্যেক" এবং সন্তান বাঁকা অক্ষরে লিখি। এইভাবে ইব্রা.২ঃ৯-এ মসীহের মৃত্যুর অসীম উদ্দেশ্য শিক্ষা দেবার পরিবর্তে আমরা অন্যান্য যে সব আয়াত উদ্ধৃত করেছি ঐগুলোর সাথে সম্পূর্ণ মিল আছে, যা প্রায় নিশ্চিতভাবে সীমিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। আমাদের প্রভু মানব জাতির জন্য নয় সন্তানদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। অধ্যায়ের এই অংশটির ইতি টানতে আসুন আমরা বলি যে আমরা শুধুমাত্র প্রায়শ্চিত্তে সীমাবদ্ধতার জন্য বিতর্ক করেছি যা বিশুদ্ধ কর্তৃত্ব থেকে আগত ইহা মান বা গুণের সীমাবদ্ধতা নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের। এখন আমরা বিবেচনা করতে ফিরে আসব ঃ-

৩। নাজাতে খোদাবন্দ পবিত্র আত্মার কর্তৃত্ব ঃ

যেহেতু পবিত্র আত্মা পবিত্র ত্রিত্বপাকের এক জন সত্ত্বা , ইহা অবশ্যই সত্য যে তিনি মাবুদ পাকের বাকী সত্ত্বার ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় পূর্ন সহানুভূতিতে আছেন। মনোনয়নে পিতার অনন্ত উদ্দেশ্য পুত্রের মৃত্যুর সীমিত উদ্দেশ্য এবং পবিত্র আত্মার কাজের নির্দিষ্ট পরিধির সম্পূর্ন মিল আছে যদি পিতা নির্দিষ্ট কয়েকজনকে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পূর্বেই পছন্দ করে থাকেন এবং তাদেরকে তাঁর পুত্রকে দিয়ে থাকেন, এবং মসীহ যদি নিজেকে তাদের মুক্তির মূল্য হিসাবে দিয়ে থাকেন, তাহলে পবিত্র আত্মা এখন "দুনিয়াকে মসীহের নিকট আনার জন্য" কাজ করতেছেন না। এখন দুনিয়াতে পবিত্র আত্মার কাজ হল মসীহের নাজাতকারী কোরবানীর উপকারীতা সকল প্রয়োগ করা। এখন আমরা যে প্রশ্নে মনোযোগ দিব তা পবিত্র আত্মার ক্ষমতার পরিধির বিষয়ে নয়- এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইহা অসীম কিন্তু আমরা যা প্রদর্শন করার চেষ্টা করছি তা-হল, তাঁর কাজ ও ক্ষমতা বেহেস্তী জ্ঞান ও কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়।

আমরা এইমাত্র বলেছি যে পবিত্র আত্মার কাজ ও ক্ষমতা বেহেস্তী জ্ঞান ও নিশ্চিত কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত। এই উক্তির প্রমাণের জন্য আমরা প্রথমে আবেদন করতেছি ইহো, ৩ঃ৮-এ নীকদিম এর প্রতি আমাদের প্রভু উক্তি করেছিলেন "বাতাস যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে বহে আর আপনি তাহার আওয়াজ শুনতে পান , কিন্তু কোথা হইতে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তাহা আপনি জানেন না। পাকরূহ হইতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহাদের ও ঠিক সেইরকম হয়।" এখানে বাতাস এবং পবিত্র আত্মার মধ্যে একটি তুলনা করা হয়েছে। তুলনাটি একটি দ্বৈত ঃ প্রথমত ঃ উভয়ই তাদের কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন , এবং দ্বিতীয়ত, উভয়ই তাদের কাজে রহস্যময় তুলনাটির বর্ণনা করা হয়েছে "সেই রকম" শব্দ দ্বারা। প্রথম যে সাদৃশ্যের বিষয়টি দেখা যায় তাহল এই শব্দ গুলোতে "যেদিকে ইচ্ছা" অথবা "খুশী" এবং দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় আপনি জানেন না এই শব্দগুলোতে। দ্বিতীয় যে সাদৃশ্যের বিষয়টি তা এখন আমাদের চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু প্রথম বিষয়ে আমরা আরো মন্তব্য করব। "বাতাস যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে বহে .... পাক রূহ হইতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।" বাতাস এমন বস্তু যাকে মানুষ কাজে লাগাতে পারে না এবং বাঁধাও দিতে পারে না। বাতাস মানুষের সন্তুষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে না এবং ইহাকে মানুষের কোন যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিনও করা যাবে না। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রেও ইহা একই রকম। বাতাস যখন যেখানে যেভাবে ইচ্ছা বহে। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রেও ইহা এইরকম। বেহেস্তী জ্ঞান দ্বারা বাতাস নিয়ন্ত্রিত হয় তথাপি মানুষের দিক থেকে ইহা তার কাজে সম্পূর্ন স্বাধীন। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রেও ইহা এই রকম। মাঝে মাঝে বাতাস এত মৃদুভাবে বহে যে কদাচিৎ পাতায় খস খস শব্দ হয়। অন্য সময় ইহা এত জোর বহে যে ইহার গর্জন এক মাইল দূর থেকেও শুনা যায়। নতুন জন্মের ক্ষেত্রেও ইহা এই রকম কারো কারো সাথে পবিত্র আত্মা এত নম্রভাবে আচরণ করে যে, তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা মানুষের দৃষ্টির বাহিরে। অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ এর শক্তিশালী, মৌলিক, পরিবর্তন মূলক যে তাঁর কাজ অনেকের কাছে স্পষ্ট। মাঝে মাঝে বাতাস একটি এলাকায় তার কাজ সীমিত রাখে, অন্য সময় বিস্তৃত তার কাজের পরিধি। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রেও তাই আজকে হয়ত তিনি একটি বা দু'টি আত্মার মধ্যে কাজ করেন, আগামীকাল হয়ত

পঞ্চসপ্তমী দিনের মত, "অন্তরে চেতনা দিবেন" বিশাল জনতার । কিন্তু তিনি কি কম না বেশি মানুষের অন্তরে কাজ করবেন তা নিয়ে মানুষের সাথে পরামর্শ করেন না। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ঐভাবে কাজ করেন। নতুন জন্ম পবিত্র আত্মার স্বাধীন ইচ্ছায় দেয়া হয়। পবিত্র ত্রিত্বপাকের তিন সত্ত্বাই আমাদের নাজাতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত পিতার সাথে পূর্ব নিধারনে, পুত্রের সাথে কোরবানীতে পবিত্র আত্মার সাথে পুণঃ জন্মে, পিতা আমাদেরকে পছন্দ করেন, পুত্র আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, আত্মা আমাদেরকে জাগ্রত করেন। পিতা আমাদের বিষয়ে চিন্তা করলেন, পুত্র তাঁর রক্ত আমাদেও জন্য দিলেন। পবিত্র আত্মা আমাদের মাঝে কাজ করেন। একজন যা করলেন তা ছিল অনন্ত অন্য জন যা করলেন তা ছিল বাহ্যিক, পবিত্র আত্মা যা করেন তা অভ্যন্তরিন। এখন আমরা পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে চিন্তা করব, নতুন জন্মে তাঁর কাজ, এবং বিশেষ করে নতুন জন্মে তাঁর স্বাধীন কাজ। পিতা আমাদের নতুন জন্মকে পরিকল্পনা করলেন পুত্র জন্মকে আমাদের জন্য সম্ভব করেছেন তাঁর কঠিন পরিশ্রম দ্বারা , কিন্তু পবিত্র আত্মা নতুন জন্মকে সংঘটিত কওে পবিত্র আত্মায় জন্ম" (ইহো,৩ঃ৬) নতুন জন্ম শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার কাজ এবং ইহাতে মানুষের কোন অংশ বা অধিকার নেই। এই বিষয়টি বাহ্যিকভাবে যে জন্ম গ্রহণ করে তার পক্ষ থেকে সমস্ত চেষ্টা বা কাজের ধারণাকে বাদ দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের আত্মীক জন্মে সাধারণ জন্মের চেয়ে বেশি কিছু করার নেই। নতুন জন্ম হল আত্মিক পুণঃরুত্থান "মৃত্যু থেকে জীনে পার হওয়া " ইহো৫ঃ২৪ এবং পরিস্কারভাবে পুনঃরুত্থান হল মানুষের রাজ্যের সম্পূর্ন বাহিরে। কোন মৃতঃ দেহই নিজেকে পুনঃরায় জীবিত করতে পারে না। যেহেতু ইহা লিখা আছে, "মানুষের দেহ কোন কাজের নয়, পাক-রূহই জীবন দেন।"(ইহো.৬ঃ৬৩) কিন্তু পাক-রূহ প্রত্যেককেই জীবন দেন না কেন? সাধারণত ঃ এই প্রশ্নের যে উত্তর দেয়া হয় তাহল কারণ প্রত্যেকে মসীহতে বিশ্বাস করে না। ইহা মনে করা হয় যে পাক-রূহ তাদেরকেই জীবন দেন যারা বিশ্বাস করে। কিন্তু ইহা হল ঘোড়ার সামনে গাড়ী রাখা বিশ্বাস নতুন জন্মের কারণ নয়, কিন্তু ইহাই ফল। ইহা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন হওয়া উচিত হবে না। বিশ্বাস বহিরাগত, যা মানুষের অন্তরে নিজ থেকে উৎপন্ন নয়। যদি বিশ্বাস মানুষের অন্তরে স্বহজাত বিষয় হত, কোন বৈশিষ্টের ব্যবহার করা মানুষের সাধারণ

প্রকৃতি, তাহলে ইহা কখনোই লিখা হত না,"সমস্ত লোকেরই যে ঈমান আছে তাহা নয়"(২থিষল.৩ঃ২)
বিশ্বাস হল আত্নীক অনুগ্রহ , আত্নিক প্রকৃতির ফল, এবং যেহেতু যাদের নব জন্ম হয়নি তারা আত্নীকভাবে মৃতঃ, পাপ এবং অপরাধে মৃতঃ তাহলে ইহার অর্থ তাদের মধ্য থেকে বিশ্বাস অসম্ভবব, কারণ একজন মৃতঃ ব্যক্তি কোন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। "কাজেই যাহারা পাপ স্বভাবের অধীন, তাহারা খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।"(রোম৮ঃ৮) কিন্তু তারা পারত যদি পাপ স্বাভাবের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হত। এই সর্বশেষ উদ্ধৃত আয়াতটির সাথে ইব্রা.১১ঃ৬এর তুলনা করুন "ঈমান আনা ছাড়া খোদাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব", মাবুদ কি সন্তুষ্ট বা খুশী হতে পারেন কোন কিছুর উপর যার উৎস তাঁর মধ্য থেকে নয়? পবিত্র আত্নার কাজ আমাদের বিশ্বাস আনয়নের পূর্বে সম্পন্ন হয় ইহা ২থিষল ২ঃ১৩ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত, "খোদা প্রথম হইতেই তোমাদের বাছিয়া রাখিয়াছেন। পাক-রূহের দ্বারা খোদার জন্য তোমাদের আলাদা করিয়া রাখিবার মধ্য দিয়া এবং খোদার দেওয়া সুখবরের সত্যের উপর তোমাদের ঈমান আনিবার মধ্যদিয় তোমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছ।" লক্ষ্য করুন "পাক-রূহের মধ্য দিয়া আলাদা করা," "সত্যের উপর ঈমান আনা" এর আগে আসে এবং ইহাকে সম্ভব করে। তাহলে "পাক-রূহের মধ্য দিয়া আলাদা করা" কি?
আমরা উত্তর দেই নতুন জন্ম।
কিতাবে "আলাদা করার" অর্থ সব সময়ই "পৃথক করা", কোন কিছু থেকে কোন কিছুর প্রতি বা কারো প্রতি। আসুন এখন আমাদের এই উক্তিকে সম্প্রসারিত করি তা হল "পবিত্র আত্না দ্বারা আলাদা করা " নতুন জন্মকে বুঝায় ও ইহার অবস্থার নতুন ফলের প্রতি ইঙ্গিত করে।
এখানে মাবুদের একজন গোলাম সুখবর প্রচার করেন একটি জামাতে যেখানে একশত জন নাজাত না প্রাপ্ত লোক আছে। তিনি তাদের সম্মুখে তাদের ধ্বংস ও হারানো অবস্থা সম্পর্কে কিতাবের শিক্ষা তুলে ধরেন, তিনি খোদা সম্পর্কে বলেন, তাঁর গুনাবলী এবং তাঁর ন্যায় দাবী সম্পর্কে বলেন, তিনি মসীহ যে খোদার দাবী মিটিয়েছেন সেই সম্পর্কে বলেন, এবং ন্যায়বান অন্যায়কারীদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এবং ঘোষনা করেন যে "এই মানুষ" টির মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা

প্রচারিত হয়েছে, তিনি হারানোদের অনুরোধ করে শেষ করেন মাবুদ তাঁর বাক্যে যা বলেছেন তা বিশ্বাস করার জন্য এবং তাঁর পুত্রকে তাদের ব্যক্তিগত নাজাত দাতা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। সভা শেষ হয়, এবং জামাত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অবিশ্বাসীদের মধ্যে নিরানব্বই জন জীবন পেতে মসীহের কাছে আসতে প্রত্যাখ্যান করল, ঐ রাতে বাহিরে চলে গেল কোন আশা ছাড়াই, এবং দুনিয়াতে মাবুদ ছাড়া। কিন্তু একজন জীবনের বাক্য শ্রবণ করেছিল মাবুদ যে বীজ প্রস্তুত করেছিলেন তা বপন করা হল এবং মাটিতে পতিত হল , সে সুখবর বিশ্বাস করল, এবং তার নাম বেহেস্তে লিখা হয়েছিল বলে আনন্দে বাড়ী চলে গেল। তার নতুন জন্ম হয়েছে। এবং তার নবজাত শিশুর মত প্রাকৃতিক জগতে সে নতুন জীবন শুরু করে স্বহজাতভাবে আঁকড়ে ধরে, তার অসহায়ত্বে মাকে একইভাবে এই নব জন্ম প্রাপ্ত আত্না মসীহকে জড়িয়ে ধরে থাকে। যেমন আমরা পড়ি, "প্রভু লুদিয়ার অন্তর এমন ভাবে খুলে দিলেন যাতে তিনি পৌলের কথা মম দিয়েমন দিয়ে শুনে বিশ্বাস করেন।" (প্রেরিত১৬ঃ১৪) উপরের ঘটনাতে একই বিষয় ধারণা করা হয়। পবিত্র আত্না এই ব্যক্তিটিকে জীবিত করেছিলেন সে সুখবর বিশ্বাস করার পূর্বে। এখানে তা হলে "পবিত্র আত্নার পৃথকীকরণ ঃ" এই একটি আত্না যার নতুন জন্ম হয়েছে, তার নতুন জন্মের ফলে, বাকী নিরানব্বই জন থেকে আলাদা করা হয়েছে। যাদের নতুন জন্ম হয়েছে তাদেরকে পবিত্র আত্না যার পাপে ও অপরাধে মৃতঃ তাদের থেকে পৃথক করেন। পাপীদের "সত্যে বিশ্বাসের" পূর্ববর্তী ঘটনা পবিত্র আত্নার সুন্দর কাজের নমুনা পাওয়া যায় আদি পুস্তক এর প্রথম অধ্যায়ে। আমরা ২পদে পড়ি, "পৃথিবীর উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর জল।" এখারে মূল হিব্রু ভাষা সরাসরি বর্ণনা করলে হয়ত এমন হবে, "এবং দুনিয়া ধ্বংস ও শূন্য হয়ে পড়ল তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর জল।" "শুরুতে" কিন্তু পৃথিবীকে ২পদে যেভাবে বর্নিত আছে সৃষ্টি করা হয়নি। আদি পুস্তক ১এর প্রথম দুটি পদের মধ্যে কিছু ভয়াবহ আকস্মিক মহাদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবত ঃ শয়তানের পতন এবং এর ফলে দুনিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত ও অভিশপ্ত হয়েছিল, এবং "শূন্য ও ধ্বংস" ছিল। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মানুষের ইতিহাসও তেমনই। আজকে মানুষ এই অসহ্থায় নেই যে

অবস্থায় সে সৃষ্টিকর্তার হাত ত্যাগ করেছিল একটি দঃখজনক আকস্মিক মহা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, এবং এখন মানুষ "পরিত্যক্ত ধ্বংস" এবং আত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রে "সম্পূর্ণ অন্ধকারে।" পরবর্তীতে আমরা পড়ব

আদিপুস্তক ১অধ্যায়ে মাবুদ কিভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত দুনিয়াকে পুণরায় সাজালেন এবং নতুন জীব সৃষ্টি করলেন এতে বসবাস করার জন্য। প্রথমতঃ আমরা পড়ি, "খোদার আত্মা সেই জলের উপরে চলাফেরা করছিলেন। " এরপর আমাদেরকে বলা হয়েছে, "খোদা বললেন," "আলো হোক" আর তাতেই আলো হল।" নতুন সৃষ্টিতেও সেই একই ক্রমবিদ্যমান ঃ ঐখানে পবিত্র আত্মার প্রথম কাজ , এবং তার পর খোদার কালাম আলো প্রদান করেছিল। শূন্য এবং অন্ধকার স্থানে পবিত্র কালাম প্রবেশ দ্বার পাবার পূর্বে, ইহাতে আলো আনয়নের পূর্বে, মাবুদের আত্মা "ভাসমান ছিল"। নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইহা এই রকম। "তোমার বাক্য প্রকাশিত হলে তা আলো দান করে।" (গীত১১৯ঃ১৩) কিন্তু ইহা অন্ধকারময় মানুষের অন্তরে প্রবেশের পূর্বে মাবুদের আত্মা অবশ্যই ইহার উপর কাজ করবে।

আমরা যদি ২থিষল.২ঃ১৩খুলি, "তোমাদের জন্য সব সময়ই খোদাকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য খোদা প্রথম হইতেই তোমাদের বাছিয়া রাখিয়াছেন। পাক-রূহের দ্বারা খোদার জন্য তোমাদের আলাদা করিয়া রাখিবার মধ্য দিয়া এবং খোদার দেওয়া সুখবরের সত্যের উপর তোমাদের ঈমান আনিবার মধ্য দিয়া তোমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছ।" এখানে চিন্তার ধারাবাহিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং দিকনির্দেশক। প্রথমতঃ মাবুদের অনন্ত মনোনয়ন, দ্বিতীয়ত, পবিত্র আত্মা কর্তৃক পৃথকীকরন, তৃতীয়ত সত্যের উপর ঈমান আনা। নির্দিষ্টভাবে একই ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় ১পিতর .১ঃ২-এ "পিতা খোদা তোমাদের আগে হইতেই জানিতেন এবং সেই অনুসারে তিনি তোমাদের বাছিয়া লইয়াছেন। আর তাঁহারই উদ্দেশ্যে পাক-রূহ তোমাদের আলাদা করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্য তোমরা ঈসা মসীহের বাধ্য হইয়াছ আর এই জন্য তাঁহার রক্ত ছিটাইয়া তোমাদের পাক-পবিত্র করা হইয়াছে।" আমরা এখানে ইহা ধরে নেই যে "বাধ্যতা" হল "ঈমানের বাধ্যতা" (রোম.১ঃ৫) যার মসীহের রক্ত ছিটানোর গুনাবলির সাথে মিল আছে। (রোম১ঃ৫) অতএব, তাহলে "বাধ্যতার" পূর্বে (ঈমানের, ইব্রানী.৫ঃ৯) পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে

আমাদেরকে আলাদা করা হয়েছে, এবং এর পিছনে রয়েছে পিতা মাবুদের মনোনয়ন। যাদেরকে "পবিত্র আত্মা আলাদা করেছে," তাহলে তাদেরকেই শুরুতেই মাবুদ নাজাতের জন্য পছন্দ করেছেন" (২ঃ১৩) যাদেরকে পিতা খোদা আগে হইতেই জানিতেন এবং সেই অনুসারে তিনি বাছিয়া লইয়াছেন।"(১পিতর.১ঃ২)

কিন্তু ইহা বলা যেতে পারে , " সমস্ত দুনিয়াকে পাপের চেতনা দেওয়া" কি পবিত্র আত্মার বর্তমানের উদ্দেশ্য নয়? এবং আমরা উত্তর দেই না তা নয়। পবিত্র আত্মার কাজ তিনটি, মসীহকে গৌরবান্বিত করা, মনোনীতদেরকে প্রেরনা দান এবং ধার্মিকদের উন্নয়ন করা।

ইহো.১৬ঃ৮-১১পবিত্র আত্মার "উদ্দেশ্য" কে বর্ণনা করে না কিন্তু এই দুনিয়াতে তার উপস্থিতির তাৎপর্য বর্ণনা করে। ইহা পাপীদের উপর তার কর্তৃত্বের কাজের বিষয়ে আলোচনা করে না, তাদের জন্য মসীহের প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে প্রদর্শন করে, তাদের বিবেককে অনুসন্ধান করে এবং তাদের অন্তরে ভীতি প্রদর্শন এর মাধ্যমে ," ঐখানে আমাদের যা আছে তা সম্পূর্ন ভিত্তি মূলক। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধরুন আমি কাউকে ফাঁসি কাঠে ঝুলে থাকতে দেখলাম, ইহা হতে আমি কি ধারণা লাভ করব? কেন সে খুনী হয়ে ছিল? আমি কিভাবে এই রকম বুঝব? তার বিচারে রেকড পড়ে। তার নিজ মুখের স্বীকারোক্তি শুনে? না, কিন্তু এই বাস্তব ঘটনা হতে যে ঐখানে ঝুলন্ত ছিল। অতএব, যে কারণে পবিত্র আত্মা এখানে আছেন তা হল দুনিয়ার অপরাধের দন্ড প্রদান, মাবুদের ধার্মিকতায়, এবং শয়তানের বিচারে।

পবিত্র আত্মা এখানে থাকার আদৌ কোন দরকার ছিল না। ইহা একটি বিস্ময়কর উক্তি, কিন্তু আমরা ইহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করেছি। মসীহের এখানে থাকার প্রয়োজন ছিল । পিতা তাঁকে এখানে পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁকে চায়নি, তাঁকে পেতে চাইবে না, তাঁকে ঘৃনা করে ছিল, এবং তাঁকে বাহিরে ফেলে দিয়ে ছিল । এর পরিবর্তে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ইহার অপরাধে সাক্ষ্য দেয়। পবিত্র আত্মার আগমন ছিল পুণঃরুত্থান, স্বর্গারোহন এবং প্রভু মসীহের গৌরব প্রদর্শনের একটি প্রমাণ পৃথিবী তার উপস্থিতি তার দুনিয়ার রায়কে উল্টে দেয়। ইহা প্রদর্শন করে যে ইস্রায়েল এর মহা যাজকদের প্রাসাদের এবং রোমান শাসকের দরবারের

নিন্দনীয় বিচারকে মাবুদ বাতিল করেছেন। পবিত্র আত্মার তিরস্কার সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুনিয়া তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান নিঃর্বিশেষে। এখানে আমাদের মাবুদ কি পবিত্র আত্মার করুণা পূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করেছিলেন যা তিনি সম্পাদন করবেন তাদের মধ্যে যাদেরকে তাঁর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো হয়েছে, তিনি বলেছেন পবিত্র আত্মা মানুষকে তাদের অধার্মিকতা তাঁর ধার্মিকতার অভাবের বিষয়ে চেতনা দিবেন। কিন্তু ইহা ঐখানে আদৌ চিন্তার বিষয় নয়। পবিত্র আত্মার বেহেস্ত হতে অবতরন খোদার ধার্মিকতা ও মসীহের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার প্রমাণ হল মসীহ পিতার নিকট গিয়াছেন। মসীহ কি একজন প্রতারক ছিলেন, যা ধর্মীয় নেতাগণ জোর দিয়ে বলে ছিল যখন তারা তাঁকে বাহিরে ফেলে দিয়ে ছিল , পিতা থাকে গ্রহণ করেনি? প্রকৃত ঘটনা হল পিতা তাঁকে উর্ধ্বে তুলে ছিলেন তাঁর নিজের ডান পাশে বসিয়ে প্রদর্শন করেন যে তিনি নির্দোষ ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলা হয়েছিল সেই বিষয়ে, এবং ইহা প্রমাণ যে পিতা তাঁকে গ্রহণ করেছেন, দুনিয়াতে এখন পবিত্র আত্মার উপস্থিতি কারণ মসীহ তাঁকে পিতার নিকট হতে পাঠিয়েছেন (ইহো.১৬ঃ৭)।

দুনিয়া অধার্মিক হয়েছিল তাঁকে বাহিরে ফেলে দিয়ে পিতা নির্দোষ তাঁকে গৌরবান্বিত করে, এবং ইহাই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এখানে প্রতিষ্ঠিত করে। "বিচার সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ দুনিয়ার কর্তার বিচার হইয়া গিয়াছে।"

ইহা যুক্তি সঙ্গত এবং অনিবার্য বিষয় দুনিয়াকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়েছে তাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য, মসীহকে গ্রহণ করতে তাদের অস্বীকৃতির জন্য ইহার অপরাধ প্রদর্শিত হয়েছে যাঁকে তারা পায়ে ঠেলেছে তাঁকে মাবুদ কর্তৃক উর্ধ্বে তুলার মাধমে। এইজন্য দুনিয়া এবং তার শাসন কর্তার জন্য বিচার ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করে না। এখানে পাক-রূহের উপস্থিতি দ্বারা শয়তানের "বিচার" ইতিমধ্যেই স্থির করা হয়েছে, কারণ মসীহ তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যু ক্ষমতার অধিকারী শয়তানকে পরাজিত করেছেন (ইব্রা.২ঃ১৪)। যখন মাবুদের সময় উপস্থিত হবে তখন পাক-রূহ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন তখন তাঁর বিচার দুনিয়া ও ইহার শাসন কর্তার উপর সম্পাদিত হবে। এই বর্ণনাতীত পবিত্র অনুচ্ছেদ এর আলোকে আমাদের অবাক হবার প্রয়োজন নেই যদি আমরা দেখতে পাই মসীহ বলতেছেন, "সত্যের আত্মাকে দুনিয়া গ্রহন করতে পারে না, কারণ

দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না এবং জানেও না।" না, দুনিয়া তাঁকে চায় না, তিনি দুনিয়াকে শাস্তি দিবেন।

"এবং যখন তিনি আসবেন, তখন তিনি পাপী দুনিয়াকে তিরস্কার করবেন ধার্মিকতায় ও বিচারে পাপের জন্য, কারণ তারা আমার উপর ঈমান আনে নি, নির্দোষিতা সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। কারণ দুনিয়ার কর্তার বিচার হইয়া গিয়াছে।" (ইহো.১৬ঃ৮-১১) তা হলে দুনিয়াতে পাক রূহের উপস্থিতি দুনিয়াকে তিনটি জিনিস প্রদর্শন করে প্রথমত, ইহার পাপ, কারণ দুনিয়া মসীহের উপর বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, দ্বিতীয়ত, খোদার ধার্মিকতা র্তাকে নিজের ডান পাশে বসিয়ে যাঁকে বাহিরে ফেলে দেয়া হয়েছিল , এখন দুনিয়া তাকে আর দেখতে পায় না, তৃতীয়ত, বিচার করেন দুনিয়ার শাসনকর্তা শয়তানের বিচার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, যদিও তার বিচার ভবিষ্যতে কার্যকরী হবে এইভাবে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এখানে জিনিসগুলো প্রদর্শন করে ইহাদের প্রকৃত রূপে।

পবিত্র আত্মা তাঁর কাজে স্বাধীন এবং তাঁর উদ্দেশ্য খোদার মনোনীতদের মাঝে সীমাবদ্ধ ঃ তাদেরকে তিনি

"সান্ত্বনা দেন , সীল মোহর করেন" সমস্ত সত্যের মধ্যে পরিচালিত করেন, ঐ সমস্ত জিনিস প্রদর্শন করেন যা আসন্ন। পিতার অনন্ত উদ্দেশ্য সম্পূর্ন ভাবে সম্পাদন করতে পবিত্র আত্মার কাজের প্রয়োজন। কাল্পনিক ভাবে বললে, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত ইহা বলা যেতে পারে যে, যদি মাবুদ পাপীদের জন্য মসীহকে মৃত্যু বরণ করতে পাঠানো ব্যবতীত আর কোন কিছু না করে থাকেন, তা হলে একজন পাপীও কোন দিন নাজাত পাবে না।

কোন পাপীর পক্ষে নাজাত দাতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য এবং নাজাত দাতাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবার জন্য, তার উপর ও তার মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের প্রয়োজনীয়তা আত্যাবশ্যক। মাবুদ কি মসীহকে পাপীদের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পাঠানো ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই এবং তারপর তাঁর গোলামদের পাঠিয়েছেন মসীহের মাধ্যমে নাজাতের কথা ঘোষনা করতে, পাপীদেরকে সম্পূর্নভাবে তাদের মত করে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন মসীহকে গ্রহণ করতে বা প্রত্যাখ্যান করতে , তাহলে প্রতিটি পাপীই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করত,

কারণ মনে মনে প্রতিটি পাপীই খোদাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর সাথে শত্রু ভাবাপন্ন। এই জন্য পবিত্র আত্মার কাজের প্রয়োজন ছিল পাপীদেরকে মসীহের নিকট আনতে , তার সহজাত বিরোধিতাকে জয় করতে, এবং মাবুদ যে ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন তা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে। আমরা বলেছি পাপীদেরকে বাধ্য করা । কারণ পবিত্র আত্মা প্রকৃত পক্ষে ইহাই করে থাকেন, ইহাই তাঁর কাজ এবং ইহা আমাদেরকে পরিচালিত করে একটি নির্দিষ্ট আকারে যদিও যত সংক্ষেপে সম্ভব বিয়ের ভোজের গল্পটি আলোচনা করতে। লূক.১৪ঃ১৬তে আমরা পড়ি, "কোন একজন লোক একটা বড় ভোজ দিলেন এবং অনেককে দাওয়াত করলেন।" এখানে যা বর্ণিত আছে তার সাথে যদি মথি.২২ঃ২-১০ এর সতর্কভাবে তুলনা করা হয় তাহলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ন পার্থক্য পরিলক্ষীত হবে। আমরা ধরে নেই যে এই অনুচ্ছেদ সমূহ একই গল্পের দু'টি স্বাধীন বর্ণনা, প্রত্যেক সুসমাচারে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারে ভিন্নমত প্রকাশ করেছে। মথির বর্ণনা মসীহ সম্পর্কে ঐখানে পবিত্র আত্মার উপস্থাপনার সাথে সংগতিপূর্ন দাউদের পুত্র ইহুদীদের রাজা বলেন, "বেহেস্তী রাজ্য এমন একটি রাজার মত, যিনি তার ছেলের বিবাহ ভোঁজ প্রস্তুত করিলেন।" লূকের বর্ণনা যেখানে পবিত্র আত্মা মসীহকে মনুষ্যপুত্র হিসাবে উপস্থাপন করেন বলে "কোন একজন লোক একটা বড় ভোঁজ দিলেন এবং অনেককে দাওয়াত করিলেন।" মথি ২২ঃ৩ বলে, "তাহাদের ডাকিবার জন্য তিনি তাঁহার গোলামদের পাঠাইয়া দিলেন।"

লূক.১৪ঃ১৭বলে "এবং তাঁহার গোলামকে পাঠাইয়া দিলেন।" এখন আমরা বিশেষ করে যার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি তা হল মথির সম্পূর্ণ বর্ণনায় "গোলামদের" যেখানে লূকের বর্ণনায় ইহা সর্বদা "গোলাম"। যে সমস্ত পাঠকদের জন্য আমরা লিখতেছি তারা হল যারা অকপটে কিতাবের বাচনিক অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করে , তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত যে মথির বহুবচন এবং লূকের এক বচনের পরিবর্তনে অবশ্যই কিছু কারণ আছে। আমরা বিশ্বাস করি কারণটি বিরাট এবং এই পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত একটি গুরুত্বপূর্ন সত্য প্রকাশ করে । আমরা বিশ্বাস করি মথিতে "গোলামদের" দ্বারা সাধারণভাবে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা সুখবর প্রচারে যায়, কিন্তু লূক ১৪-তে "গোলাম"পবিত্র আত্মা নিজে। ইহা

পবিত্র আত্মার জন্য অপমান জনক বা অসংগত নয় কারণ খোদার পুত্র তাঁর দুনিয়ার পরিচর্যা কাজের সময় খোদার গোলাম ছিলেন (যিশাইয়.৪২ঃ১)। লক্ষ্য করতে হবে যে মথি.২২-এ "গোলামদের"পাঠানো হয়েছে তিনটি কাজ করতে, প্রথমত, বিয়েতে দাওয়াত দিতে (আয়াত ৩) দ্বিতীয়ত , যাহাদেরকে দাওয়াত করা হইয়াছে তাহাদেরকে বলিতে যে .... সমস্ত কিছু প্রস্তুতঃ বিয়েতে আস" (আয়াত ৪) তৃতীয়ত, "বিয়ের ভোঁজে ডাকতে (আয়াত ৯) , এবং এই তিনটি কাজই আজকে যারা সুখবরের সেবা করতেছেন তারা এখন করছেন। লূক.১৪তেও গোলামকে পাঠানো হয়েছে তিনটি কাজ করতে প্রথমত ঃ তাঁক "বলতে হবে তাদেরকে দাওয়াত করা হয়েছে, আস, কারণ এখন সমস্ত কিছু প্রস্তুত (আয়াত১৭), দ্বিতীয়ত, তাঁকে "আনতে হবে গরীবদের নুলা, অন্ধ ও খোঁড়াদের" (আয়াত২১), তৃতীয়ত তাকে "তাদের আসতে বাধ্য করতে হবে" (আয়াত.২৩), এবং শেষের দু'টি শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা করতে পারেন। উক্ত আয়াতে আমরা দেখি যে "গোলাম" পবিত্র আত্মা নির্দিষ্ট কতিপয়কে বাধ্য করেন "বিবাহ ভোঁজে" আসতে এবং ইহাতে তাঁর কর্তৃত্ব, তাঁর সর্বক্ষমতা , তাঁর বেহেস্তী যথেষ্টতা দেখা যায়। "বাধ্য করা" শব্দটির পরিস্কার প্রয়োগ হল যে পবিত্র আত্মা যাদেরকে "ভিতরে আনেন" তারা নিজেরা আসতে ইচ্ছুক নয়। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে আমরা ঠিক ইহাই প্রদর্শনের অনুসন্ধান করেছি। প্রকৃতিগতভাবে খোদার মনোনীতরা অন্যান্যদের মতই ক্রুধের সন্তান (ইফি২ঃ৩) এবং একইভাবে তাদের অন্তকরন মাবুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু তাদের এই "শত্রুতা" পবিত্র আত্মা কর্তৃক জয় করা হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে বাধ্য করেন আসতে। তাহলে কারণটি কি স্পষ্ট নয় কেন অন্যদের বাহিরে ফেলে রাখা হয়েছে, ইহা শুধুমাত্র এই জন্য নয় যে তারা ভিতরে যেতে অনিচ্ছুক, কিন্তু এই জন্যও বটে যে পবিত্র আত্মা তাদেরকে ভিতরে আসতে "বাধ্য করেন নি"। ইহা কি প্রদর্শিত হয় না যে পবিত্র আত্মা তাঁর ক্ষমতা অনুশীলনে স্বাধীন , কারণ বাতাস "যেদিকে ইচ্ছা বহে" একই ভাবে পবিত্র আত্মা যেখানে ইচ্ছা কাজ করেন? এবং এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা অনুসন্ধান করছি খোদার পথের সম্পূর্ন সংগতি প্রদর্শন করতে ঃ যে মাবুদ পাকের প্রতিটি সত্তা পরস্পরের সাথে সহানুভূতি ও সংগতিতে কাজ করেন। পিতা মাবুদ নির্দিষ্ট কতিপয়কে নাজাতের জন্য মনোনীত করেছেন

খোদাবন্দ পুত্র মনোনীতদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, এবং মাবুদ পবিত্র আত্মা মনোনীতদের জীবিত করেন। উত্তম আমরা হয়ত গাইতে পারি, মাবুদের প্রশংসা কর যার মধ্য থেকে সমস্ত রহমত প্রবাহিত হয়, নীচে সমস্ত সৃষ্টি তার প্রশংসা কর, উপরের বেহেস্তী ফেরেস্তাগণ আপনারা তাঁর প্রশংসা করুন, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করুন।

অধ্যায়-৬

কর্মে মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব

"কারণ সমস্ত কিছু তাঁহারই নিকট হইতে ও তাঁহারই মধ্য দিয়া আসে এবং সমস্ত কিছু তাঁহারই উদ্দেশ্যে। চিরকাল তাহারই গৌরব হোক। আমিন।"

(রোম. ১১ঃ৩৬)

যা কিছু সংঘটিত হবে মাবুদ কি পূর্বেই স্থির করে রেখেছেন? মাবুদ কি আদেশ করেছেন যা আছে এবং থাকবে সমস্ত কিছু কে? চুড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহা আর একটি পন্থা জিজ্ঞাসা করার। মাবুদ কি এখন দুনিয়া এবং ইহার মধ্যকার প্রত্যেককে ও প্রতিটি জিনিসকে শাসন করেছেন? যদি মাবুদ বর্তমানে দুনিয়াকে শাসন করে থাকেন, তাহলে তিনি কি ইহাকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ও বিশৃংখল ভাবে শাসন করছেন? যদি মাবুদ ইহাকে কোন উদ্দেশ্য অনুসারে শাসন করে থাকেন, তাহলে কখন সেই উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছিল? মাবুদ কি অনবরত প্রতিদিনই উদ্দেশ্য পরিবর্তন করছেন এবং নতুন উদ্দেশ্য স্থির করছেন অথবা তাঁর উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছিল শুরু থেকেই? মাবুদের কাজকর্ম কি আমাদের কাজকর্মের মত পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অথবা এগুলো তাঁর অনন্ত উদ্দেশ্যের ফল? যদি মাবুদ মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই একটি উদ্দেশ্য স্থির করে থাকেন , তাহলে ঐ উদ্দেশ্যটা কি সম্পাদিত হবে তাঁর আদি পরিকল্পনা অনুসারে এবং তিনি কি কখনো ইহা সমাপ্তির কাজ করেছেন? কিতাব কি বলে? ইহা বলে যে মাবুদ এক, "খোদা তাঁহার বিচার বুদ্ধি অনুসারে নিজেরই ইচ্ছামতই সমস্ত কাজ করেন।"(ইফি.১ঃ১১) যারা এই বই পড়েন তাদের কিছু সংখ্যক সন্দেহ প্রকাশ করেন এই উক্তিটি সম্পর্কে যে মাবুদ সমস্ত কিছুই জানেন এবং আগে থেকেই জানেন কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেই ইতস্তত করবেন এর চেয়ে বেশি দূর যেতে। তথাপি ইহা কি নিজেই প্রমাণিত নয় যে যদি মাবুদ পূর্বেই সমস্ত কিছু জেনে থাকেন, তাহলে সমস্ত কিছু তিনি পূর্বেই নির্ধারণ

করেছেন? ইহা কি স্পষ্ট নয় যে মাবুদ পূর্বেই জানেন কি ঘটবে কারণ তিনি আদেশ করেছেন কি ঘটবে?

মাবুদের পূর্ব জ্ঞান ঘটনার কারণ নয়, বরং ঘটনা হল তাঁর অনন্ত উদ্দেশ্যের ফল। যখন মাবুদ আদেশ করেন একটি ঘটনা ঘটবে, তিনি জানেন ইহা হবে। বস্তুর প্রকৃতি হতে জানা যাবে না কি হবে, যথক্ষন পর্যন্ত না নিশ্চিত হওয়া যায়, এবং কোন কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না মাবুদ স্থির করেন যে ইহা ঘটবে। ক্রোসে বিদ্ধ করন ঃ কে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নিন। এই বিষয়ের উপর কিতাবের শিক্ষা সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট। মসীহ মেষ শাবক হিসাবে যার রক্ত ঝরার কথা ছিল, যা "দুনিয়া সৃষ্টির আগেই খোদা ইহার জন্য তাঁহাকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।"(১পিতর.১ঃ২০) মেষের হত্যা "নির্ধারন করে" মাবুদ জানতেন যে তাঁকে "হত্যা করা হবে", এবং সেই জন্য সেই অনুসারে নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করে ছিলেন। মাবুদ পূর্বেই জানতেন ইহা সংঘটিত হবে তবু আগেই প্রভু মসীহকে ইহা হতে "মুক্ত" করে দেননি, কিন্তু তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা ও নির্ধারিত ইচ্ছানুসারে (প্রেরিত.২ঃ২৩) ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে মাবুদের পূর্বজ্ঞান মাবুদের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা কিছু সংঘটিত হবে যদি মাবুদ পূর্বেই জেনে থাকেন, ইহা এই জন্য যে তিনি অনন্ত কাল ধরে নিজের মধ্যে স্থির করে রেখেছেন যা কিছু সংঘটিত হবে। "অনেক দিন আগে হইতে ইহা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল।" (প্রেরি.১৫ঃ১৮) যা প্রদর্শন করে যে খোদার একটি পরিকল্পনা ছিল, মাবুদ বিশৃংখল ভাবে ও তাঁর পরিকল্পনা সফল হবে ঐ জ্ঞান ছাড়া-ই তাঁর কাজ শুরু করেন নি। খোদা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। যারা পবিত্র কালামের সাক্ষ্যের নিকট মাথা অবনত করে তারা এই সত্যের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলবে না, তাদের কেউ বিতর্ক করতে প্রস্তুতও নয় এই বিষয়ে যে সৃষ্টি কর্ম একটি আকস্মিক দূর্ঘটনার কাজ। মাবুদ প্রথমে সৃষ্টি করার জন্য মন স্থির করলেন এবং তাঁর পর ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টি কর্ম শুরু করলেন। সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীগণ গীত সংহিতার কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং বলবে, "ও খোদা, তোমার কাজ কত বিশাল। তুমি তোমার জ্ঞানে সমস্ত কিছু তৈরী করেছ।" আমরা এই মাত্র যা বলেছি তা যে গ্রহণ করে তাদের কেউ কি অস্বীকার করবে যে মাবুদ স্থির করেছেন দুনিয়া শাসন করবেন? অবশ্যই দুনিয়ার সৃষ্টিই এই বিষয়ে

খোদার উদ্দেশ্যের সমাপ্তি নয়। অবশ্যই মাবুদ স্থির করেন নাই শুধুমাত্র "দুনিয়ার সৃষ্টি স্থির করা এবং তাতে মানুষ স্থাপন করা, এবং তারপর তাদের উভয়কে তাদের ভাগ্যের কাছে ছেড়ে দেওয়া। ইহা অবশ্যই দৃশ্যমান যে মাবুদের কিছু মহৎ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য সমূহ আছে যা তাঁর অনন্ত পরিপক্কতার দৃষ্টিতে মূল্যবান এবং এই জন্য তিনি বর্তমানে দুনিয়ার শাসন কাজ পরিচালনা করছেন যাতে ঐ উদ্দেশ্য সমূহ অর্জিত হয় "কিন্তু সদাপ্রভুর পরিকল্পনা চিরকাল টিকে থাকে, তাঁর মন যুগ যুগ ধরেই স্থির থাকে।"(গীত.৩৩ঃ১১)

"আমিই মাবুদ, অন্য আর কেউ নয়, আমিই মাবুদ আমার মত আর কেউ নেই। আমি শেষ কালের বিষয় আগেই বলি আর যা এখনো হয়নি তা আগেই জানাই। আমি বলেছি যে, আমার উদ্দেশ্য স্থির থাকবে, আমার সমস্ত ইচ্ছা আমি পূরন করব।"(যিশাইয়.৪৬ঃ৯,১০) আরো অনেক অনুচ্ছেদ হয়ত উদ্ধৃত করা যেত প্রদর্শন করতে যে খোদার এই দুনিয়া সম্পর্কে এবং মানুষ সম্পর্কে অনেক ইচ্ছা আছে এবং এই ইচ্ছা গুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ইহা শুধুমাত্র তখনই এইভাবে গন্য করা হয় যখন আমরা বুদ্ধি সহকারে বুঝতে পারি কিতাবের ভবিষ্যতের কথাগুলো। ভবিষ্যতের কথায় সর্বশক্তিমান মাবুদ নিজেকে অবনত করে আমাদেরকে তাঁর অনন্ত ইচ্ছার গোপন কক্ষে নিয়ে যান, এবং আমাদেরকে জানান ভবিষ্যতে তিনি কি করার পরিকল্পনা করেছেন। শত শত ভবিষ্যতের কথা যা নতুন ও পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায় এইগুলো এত বেশি আগাম বার্তা নয় যা ঘটবে ঐ বিষয়ে, যেহেতু এইগুলো আমাদের কাছে খোদার প্রকাশ এবং তিনি যা পরিকল্পনা করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। আমরা কি ভবিষ্যতের কথা থেকে জানি যে, বর্তমানের এই যুগ পূর্বের সমস্ত যুগের মত, মানুষের ব্যর্থতা পূর্ণরূপে প্রদর্শন করে শেষ হবে? আমরা কি জানি যে বিশ্বব্যাপি সত্যকে ত্যাগ করা হবে এবং ধর্মত্যাগ করা হবে? আমরা কি জানি যে মসীহ বিরুধীরা প্রকাশিত হবে, এবং সমস্ত দুনিয়াকে প্রতারিত করে সে প্রতিষ্টিত হবে? আমরা কি জানি যে মসীহ বিরোধীর জীবনের অবসান ঘটবে এবং মানুষের কঠোর চেষ্টা দ্বারা তৈরী পরিকল্পনা তাকে শাসন করার জন্য ব্যর্থ হবে, খোদার পুত্রের আগমনের সাথে সাথেই? তাহলে ইহা এই জন্য যে এইগুলো এবং শত শত আরও অনেক বিষয় খোদার অন্তর আদেশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত এখন আমাদেরকে জানানো হয়েছে ভবিষ্যতের

নিশ্চিত কথার মাধ্যমে, এবং যেহেতু ইহা অব্যর্থভাবে নিশ্চিত যে মাবুদ যা কিছু পরিকল্পনা করেছেন তা অবশ্যই অনিবার্যরূপে সংঘটিত হবে।

তাহলে কোন মহান উদ্দেশ্যে এই দুনিয়া এবং মানব জাতীকে বানানো হয়েছে? কিতাবের উত্তর হল "সদা প্রভু সব কিছু তৈরী করেছেন তাঁদের নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে।"(হিতো.১৬ঃ৪) এবং আবার, "কারণ তুমিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছ আর তোমরাই ইচ্ছাতে সেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং টিকিয়া আছে।" (প্রকাশিত কালাম.৪ঃ১১) সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য হল খোদার গৌরবের বহিঃ প্রকাশ করা। বেহেস্ত খোদার গৌরব ঘোষনা করে এবং সমগ্র আকাশ তাঁর হস্তের কর্ম প্রদর্শন করে, কিন্তু মানুষের দ্বারা প্রধানত ঃ মাবুদ তাঁর গৌরব প্রকাশ করতে চেয়ে ছিলেন , যাকে প্রথমে তিনি তাঁর আকৃতিতে ও মত করে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কেমন করে মহান স্রষ্টা মানুষের দ্বারা গৌরবান্বিত হবেন? তার সৃষ্টির পূর্বে, মাবুদ আদমের পতন এবং এর ফলে তার বংর্শধরদের ধ্বংস দেখে ছিলেন এই জন্য তিনি পরিকল্পনা করতে পারেন না যে মানুষ তার নির্দোষ অবস্থায় থেকে তাঁর গৌরব করতে থাকবে। একই ভাবে, আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে মসীহকে, "দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপনের পূর্বেই ঠিক করা হয়েছে," পতিত মানুষের নাজাত দাতা হবার জন্য। মসীহের মাধ্যমে পাপীদের নাজাত কেবল খোদার চিন্তার পরের বিষয় ছিল না। কেবল অদেখা বিপদের মোকাবেলা করার জন্য অভিযান ছিল না ইহা ছিল বেহেস্তী ব্যবস্থা, এইজন্য যখন সে পতিত হল সে বিচারের সাথে সাথে করুণা ও পেল। সমস্ত অনন্ত কাল ধরে মাবুদ পরিকল্পনা করেছিলেন যে আমাদের দুনিয়া হবে একটি ক্ষেত্র যেখানে তিনি হারানো পাপীদের নাজাতের ক্ষেত্রে তাঁর অনেকগুন করুণা ও জ্ঞান প্রদর্শন করবেন। "তিনি তাহা করিয়াছিলেন, যেন মসীহের মন্ডলীর মধ্যদিয় বেহেস্তের সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীর নিকট বিভিন্নভাবে প্রকাশিত খোদার জ্ঞান এখন প্রকাশ পায়। ইহাই তাঁহার চিরকালের ইচ্ছা, আর সেই ইচ্ছা তিনি মসীহ ঈসা যিনি আমাদের প্রভু, তাঁহার মধ্য দিয়া পূরন করিয়াছেন।" (ইফি.৩ঃ১০-১১)

এই জন্য ইহা মহান পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য মাবুদ শুরু থেকে এই বিশ্ব শাসন করেছেন এবং তিনি তা শেষ পর্যন্ত করে যাবেন। ইহা সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে, "আমাদের দুনিয়ার উপর খোদার তত্ত্বাবধান কখনোই আমরা বুঝতে পারি

না, যতক্ষন পর্যন্ত আমরা ইহাকে একটি জটিল মেশিন হিসাবে গণ্য করি যাতে দশ হাজার যন্ত্রাংশ আছে, এর সবগুলি একটি মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে মন্ডলীর নাজাতে খোদার অনেক প্রকার জ্ঞানের প্রদর্শনের জন্য" বিশেষ করে যাদের "আহ্বান করা হয়েছে"। এখানকার সমস্ত কিছু সেই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যের অধীন। এই মৌলিক সত্যটি উপলব্ধির করে , প্রেরিত পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে লিখে ছিলেন, "তাই খোদা যাহাদের বাছিয়া লইয়াছেন তাহাদের জন্য আমি সমস্ত কিছু সহ্য করিতেছি, যেন তাহারাও মসীহ ঈসার মধ্য দিয়া পাপ হইতে উদ্ধার পায় এবং চিরকালের মহিমা লাভ করে।"(২তীম.২ঃ১০) এখন আমরা আলোচনা করব দুনিয়ার শাসনের খোদার কর্তৃত্বের কাজের বিষয়ে।

সামগ্রিক দুনিয়ার উপর খোদার শাসনের কাজের বিষয়ে এখন কিছুটা বলা দরকার। পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে আমরা দেখিয়েছি যে জড় বস্তু এবং সমস্ত বুদ্ধিহীন প্রাণী সম্পূর্নভাবে তাদের স্রষ্টার সন্তুষ্টির অধীন। আমরা স্বাধীন ভাবে স্বীকার করি যে দৃশ্যত সামগ্রিক বিশ্ব আইন দ্বরা শাসিত যা স্থায়ী এবং তাদের কাজে কম বেশি সাদৃশ্য আছে , তথাপি কিতাব, ইতিহাস এবং পর্যবেক্ষন আমাদেরকে বাধ্য করে বাস্তব ঘটনাটি বুঝতে যে মাবুদ যখন ইচ্ছা এই আইন বাতিল করেন এবং এইগুলো ছাড়াই কাজ করেন। তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর রহমত অথবা শাস্তি পাঠাতে তিনি এমনকি সুর্যকে স্থির করে দাঁড়িয়ে রাখতে পারেন (যিহোশূয়.১০ঃ১২-১৩) এবং তারকারাজিকে তাদের গতিতে তার লোকদের জন্য যুদ্ধ করতে (বিচার.৫ঃ২০)। তিনি পাঠাতে পারেন অথবা ধরে রাখতে পারেন "প্রথম ও শেষ বর্ষনকে" তাঁর অসীম জ্ঞানের ঘোষনা অনুসারে, তিনি মহামারী দ্বারা আঘাত করতে পারেন অথবা সুস্থতা দ্বারা রহমত করতে পারেন, সংক্ষেপে, তিনি মাবুদ যিনি সম্পূর্ন স্বাধীন তিনি প্রাকৃতিক আইনের অধীন বা বাধ্য নন, কিন্তু বস্তু জগতকে শাসন করেন যেভাবে তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট বলে মানে হয়। কিন্তু মানব গোত্রের ক্ষেত্রে খোদার শাসন কেমন? মানব জাতির উপর তাঁর রাজকীয় শাসনের কার্যসাধন প্রনালী সম্পর্কে কিতাব কি প্রকাশ করে? কি পরিমান এবং কোন প্রভাবে মাবুদ মানব সন্তানদের নিয়ন্ত্রন করেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দুই অংশে ভাগ করব এবং প্রথমে ধার্মিকদের সাথে খোদার আচরনের প্রণালী সম্পর্কে

আলোচনা করব এবং তারপর দুষ্টদের সাথে তাঁর আচরনের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করব।

ধার্মিকদের সাথে খোদার আচরনের প্রণালী ঃ

১। মাবুদ তাঁর নিজের মনোনীতদের উপর একটি জাগ্রতকারী প্রভাব অথবা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

প্রকৃতিগত ভাবে তারা আত্নীক ভাবে মৃতঃ, পাপে ও অপরাধে মৃতঃ এবং তাদের প্রথম প্রয়োজন হল আত্নীক জীবন, কারণ, "আমি আপনাকে সত্যিই বলতেছি নতুন করিয়া জন্ম নাহলে কেহ খোদার রাজ্য দেখিতে পায় না।"(ইহো.৩ঃ৩) নতুন জন্মে মাবুদ আমাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবনে আনয়ন করেন (ইহো.৫ঃ২৪)। তিনি আমাদের উপর তাঁর প্রকৃতি আরোপ করেন, (২পিতর.১ঃ৪) তিনি আমাদেরকে অন্ধকারের ক্ষমতা থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করেন। (কল.১ঃ১৩) এখন স্পষ্টতঃ আমরা নিজেরাই ইহা করতে পারি না, কারণ আমরা "শক্তিহীন"(রো.৫ঃ৬), যেহেতু ইহা লিখা আছে, "আমরা খোদার হাতের তৈরী। মাবুদ মসীহ ঈসার সংগে যুক্ত করিয়া আমাদের নতুন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।"(ইফি.২ঃ১০) নতুন জন্মে আমাদেরকে বেহেস্তী স্বভাবের অংশীধার করা হয়ঃ একটি বৈশিষ্ট্য, একটি "বীজ" একটি জীবন আমাদের প্রদান করা হয় যা হল আত্নীক জন্ম এবং এই জন্য"আত্না" পবিত্র আত্নার জন্ম ইহা পবিত্রএই বেহেস্তী ও পবিত্র স্বভাব যা আমাদেরকে নতুন জন্মে দেয়া হয়েছে তা ব্যতীত, কোন মানুষের পক্ষে আত্নীক আবেগ উৎপাদন করা, একটি আত্নীক ধারণা তৈরী করা, আত্নীক বিষয়ে চিন্তা করা একটি আত্নীক বিষয় বুঝা এরপরও আত্নিক কাজে কম নিয়োজিত হওয়া সম্পূর্নভাবে অসম্ভব। "পবিত্রতা ব্যতীত কেহই খোদাকে দেখতে পাবে না," কিন্তু প্রাকৃতিক মানুষের পবিত্রতার জন্য কোন আকাংখা নেই এবং যে ব্যবস্থা মাবুদ স্থাপন করেছেন সে তা চায় না। তাহলে কি মানুষ মোনাজাত করবে, অনুসন্ধান করবে, চেষ্ট করবে তাঁর জন্য যা সে অপছন্দ করে? অবশ্যই না, যদি কোন মানুষ কোন কিছুর "আনুসরন করে" যা সে প্রকৃতিগত ভাবে আন্তকিভাবে অপছন্দ করত, এখন যদি সে কাউকে মহব্বত করে আগে যাকে ঘৃনা করত, ইহা এই জন্য যে তার মাঝে একটি অলৌকিক

পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার বাহিরের একটি শক্তি তার ওপর কাজ করেছে একটি স্বভাব যা তার পুরাতন স্বভাব থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন তার উপর আরোপ করা হয়েছে, এবং এই জন্য লিখা হয়েছে, "যদি কেহ মসীহের সংগে যুক্ত হইয়া থাকে তবে সে নতুন ভাবে সৃষ্টি হইল। তাহার পুরাতন সমস্ত কিছু মুছিয়া গিয়া সমস্ত নতুন হইয়া উঠিয়াছে।"(২কর.৫ঃ১৭)

এই রকম একজন যার কথা আমরা এই মাত্র বর্ণনা করেছি সে মৃত্যু থেকে জীবনে উন্নীত হয়েছে, অন্ধকার হতে আলোর দিকে ফিরেছে, এবং শয়তানের ক্ষমতা থেকে খোদার ক্ষমতার অধীন আনীত হয়েছে (প্রেরিত.২৬ঃ১৮)। অন্য কোন ভাবে এই বিশাল পরিবর্তন বর্ণনা করা যায় না।

নতুন জন্ম পাপের জন্য ক্ষনিক দুঃখে কয়েক ফোটা চোখের জল ফেলার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এই আমাদের জীবনের গতি পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু, মন্দ স্বভাব ত্যাগ করে ভাল স্বভাব পতিস্থাপনের চেয়েও বেশি কিছু। কেবল মহৎ আদর্শ লালন ও অনুশীলনের চেয়ে ইহা ভিন্ন কিছু। সামনে এসে কিছু জনপ্রিয় প্রচারকের হাতে প্রতিশ্রুতি পত্র স্বাক্ষর করা অথবা "মন্ডলীতে যোগ দেয়া" এর চেয়ে ইহা অসীম গভীরতায় যায় নতুন জন্ম কেবল নতুন ও উন্নতর জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করা নয়, কিন্তু একটি নতুন জীবনের আরম্ভ ও গ্রহণ। ইহা কেবল পূর্নঃগঠন নয় কিন্তু সম্পূর্ন রূপান্তর, সংক্ষেপে, নতুন জন্ম একটি অলৌকিক ঘটনা, খোদার অতি প্রাকৃতিক কাজের ফল। ইহা মৌলিক বিরাট পরিবর্তন মূলক, স্থায়ী। এখানে প্রথমত ঃ এই জিনিসটি মাবুদ সঠিক সময়ে তাঁর নিজের মনোনীতদের উপর করে থাকেন। তিনি তাদেরকে ধারণ করেন যারা আত্নিকভাবে মৃতঃ এবং নতুন জীবনে আনয়ন করেন তিনি তাকে কুলে তোলে নেন যার জন্ম হয়েছিল পাপে এবং যার গঠন অপরাধে এবং তাকে তিনি তাঁর পুত্রের আকৃতিতে রূপান্তরিত করেন। তিনি শয়তানের একজন বন্ধীকে ধারন করেন এবং তাকে বিশ্বাসী পরিবারের একজন সদস্যে পরিনত করেন। তিনি একজন ভিখারীকে কুরিয়ে নেন এবং তাকে মসীহের সহ-অধিকারী বানান। তিনি এমন একজনের কাছে আসেন যে তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ণ শত্রুভাবাপন্ন এবং তাকে একটি নতুন অন্তকরন দান করেন যা তাঁর জন্য মহব্বতে পরিপূর্ন তিনি এমন একজনকে অবনত করেন যে প্রকৃতিগত ভাবে একজন বিদ্রোহী এবং তার ভিতর

কাজ করেন তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ইচ্ছা করতে ও কাজ করতে। তাঁর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার দ্বারা তিনি একজন পাপীকে একজন ধার্মিকে পরিণত করেন, একজন শত্রুকে বন্ধুতে, একজন শয়তানের দাসকে খোদার সন্তানে পরিণত করেন। নিশ্চয় তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে, যখন তোমার সমস্ত করুণা ও মাবুদের আত্মা পরিদর্শন করে আমি হারিয়ে গেছি, ইহা দেখে অবাক হই বিস্ময়ে, মহব্বতে ও প্রশংসায়।

২। মাবুদ তাঁর মনোনীতদের উপর একটি শক্তিদানকারী প্রভাব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রেরিত মোনাজাত করেন ইফিষীয় ধার্মীকদের জন্য যাতে তাদের উপলব্ধির চোখ যেন আলোকিত হয়, এইজন্য যে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তারা যেন জানতে পারে "আমরা যাহারা বিশ্বাসী আমাদের অন্তরে তাহার কত বড় শক্তি কাজ করিতেছে।"(ইফি.১ঃ১৮), এবং যাতে "তাদের অন্তর পাক রূহের মধ্য দিয়া শক্তিশালী হয়।"(ইফি.৩ঃ১৬) এইভাবে-ই খোদার সন্তানদেরকে সক্ষম করা হয় বিশ্বাসের ভাল যুদ্ধ করার জন্য এবং প্রতিকুল শক্তি যা অনবরত তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তাদের নিজেদের কোন শক্তি নেই ঃ তারা "মেষ" ছাড়া কিছুই নয়। যত পশু আছে তাদের মধ্যে মেষই সবচেয়ে প্রতিরক্ষাহীন পশু , কিন্তু প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত "তিনি দূর্বলদের শক্তি দেন আর শক্তিহীনদের বল বাড়িয়ে দেন।"(যিশা.৪০ঃ২৯)

ইহা হল এই শক্তি দানকারী ক্ষমতা যা মাবুদ ধার্মিকদের ভিতরে ও উপরে প্রয়োগ করেন যা তাদেরকে সক্ষম করে অধিক গ্রহণ যোগ্য ভাবে তাঁর সেবা করতে। প্রাচীনকালের নবী বলেন, "সদা প্রভুর আত্মার দেওয়া শক্তিতে ন্যায়বিচারে ও সাহসে পূর্ণ হয়েছি।"(মীখা.৩ঃ৮)এবং আমাদের প্রভু তাঁর প্রেরিতদের বলেছিলেন "তবে পাক-রূহ তোমাদের উপর আসিলে পর তোমরা শক্তি পাইবে।"(প্রেরিত.১ঃ৮) এবং ইহা এইভাবে প্রমাণিত হয়েছিল , কারণ পরবর্তীতে একই লোক সম্পর্কে আমরা পড়ি, "প্রেরিতরা মহা শক্তিতে সাক্ষ্য দিতে থাকিলেন যে, খোদাবন্দ ঈসা মৃত্যু হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন।"(প্রেরিত.৪ঃ৩৩)

প্রেরিত পৌলের ক্ষেত্রেও ইহা এইরূপ ছিল, "আমার প্রচার ও আমার দেওয়া সংবাদের মধ্যে লোকদের ভাসাইয়া লইবার মত কোন জ্ঞান পূর্ণ যুক্তি তর্ক ছিল না, বরং পাক-রূহের শক্তিই তাহাতে দেখা গিয়াছিল।"(১কর.২ঃ৪)

কিন্তু এই ক্ষমতার কার্য পরিধি পরিচর্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কারণ আমরা ২পিতর.১ঃ৩-এ পড়ি, "যিনি তাঁহার মহিমা ও তাঁহার গুনদ্বারা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাঁহাকে গভীর ভাবে জানিবার মধ্য দিয়াই তাঁহার খোদায়ী শক্তি আমাদের এমন সমস্ত দান দিয়াছে যাহার দ্বারা আমরা খোদার প্রতি ভক্তিপূর্ন জীবন কাটাইতে পারি।" যেহেতু ইহা হল ঈমানদারদের চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার অনুগ্রহ "......... ,মহব্বত, আনন্দ, শক্তি , সহ্যগুন, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব , বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন।" স্বয়ং মাবুদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে নামকরন করা হয়েছে "আত্মার ফল"(গালা.৫ঃ২২)। তুলনা করুন ২কর.৮ঃ১৬।

৩। মাবুদ তাঁর মনোনীতদের উপর একটি দিক নির্দেশক প্রভাব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

পুরাতন নিয়মের সময় তিনি তাঁর লোকদেরকে মরুভুমির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার সময় তাদের পদক্ষেপকে দিনের বেলা মেঘের স্তম্ভ দ্বারা ও রাতের বেলা আগুনের স্তম্ভ দ্বরা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এবং আজকের দিনেও তিনি তাঁর ধার্মিকদেরকে দিক নির্দেশনা দেন, যদিও এখন বাহির থেকে নয় বরং ভিতর থেকে। "এই খোদাই আমাদের চিরকালের খোদা মৃত্যু পর্যন্ত পথ দেখিয়ে যাবেন।"(গীত.৪৮ঃ১৪) কিন্তু তিনি আমাদেরকে "দিক নির্দেশনা দেন" আমাদের মধ্যে কাজ করে যাতে আমরা তাঁর সুসন্তুষ্টির জন্য ইচ্ছা করি ও কাজ করি। তিনি যে আমাদেরকে এইভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তা স্পষ্ট ইফি.২ঃ১০ এর বর্ণনা হতে "আমরা খোদার হাতের তৈরী। মাবুদ মসীহ ঈসার সংগে যুক্ত করিয়া আমাদের নতুন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন, যেন আমরা তাহা করিয়া জীবন কাটাই।" এইভাবে গর্ব করার সমস্ত ভিত্তি দূর করা হয়েছে, এবং মাবুদ সমস্ত গৌরব পেয়ে থাকেন, কারণ নবীর সাথে আমাদেরকে বলতে হবে , "হে সদাপ্রভু, আমাদের জন্য তুমি শান্তি স্থাপন করবেঃ কারণ আমরা যা করতে পেরেছি তা সবই তুমি আমাদের জন্য করেছ।"(যিশাইয়.২৬ঃ১২)

তাহলে ইহা কত সত্য, "মানুষ মনে মনে তার পথ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করে, কিন্তু তার পায়ের ধাপ সদা প্রভুই পরিচালনা করেন।"(হিতো.১৬ঃ৯)
তুলনা করুণ গীত.৬৫ঃ৪, যিহি.৩৬ঃ২৭।
৪। মাবুদ তাঁর নিজেদের মনোনীতদের উপর একটি সংরক্ষনকারী প্রভাব প্রয়োগ করেন,
অনেক আয়াত এই আর্শীবান্বিত সত্য বর্ণনা করে। "তিনিই তো তাঁর ভক্তদের প্রাণ রক্ষা করেন, আর দুষ্টদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেন।"
(গীত.৯৭ঃ১০)
"সদা প্রভু ন্যায় বিচার ভালবাসেন, তাঁর ভক্তদের তিনি ত্যাগ করেন না। চিরকাল তাদের রক্ষা করা হবে, কিন্তু দুষ্টদের বংশধরদের ধ্বংস করা হবে।"
(গীত.৩৭ঃ২৮)
"সদাপ্রভুকে ভালবাসে তাদের সকলকে তিনি রক্ষা করেন, কিন্তু সব দুষ্টদের তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন।"(গীত.১৪৫ঃ২০)
এই মুহূর্তে লেখাকে অথবা যুক্তি-তর্ককে বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও বিশ্বস্ততার সম্পর্কে। আমরা টিকে থাকতে পারি না যদি না মাবুদ আমাদের রক্ষা করেন, যদি তা না হয় তবে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি যখন খোদা নিঃশ্বাস প্রদান বন্ধ করে দেন "তোমরা পূর্ণ উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত খোদার শক্তিতে ঈমানের মধ্য দিয়া তোমাদের নিরাপদে রক্ষা করা হইতেছে।শেষ সময়ে প্রকাশিত হইবার জন্য পূর্ণ উদ্ধারের আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে।"(১পিতর.১ঃ৫)
১বংশা.১৮ঃ৬ এর সাথে তুলনা করুণ, এখন ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

দুষ্টদের সাথে খোদার আচরণ পদ্ধতি:

অমনোনীতদের সাথে খোদার রাজকীয় আচরণের বিষয়ে গভীর ভাবে
চিন্তা কবলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি চার প্রকার প্রভাব বা শক্তি তাদের উপর প্রয়োগ করেন
আমরা ডঃ রাইস এর প্রস্তাবিত শ্রেণী বিভাগ অবলম্বন করব।

১। মাবুদ মাঝে মাঝে দুষ্টদের উপর দমনকারী প্রভাব প্রয়োগ করেন যা তাদেরকে থামিয়ে দেয় সাধারণ ভাবে তারা যা করতে ইচ্ছুক তা হতে।
এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গরার রাজা অবিমেলক এর মাঝে। ইব্রাহিম গরার শহরে আসলেন, এবং ভীত ছিলেন পাছে তাকে তার স্ত্রীর জন্য হত্যা করা হয়, তিনি স্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন তার বোন বলে পরিচয় দেবার জন্য। শায়েরাকে অবিবাহিতা স্ত্রীলোক মনে করে অবিমেলক তাকে তার কাছে নিয়ে আসলেন, এবং তারপর আমরা জানি মাবুদ কিভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে শায়েরার সম্মান রক্ষা করেছিলেন "খোদা স্বপ্নের মধ্যেই তাকে বললেন, হ্যাঁ, আমি জানি তুমি সরল মনেই এই কাজ করেছ। আমি তোমাকে সেই জন্যই তাকে ছুঁতে দেই নি এবং আমার বিরুদ্ধে পাপ কাজ থেকে তোমাকে ঠেকিয়ে রেখেছি।"(আদি.২০ঃ৬) মাবুদ কি বাধা দেন নি, অবিমেলক হয়ত মারাত্নকভাবে শায়েরার প্রতি অন্যায় করত কিন্তু মাবুদ তাকে থামিয়ে দিয়েছেন এবং তার অন্তরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে দেননি।
একই ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইউসুফের প্রতি তার ভাইদের আচরনে ইউসুফের প্রতি ইয়াকুবের পক্ষপাতিত্বের জন্য তার ভাইয়েরা তাকে "ঘৃনা করত" এবং যখন তারা ভাবল তাকে তাদের হাতের মোঠোয় পেয়েছে, "তারা ষড়যন্ত্র করল তার বিরুদ্ধে তাকে হত্যা করতে।" (আদি.৩৭ঃ১৮)। কিন্তু মাবুদ অনুমোদন করেনি তাদের মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য। প্রথমতঃ তিনি রুবেনকে স্পর্শ করলেন তাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করতে, এবং অতপর এহুদাকে দিয়ে প্রস্তাব করালেন তাকে পথযাত্রী ইসমায়েলীয়দের কাছে বিক্রি করে দিতে, যারা তাকে মিশর দেশে নিয়ে গেল। মাবুদ যে তাদেরকে এইভাবে বিরত করেছিলেন তা স্পষ্ট হয় ইউসুফের নিজের কথা থেকে, যখন কয়েক বছর পর নিজের পরিচয় ভাইদের কাছে দিয়েছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, "তোমরা আমাকে এখানে পাঠাও নি, খোদাই পাঠিয়েছেন।"(আদি.৪৪ঃ৮)
দমনকারী প্রভাব যা মাবুদ দুষ্টদের উপর প্রয়োগ করেন এর চমৎকার দৃষ্টান্ত বালামের ব্যক্তিত্বে , যে নবীকে বালাক ভাড়া করেছিল ইস্রায়েলীদেরকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য। কেহ অনুপ্রাণিত বর্ণনা পড়তে পারে না তাকে যা দেয়া হয়েছে তা আবিষ্কার করা ব্যতীত বালাম অবশ্যই এবং আগ্রহসহকারে বালাকের প্রস্তাব গ্রহণ

করেছেন। কত স্পষ্টভাবে মাবুদ তাঁর অন্তরের আবেগকে দমন করেছেন তা দেখা যায় তার নিজের স্বীকারোক্তি থেকে “খোদা যাদের কোন অভিশাপ দেন নি, কেমন করে আমি তাদের অভিশাপ দেব? সদাপ্রভু যাদের বিরুদ্ধে অমংগলের কথা বলেননি, কেমন করে আমি তাদের বিরুদ্ধে অমংগলের কথা বলব? আমি আর্শীবাদ করার জন্য আদেশ পেয়েছি। তিনি ইস্রায়েলকে আর্শীবাদ করেছেন আমি তা বদলাতে পারি না।”(গুননা.২৩ঃ৮,২০) মাবুদ দমন কারী প্রভাব শুধুমাত্র প্রত্যেক দুষ্ট লোকের উপর প্রয়োগ করেন না কিন্তু সমস্ত জাতির উপরও করেন। ইহার একটি উল্লেখ যোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাত্রা.৩৪ঃ২৪-এ “দেশের ভিতরকার সব জাতীকেই আমি তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেব এবং তোমাদের দেশের সীমানা বাড়িয়ে দেব। বছরে তিনবার করে যখন তোমরা তোমাদের মাবুদ সদা প্রভুর সামনে উপস্থিত হবার জন্য যাবে তখন কেউ তোমাদের জায়গা-জমির উপর লোভ করবে না।” উপরের আয়াত থেকে আমরা জানি যে বছরে তিনবার প্রত্যেক ইস্রায়েলী পুরুষ তাদের বাড়ী ও সম্পত্তি ছেড়ে খোদার আদেশে জেরুজালেম যেত খোদার উদ্দেশ্যে ঈদপালনের জন্য। মাবুদ তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেন যখন তারা জেরুজালেম থাকবে তিনি তাদের অরক্ষীত বাড়ী পাহাড়া দিবেন তাদের অধার্মিক প্রতিবেশিদের আগ্রাসী পরিকল্পনা এবং আকাংখা দমন করে।

২। মাবুদ মাঝে মাঝে দুষ্টদের উপর কোমলকারী প্রভাব প্রয়োগ করেন তাদেরকে ইচ্ছুক করতে , যা তাদের প্রকৃতিগত প্রবণতার বিরুদ্ধে , তা করতে তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য।

আমরা উপরের ইউসুফের ইতিহাসের উল্লেখ করব একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে যেখানে মাবুদ কোমলকারী প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন দুষ্টদের উপর আসুন আমরা এখন লক্ষ্য করি মিশরে তার অভিজ্ঞতাকে আমাদের উক্তির উদাহরণ হিসাবে যে মাবুদ অধার্মিকদের উপর কোমলকারী প্রভাব প্রয়োগ করেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে যখন তিনি পোটিফরের বাড়ীতে ছিলেন, তার মালিক দেখল মাবুদ তার সাথে আছেন এবং এর ফলে সদা প্রভু যে তার হাতের সমস্ত কাজই সফল করে তুলছেন তা তার মনিবের চোখ এড়ালো না তাতে ইউসুফ তার সুনজরে পড়লেন

এবং তিনি তাকে তার ব্যক্তিগত সেবাকারী করে নিলেন। তার ঘর সংসার ও বিষয় সম্পত্তির দেখা শোনার ভারও তিনি তার উপর দিলেন।(আদি.৩৯ঃ৩,৪) আমাদেরকে বলা হয়েছে পরবর্তীতে যখন তাকে অন্যায়ভাবে জেলে নিক্ষেপ করা হল, “কিন্তু জেলের মধ্যেও সদাপ্রভু ইউসুফের সংগে ছিলেন। তিনি তার প্রতি বিশ্বস্ত রইলেন এবং এমন করলেন যাতে ইউসুফ প্রধান জেলরক্ষকের সুনজরে পড়েন।”

(আদি.৩৯ঃ২১)

এবং এর ফলে জেল রক্ষক তার প্রতি অনেক দয়া ও সম্মান প্রদর্শন করল। শেষ পর্যন্ত, তার জেল থেকে ছাড়া পাবার পর, আমরা প্রেরিত৭ঃ১০-এ দেখতে পাই “ইহা ছাড়া মাবুদ ইউসুফকে জ্ঞান দান করিলেন এবং মিসরের রাজা ফেরাউনের সুনজরে আনিলেন। সেইজন্য, ফেরাউন তাহাকে মিশরের শাসনকর্তা ও নিজের বাড়ীর কর্তা করিলেন।”এইরকম আকর্ষণীয় সাক্ষ্য হল খোদার ক্ষমতা কিভাবে শত্রুদের অন্তকরন নরম করেন শিশু মুসার প্রতি ফেরাওনের মেয়ের আচরন। ঘটনাটি সুপরিচিত। ফেরাউন একটি আদেশজারী করেছিলেন প্রতিটি ইস্রায়েলীয় পুরুষ শিশু ধ্বংস করার জন্য। একজন লেবিয়ের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করেছে যাকে তিন মাস ধরে তার মা লুকিয়ে রেখেছেন। যখন শিশু মোসাকে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন নৌকাতে করে তাকে নদীর কিনারায় পানিতে রেখে আসলেন। আর কেউ নয় স্বয়ং রাজার মেয়ে যে নদীতে গোসল করতে এসেছিল ছোট নৌকাটি দেখতে পেল, তার পিতার মন্দ আদেশের প্রতি কর্ণপাত করার এবং শিশুটিকে পানিতে ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, “ছেলেটির উপর রাজ কন্যার খুব মায়া হল।”(যাত্রা.২ঃ৬) ফলে, ছোট জীবন রক্ষা পেল , এবং পরবর্তীতে মুসাই এই রাজকন্যার দত্তক পুত্রে পরিণত হল। সমস্ত মানুষের অন্তরে খোদার প্রবেশ করার ক্ষমতা আছে এবং কোন অন্তকরন কোমল করতে পারেন তাঁর স্বাধীন ইচ্ছানুসারে। অপবিত্র ইয়াসো তার ভাই এর উপর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিল কারণ সে তার বাবার সাথে প্রতারণা করেছিল তথাপি পরবর্তীতে সে যখন ইয়াকুবের সাথে মিলিত হল, তাকে হত্যা করার পরিবর্তে “তখন ইয়াসো তার কাছে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রাখলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন।”(আদি.৩৩.৪) ঈষেবলের দূর্বল

ও দুষ্ট স্বামী নবী এলিয়ের উপর ভীষণ রাগাণ্বিত ছিল , যার কথায় আকাশ সারে তিন বছর বন্ধ ছিল, তার প্রতি এত রাগাণ্বিত ছিল যে সে তাকে তার শত্রু বলে মনে করত এবং তার খোঁজ করেছে প্রতিটি জাতীতে ও দেশে এবং যখন তাকে খোঁজে পেল না,"সে একটি পতিজ্ঞা করল ।"(১রাজা.১৮ঃ১০) তথাপি যখন তারা মিলিত হল, আহাব নবীকে হত্যা করার পরিবর্তে তার আদেশ পালন করল এবং "তখন আহাব ইস্রায়েলের সব জায়গায় খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং কর্মিল পাহাড়ে ঐ নবীদের জড়ো করলেন।"(আয়াত.২০) আবার, ইহুদী ইষ্টের শ্রদ্ধাভাজন পারস্যের রাজার সাক্ষাৎ কক্ষে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত, তিনি বলেছিলেন, "যদিও তা আইনের বিরুদ্ধে হয় তবুও আমি রাজার কাছে যাব।"(ইষ্টের৪ঃ১৬) তিনি এই আশা মনে নিয়ে গিয়েছিলেন যে "ধ্বংস হবেন" কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছে, "তিরি রানী ইষ্টরকে দরবারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার উপর খুশি হয়ে তার হাতের সোনার রাজদন্ডটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তখন ইষ্টের এগিয়ে গিয়ে সেই রাজদন্ডের আগাটা ছুঁইলেন।"(ইষ্টের.৫ঃ২)

তথাপি আবার, যুবক দানিয়েল পরদেশে বন্দি অবস্থায়। রাজা দানিয়েল ও তার সঙ্গীদের জন্য প্রতিদিনের আহারের জন্য মাংস ও পানীয় যোগান দিতেন। কিন্তু দানিয়েলের অন্তরে ছিল সে সববরাহকৃত খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা নিজেকে অপবিত্র করবে না এবং তার ফল শ্রুতিতে সে তার মনিবের নিকট, প্রধান রাজকর্মচারী তার উদ্দেশ্য জানাল। কি ঘটল? তার মনিব ছিল অধার্মিক এবং রাজাকে ভয় করত। তখন কি সে রাগাণ্বিত হয়ে দানিয়েলকে বলেছিল তার আদেশ দ্রুত পালন করতে হবে? না, কারণ আমরা পড়ি, "মাবুদ সেই রাজকর্মচারীর মনে দানিয়েলের জন্য দয়া ও মমতা দিলেন।"(দানিয়েল১ঃ৯)

"সদা প্রভুর হাতে রাজার অন্তর জলের স্রোতের মত, সদাপ্রভু যেখানে চান সেখানে তাকে চালান।"(হিতো.২১ঃ১) এর একটি উল্লেখ যোগ্য দৃষ্টন্ত পারস্যের পৌওলিক রাজা কোরাসের মধ্যে দেখা যায়, খোদার লোকেরা বন্দি দশায় ছিল, কিন্তু তাহাদের পূর্বনির্ধারিত বন্দিদশার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে জেরুজালেমের ইবাদতখানা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ইহুদীরা ছিল দূরবর্তী একটি দেশে। তাহলে খোদার গৃহ পুণঃ নির্মানের কি আশা ছিল? এখন

লক্ষ্য করুন মাবুদ কি করেছিলেন, "যিরমিয়ের মধ্য দিয়ে বলা সদাপ্রভুর বাক্যপূর্ণ হবার জন্য পারস্যের রাজা কোরসের রাজত্বের প্রথম বছরে সদা প্রভু কোরসের অন্তরে এমন ইচ্ছা দিলেন যার জন্য তিনি তার সমস্ত রাজ্য মৌখিকভাবে ও লিখিত ভাবে এই ঘোষনা দিলেন, "পারস্যের রাজা কোরস এই কথা বলছেন, "বেহেস্তের খোদা সদাপ্রভ পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দিয়েছেন এবং যিহূদা দেশের জেরুজালেমে তাঁর জন্য একটা ঘর তৈরী করবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।"(ইষ্রা.১ঃ১,২)

ইহা স্মরন রাখা দরকার যে কোরাস মূর্তিপূঁজারী ছিল, এবং জাগতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে খুবই মন্দ লোক তথাপি মাবুদ তার অন্তরকে স্পর্শ করলেন এই আদেশ জারী করার জন্য যে সত্তর বছর পূর্বে যিরমিয়ের মধ্য দিয়া ঘোষিত তার কথা যেন পূর্ণ হয়। একই রকম আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইষ্রা.৭ঃ২৭-এ যেখানে আমরা ইষ্রার পুণঃ ধন্যবাদ দেখতে পাই খোজা রাজা অর্তক্ষস্তকে দিয়ে তাঁর গৃহের নির্মান সম্পন্ন করালেন এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করালেন, যা কোরাস পূণঃনির্মান করেছিলেন। "আমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ সদাপ্রভুর গৌরব হোক। জেরুজালেমের সদা প্রভুর ঘরের প্রতি এইভাবে সম্মান দেখাবার মনোভাব তিনিই রাজার অন্তরে জাগিয়েছেন।"(ইস্রা.৭ঃ২৭)

৩। মাবুদ কোন সময় দুষ্টদের উপর একটি দিক নির্দেশক প্রভাব প্রয়োগ করেন যাতে তাদের মন্দ পরিকল্পনা থেকে ভাল ফল আসে।

আবারও আমরা ইউসুফের ইতিহাসের উল্লেখ করব বিষয়টি পর্যবেক্ষনের জন্য। ইউসুফকে ইসমায়েলীয়দের কাছে বিক্রিতে তার ভাইয়েরা নির্দয় ও নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে ধ্বংস করে ফেলা, এবং এই ভ্রমনকারী ব্যবসায়ীরা তাদের জন্য একটি সহজ পথ প্রস্তুত করে দিল। তাদের কাছে কাজটি মহান যুবককে কৃতদাস বানিয়ে লাভ করা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। কিন্তু এখন পর্যবেক্ষন করুন মাবুদ কিভাবে গোপনে কাজ করতে ছিলেন এবং তাদের মন্দ কাজ কর্মকে পরাজিত করেছিলেন। তত্ত্বাবধানকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল যে ভ্রমনকারী ইসমায়েলীয়রা সঠিক সময়ে ঐখানে উপস্থিত

হল ইউসুফের হত্যা প্রতিহত করার জন্য কারণ তার ভাইয়েরা ইতিমধ্যেই পরামর্শ করে ছিল তাকে হত্যা করার জন্য। তাছাড়া , এই ইসমায়েলীয়রা মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল, যে দেশে মাবুদ ইউসুফকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তিনি স্থির করেছিলেন যে তারা ইফসুফকে ক্রয় করবে, তখন তারা তাকে ক্রয় করেছিল। এই ঘটনার উপর মাবুদের হাত ছিল, ইহা সৌভাগ্য বশত এক ইসাথে ঘাটে গেছে এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু, যা স্পষ্ট কয়েক বছর পর তার ভাইদের প্রতি তার কথা থেকে, "পৃথিবীতে বিশেষ করে তোমাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এবং ধ্বংসের হাত থেকে আশ্চার্যভাবে উদ্ধার করে তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবার জন্য মাবুদ-ই তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"(আদি৪৫ঃ৭)

মাবুদ দুষ্টদেরকে দিক নির্দেশনা দেন এমন আর একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যিশাইয়.১০ঃ৫-৭-তে "ধিক আসিরিয়া আমার ক্রোধের গদা। আমি তাকে মাবুদের প্রতি ভক্তিহীন একজাতির বিরুদ্ধে পাঠাচ্ছি এবং যারা আমার ক্রোধ জাগিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পাঠাচ্ছি যেন সে লুট করতে ও কেরে নিতে পারে আর রাস্তার কাঁদার মত করে তাদের পায়ে মাড়াতে পারে। কিন্তু আসিরিয়ার উদ্দেশ্য তা নয় তার পরিকল্পনা অন্য রকম তার উদ্দেশ্য তিনি যে ভাবে সমস্ত কিছু স্থির করেছেন ধ্বংস করা আর অনেক জাতিকে শেষ করে দেওয়া।" আসিরিয়ার রাজা পরিকল্পনা করেছিল বিশ্ব বিজয়ী হবার, "অনেক জাতিকে ধ্বংস করা"। কিন্তু মাবুদ তার সেনাবাহিনীর লোভ ও আকাংখাকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালিত করেছিলেন এবং এই সময় তাকে অখ্যাত ইস্রায়েল জাতিকে জয় করার প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করলেন। এইরকম কাজের কথা অহংকারী রাজার অন্তরে ছিল না "তিনি এই রকম ভাবেন নাই" কিন্তু মাবুদ তাকে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন এবং সে ইহা সম্পাদন করা ব্যতীত আর কিছুই করতে পারে না। আরও তুলনা করুন বিচার .৭ঃ২২। মাবুদ যে দুষ্টদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রনকারী, দিক নির্দেশক প্রভাব প্রয়োগ করেন এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরন হল মসীহের ক্রোস ইহার সমস্ত উপস্থিত পরিস্থিতি সহ। যদি কখনও খোদার সর্বোচ্চ পরিকল্পনার ত্বাবধানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তবে ইহা ছিল ঐখানে। মাবুদ অনন্তকাল ধরে ঐঘটনার সমস্ত ঘটনা সমূহ বিস্তারিতভাবে স্থির করে রেখেছেন। কোন কিছুই দৈবক্রমে বা মানুষের

খামখেয়ালীর বিষয় ছিল না। মাবুদ ঘোষনা করেছেন তাঁর আর্শীবাণ্বিত পুত্র কখন, কোথায় ও কিভাবে মৃত্যু বরণ করবেন। ক্রোসে বিদ্ধ করনঃ সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পনা করেছেন তার অধিকাংশই তিনি তিনি পুরাতন নিয়মের নবীগণের মাধ্যমে অবহিত করেছেন,এই সমস্ত ভাববনীর সঠিক ও সরাসরি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণিত ও সম্পূর্নভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যে মাবুদ দুষ্টদের উপর তার নিয়ন্ত্রনকারী ও নির্দেশক প্রভাব প্রয়োগ করেন। মাবুদ যে ভাবে স্থির করেছেন ঐভাবে ব্যতীত একটি কাজও সংগঠিত হয়নি। এবং কিতাবে অবগত করানো হয়েছে উদ্দেশ্য অনুসারে সমস্ত কিছু সংঘটিত হয়েছে। ইহা কি ঘোষিত হয়েছে যে তাঁর-ই একজন শিষ্য কর্তৃক নাজাতদাতা প্রতারিত হবেন তাঁর পরিচিত বন্ধু কর্তৃক দেখুন গীত.৪১ঃ৯ এবং মথি.২৬ঃ৫০এর সাথে তুলনা করুন? তাহলে শিষ্য এহুদাই সেই জন যে তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল যে বিশ্বাস ঘাতক তার করুণ বিশ্বাসভঙ্গের কারণে ত্রিশটি রূপার মুদ্রা পাবে? তাহলে কি প্রধান ইমামগণ তাকে সেই একই পরিমাণ টাকা দিতে রাজী হয়েছিল? ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল যে ঐ বিশ্বাস ভঙ্গের দাম একটি নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হবে, প্রধানতঃ কুমারের জমি ক্রয়ে? তারপর মাবুদের হাত এহুদাকে পরিচালিত করে ঐ টাকাগুলো প্রধান ইমামদের কাছে ফিরিয়ে দিতে, এবং একইভাবে তাদের "পরামর্শকে" পরিচালিত করেন (মথি.২৭ঃ৭) যাতে তারা ঠিক সেই কাজটি-ই করে। ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল যে ঐখানে তারা থাকবে যারা আমাদের নাজাতদাতার বিরুদ্ধে "মিথ্যা সাক্ষ্য" দিয়েছিল (গীত.৩৫ঃ১১)? তাহলে ঐ অনুসারে তাদের তৈরী করা হয়েছিল। ইহা কি ঘোষনা করা হয়েছিল যে গৌরবের প্রভুর উপর "থুথু ফেলা হবে এবং চাবুক মারা হবে" (যিশাইয়া.৫০ঃ৬)? তবে ঐখানে এমন কাউকে পাওয়া যেত না যারা এত দুষ্ট যে এই রকম করতে ইচ্ছুক। ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল যে নাজাতদাতাকে অপরাধীদের মধ্যে গুনা হবে? তখন পিলাত নিজের অজ্ঞতায়, মাবুদ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে তাঁকে দু'জন চোরের সাথে ক্রোসে বিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিল। ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল , যখন তিনি ক্রোসে বিদ্ধ অবস্থায় থাকবেন তাকে তেতু মিশানো সিরকা পান করতে দেওয়া হবে? তখন খোদার প্রতিটি ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হয়েছিল ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল যে নির্দয় সৈনিকরা তাঁর

পোশাক নিয়ে জোয়া খেলবে? ইহা অবশ্যই নিশ্চিত যে তারা ঠিক ঐ কাজটিই করেছিল। ইহা কি ঘোষিত হয়েছিল যে তাঁর একটা হাড়ও ভাংগা হবে না (যাত্রা.১২:৪৬, গণনা .৯ঃ১২)? তখন খোদার নিয়ন্ত্রনকারী হাত রোমান সৈন্যদের দিয়ে চোরদের পা ভাঙ্গতে বাধ্য করেছিল, তাদেরকে কে প্রতিহত করেছিল আমাদের প্রভুর প্রতি একই রকম করতে। হায়! সমস্ত রোমীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে কি যথেষ্ট সৈনিক ছিল না, শয়তানের রাজত্বে কি যথেষ্ট ভুত ও ছিল না, মসীহের দেহের একটি হাঁড় ভেংগে দেবার জন্য। এবং কেন? কারণ সর্বশক্তিমান মাবুদ ঘোষনা করেছেন যাতে তাঁর দেহের একটি হাড়ও ভাংগা না হয়। আমাদের কি দরকার আছে এই অনুচ্ছেদটি আরও বাড়ানোর? ক্রোসে বিদ্ধ করণ ঃ সম্পর্কে কিতাবে ভাবষ্যদ্বানী করা হয়েছে ইহার সমস্ত কিছুর যথাযথ ও সরাসরি বাস্তবায়ন কি সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে প্রদর্শন করে না যে ঐ দিনে যা কিছু করা হয়েছে তার সব কিছু সর্বশক্তিমানের শক্তি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ও পর্যবেক্ষন করেছেন?

৪। মাবুদ দুষ্টদের অন্তর কঠিন করে দেন এবং তার মন অন্ধ করে দেন।

"খোদা মানুষের অন্তরকে কঠিন করেন। খোদা মানুষের মনকে অন্ধ করে দেন।" হ্যাঁ, কিতাব এভাবেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে। কর্মে খোদার কর্তৃত্ব এই ভাবটার উন্নয়নে আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, আমরা সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ অংশে পৌঁছে গেছি, এবং এখানে বিশেষ করে আমাদের সত্যিই পবিত্র কালামের খুব কাছে থাকতে হবে। মাবুদ নিষেধ করেন আমরা যেন তাঁর বাক্যের এক বিন্দু বাহিরে না যাই, কিন্তু তিনি যেন আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন তাঁর কালাম যতটুকু যায় ততটুকু যেতে। ইহা সত্য যে গোপন সমস্ত কিছু খোদার অধীন, কিন্তু ইহাও সত্য যে যেমস্ত জিনিস কিতাবে প্রকাশিত তা আমাদেরও আমাদের সন্তানদের জন্য। "তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে তিনি শত্রুদের অন্তরে ঘৃণা জাগিয়ে দিলেন, তাতে তারা দাসদের সংগে চালাকি খাটিয়ে চলতে লাগল।"(গীত.১০৫ঃ২৫) এখানে এই পদ্ধতি ইয়াকুবের বংশধরদের মিশরে প্রবাস প্রসঙ্গে, ফেরাওন যে আদি পিতা ও তার পরিবারকে এখানে স্বাগতম জানিয়ে ছিল তার মৃত্যুর পর যখন "একজন

নতুন রাজার আগমন ঘটল সে ইউসুফকে জানত না।" তার রাজত্ব কালে ইস্রায়েলের সন্তানেরা "ব্যাপক ভাবে বুদ্ধি পেতে লাগল" এবং তারা সংখ্যায় মিশরীয়দের ছাড়িয়ে গেল, তখন মাবুদ-ই "তাঁর লোকদের প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণা জাগিয়ে তুললেন"
মিশরীয়দের "ঘৃণার" পরিনাম ভাল জানা আছে, তারা তাদেরকে নিঃষ্ঠুর চুক্তিতে আবদ্ধ করল, এবং তাদের নিঃর্দয় কাজের পাহাড়াদারদের অধীন রাখাল, যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের কাজের পরিমান অসহনীয় হয়ে পড়ল। অসহায় ও দুঃখী ইস্রায়েলীয়রা জেহোভার নিকট চিৎকার করতে শুরু করল এবং তাদের কান্নার জবাবে তিনি মুসাকে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে নিয়োজিত করলেন। মাবুদ নিজেকে তাঁর পছন্দকৃত গোলামের নিকট প্রকাশ করলেন, তাকে অনেক অনেক আশ্চার্য কাজের চিহ্ন দিলেন যা তিনি মিশরীয় আদালতের সামনে প্রদর্শন করবেন, এবং তাকে আদেশ করলেন ফেরাওনের কাছে যাবার জন্য এবং দাবী জানাতে যে ইস্রায়েলীয়দেরকে মরুভূমিতে তিন দিনের ভ্রমনে যেতে দিতে হবে, যাতে তারা খোদার ইবাদত করতে পারে। কিন্তু মুসা তার ভ্রমন শুরু করার পূর্বে মাবুদ তাকে ফেরাওন সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন, "কিন্তু আমি তার মন এমন কঠিন করে দেব যার ফলে সে লোকদের যেতে দেবে না।"(যাত্রা.৪ঃ২১)
যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেন মাবুদ ফরৌনের মন কঠিন করে দিলেন? কিতাব কর্তৃক যে জবাব দেওয়া হয় তা হল, "যাতে মাবুদ তার উপর তাঁর ক্ষমতা প্রর্দশন করতে পারেন" (রোম.৯ঃ১৭) অন্যকথায়, মাবুদ যাতে তাঁর গৌরব প্রদর্শন করতে পারেন এই অহংকারী ও শক্তিশালী রাজাকে পরাজিত করে। যদি এই বিষয়ের উপর আরো জোর দেওয়া হয় , মাবুদ কেন এই পন্থা বেছে নিলেন তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য? তবে উত্তর অবশ্যই হবে যে মাবুদ যেহেতু স্বাধীন তাঁর অধিকার আছে যেভাবে ইচ্ছা ঐভাবে কাজ করার।
আমাদেরকে শুধু বলা হয়নি যে মাবুদ ফেরাওনের অন্তর কঠিন করেছেন যাতে সে ইস্রায়েলীয়দেরকে যাবার অনুমতি না দেয়, কিন্তু মাবুদ যখন তার দেশে ভয়ংকর মহামারী পাঠালেন তখন সে অইচ্ছাকৃত ভাবে একটি সীমিত অনুিমতি প্রদান করল, সমস্ত প্রথম সন্তান মারা যাবার পর ইস্রায়েল সত্যিই দাসত্বের ভূমি ত্যাগ করল, এবং মাবুদ মুসাকে বললেন, "কিন্তু আমি মিশরীয়দের মন এমন কঠিন

করব যে, তারা ইস্রায়েলীয়াদের পিছনে পিছনে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে যাবে। এতে ফরৌনও তার সমস্ত সৈন্যদল, রথ ও ঘোড় সওয়ার আমার গৌরব প্রকাশের উপায় হবে। তা দেখে মিশরীয়রা বুঝতে পারবে যে, আমিই সদপ্রভু।"(যাত্র.১৪ঃ১৭,১৮) একই জিনিস ঘটে ছিল হিষবোনের রাজা সীহোনের ক্ষেত্রে , ঐ সমস্ত রাজ্যের ভিতর দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে যেতে হয়েছিল। যখন তাদের ইতিহাসের পুণঃ পর্যবেক্ষনে মুসা লোকদের বলেছিল, "কিন্তু হিষবোনের রাজা সীহোন তাতে রাজী হলেন না। তোমাদের মাবুদ সদা প্রভু তার মন কঠিন করেছিলেন ও অন্তর একগুয়ে মিতে ভরে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তোমাদের হাতে পড়েন, আর এখন তা-ই ঘটেছে।"
(দ্বিতীয়.২ঃ৩০)
ইস্রায়েলীয়রা কেনান দেশে প্রবেশের পরও এই রকম ঘটেছিল। আমরা পড়ি, "একমাত্র গিবিয়োনের বাসিন্দা হিব্বীয়েরা ছাড়া আর কোন শহরের লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের সংগে সন্ধি করে নি, ইস্রায়েলীয়রা যুদ্ধ করে তাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিল। সদাপ্রভু ঐ সব লোকের মন কঠিন করে দিয়েছিলেন যাতে তারা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর তাতে তারা যেন ধ্বংসের অভিশাপের অধীন হয় এবং কোন রকম দয়া না পেয়ে মারা যায়। এই আদেশই সদাপ্রভু মুসাকে দিয়ে ছিলেন।"
(যিহোশূয়.১১ঃ১৯,২০)
অন্যান্য আয়াত হতে আমরা জানতে পারি কেন মাবুদ কেনানীয়দের "সম্পুর্নভাবে ধ্বংস করতে" মনস্থির করেছিলেন ইহা তাদের ভীষন মন্দতা ও দুষনের জন্য।
এই পবিত্র সত্যের প্রকাশ শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা ইহো.১২ঃ৩৭-৪০-এ পড়ি, "যদিও তিনি তাহাদের সামনে চিহ্ন হিসাবে এতগুলি আশ্চার্য কাজ করিয়াছিলেন তবুও লোকেরা তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। ইহা হইয়াছিল যেন নবী ইশায়ার এই কথা পূর্ন হয় যে "প্রভুকে আমাদের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়াছে? আর কাহার নিকট প্রভুর শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে?" সেই লোকেরা এই জন্যই ঈমান আনিতে পারে নাই, কারণ ইশায়া যেমন বলিয়াছেন সেই অনুসারে "মাবুদ তাহাদের চোখ অন্ধ করিয়াছেন আর অন্তর অসার করিয়াছেন যাহাতে তারা চোখ দিয়া না দেখে ও অন্তর দিয়া না বুঝে। আর ভাল

হইবার জন্য তাহার নিকট আর ফিরিয়া না আসে ।" এখানে ইহা যত্নের সহিত লক্ষ্য করা দরকার যে যাদের চোখ মাবুদ "অন্ধ করে দিয়েছেন" এবং যাদের অন্তর তিনি "কঠিন করে দিয়েছেন" তারা হল যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আলোকে ঘৃণা করেছে, এবং খোদার পুত্রের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
একইভাবে আমরা ২থিষল.২ঃ১১,১২তে পড়ি "এই জন্য, মাবুদ তাহাদের নিকটে এমন এক শক্তি পাঠাইবেন যাহা তাহাদের ভুল পথে লইয়া যাইবে, যেন তাহারা মিথ্যা বিশ্বাস করে। ফলে যাহারা সত্যের উপর ঈমান না আনিয়া অন্যায় কাজে আনন্দ পাইয়াছে, তাহাদের সকলকে বিচারে দোষী বলিয়া ধরা হইবে।"
এই আয়াতের বাস্তবায়ন এখনও ভবিষ্যতের অধীন। মাবুদ পুরাতন নিয়মের ইহুদীদের প্রতি যা করেছিলেন তিনি একই জিনিস করতে যাচ্ছেন ঈমানদার বিশ্বের জন্য। মসীহের সময় যেমন ইহুদীরা তাঁর সাক্ষ্যকে ঘৃণা করেছে, এবং এর ফলে "অন্ধে পরিণত হয়েছে" একই ভাবে একটি দোষী ঈমানদার সমাজ যা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য একটি "শক্তিশালী বিভ্রান্তি" কে পাঠিয়েদিবেন যাতে তারা মিথ্যাকে বিশ্বাস করে।
মাবুদ কি সত্যিই বিশ্বকে শাসন করেছেন? তিনি কি মানব গ্রোত্রের উপর শাসন পরিচালনা করতেছেন? মানব জাতীর উপর তার রাজকীয় প্রশাসনের কার্যসাধন প্রনালী কি? কতটুকু এবং কিসের মাধ্যমে তিনি মনুষ্য পুত্রের নিয়ন্ত্রন করে থাকেন?
মাবুদ কিভাবে তাঁর প্রভাব দুষ্টদের উপর প্রয়োগ করেন, ইহা দেখে যে তাদের অন্তর তাঁর প্রতি শত্রুতায় পূর্ণ। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা কিতাব থেকে অনুসন্ধান করেছি এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশগুলিতে। তাঁর নিজের মনোনীতদের উপর তিনি একটি জাগ্রতকারী একটি শক্তিদানকারী, একটি দিক নির্দেশক এবং একটি সংরক্ষনকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন দুষ্টদের উপর মাবুদ একটি দমনকারী, নম্রতা দানকারী দিক নির্দেশক এবং কঠিন তা দানকারী এবং অন্ধতা দানকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাঁর অনন্ত জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের মন্ত্রনা অনুসারে তাঁর অনন্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। খোদার আদেশ বাস্তবায়িত হয়। তিনি যা নির্ধারণ করেছেন তা সম্পাদিত হবেই। মানুষের মন্দতার সীমা নির্ধারিত। মন্দকাজের সীমাও মন্দ লোকের সীমা স্বগীয় ভাবে সীমিত এবং তা অতিক্রম করা

যাবে না। যদিও অনেকে এই বিষয়ে অজ্ঞ, সমস্ত মানুষ ভাল কি মন্দ সম্পূর্নরূপে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের বিচার ও শাসনের অধীন “হাল্লেলূইয়া! আমাদের শর্বশক্তিমান প্রভু মাবুদ রাজত্ব করিতে শুরু করিয়াছেন।”(প্রকা.১৯ঃ৬)মাবুদ সবার উপর রাজত্ব করেন।

অধ্যায়-৭

মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও মানুষের ইচ্ছা

“মাবুদ তোমাদের অন্তরে এমন ভাবে কাজ করিতেছেন যাহার ফলে তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন, সেই রকম কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তোমাদের হয়।”(ফিলি.২ঃ১৩)

পতিত মানুষের ইচ্ছার প্রকৃতি ও ক্ষমতা নিয়ে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় ধরনের দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি হয় এবং এমন কি অনেক খোদার সন্তানদের দ্বারাও ভ্রান্তি জনক দৃষ্টি-ভঙ্গি ধারণ করা হয়। এখন যে জনপ্রিয় ধারণা অতিপ্রচলিত এবং যা অধিকাংশ পুলপিট থেকে শিক্ষা দেয়া হয় তাহল মানুষের একটি স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং কোন পাপীর কাছে নাজাত আসে তার ইচ্ছা ও পবিত্র আত্মার যৌথ কাজের মাধ্যমে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করা, তার ক্ষমতা আছে যা ভাল তা পছন্দ করার, তার স্বহজাত সক্ষমতা মসীহকে গ্রহণ করার, তা হল কাউকে এক মুহুর্তে অনুগ্রহের বাহিরে আনা। কিতাব বিশ্বাসী বলে দাবী করে তাদের সামনে তথাপি কিতাব জোর দিয়ে বলে, “ইহা তাহা হইলে কাহারও চেষ্টা বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।” (রোম.৯ঃ১৬) আবারও কিতাব স্পষ্ট রূপে ঘোষনা করে, “কেহ তাহাকে খোঁজে না।”(রোম.৩ঃ১১) মসীহ কি তাঁর সময়ের লোকদেরকে বলেননি “তবুও আপনারা জীবন পাইবার জন্য আমার নিকটে আসতে চান না।”(ইহো.৫ঃ৪০)?

হাঁ, কিন্তু কিছু লোক তাঁর কাছে এসে ছিল এবং কিছু লোক তাকে গ্রহণ করে ছিল। সত্য এবং তারা কারা ছিল? ইহো.১ঃ১২,১৩ আমাদেরকে বলে , “তবে যত জন তাহার উপর ঈমান আনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তাহাদের প্রত্যেককে তিনি খোদার সন্তান হইবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত মাংস হইতে হয় নাই, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা হইতেও হয় নাই কিন্তু মাবুদ হইতেই হইয়াছে।” কিন্তু কিতাব কি বলে না “যতজন আসবে“? ইহা বলে, কিন্তু ইহার মনে কি প্রত্যেকেরই ইচ্ছা আছে আসার? তাদের কি হবে যারা আসবে না?

“যতজন আসবে” এর অর্থ এই নয় যে পতিত মানুষের তার নিজের মধ্যে ক্ষমতা আছে আসার, “তোমার হাত বাড়িয়ে দাও” বুঝায় যে শকনা হাতের লোকটির ক্ষমতা আছে তা পালন করার। প্রাকৃতিক মানুষের এবং তাঁর মধ্যে ক্ষমতা আছে মসীহকে প্রত্যাখ্যান করার, কিন্তু প্রাকৃতিক মানুষের এবং তার মধ্যে মসীহকে গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। এবং কেন?

কারণ তার একটি মন আছে যা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় পূর্ন রোম.৮ঃ৭, কারণ তার একটি অন্তর আছে যা তাঁকে ঘৃণা করে (ইহো.১৫ঃ১৮)। মানুষের স্বভাব অনুযায়ী সে যে জিনিস পছন্দ করে, এবং এই জন্য যা স্বর্গীয় এবং আত্মীক তা পছন্দ করার পূর্বে তার মধ্যে একটি নতুন স্বভাব স্থাপন করতে হবে, অন্য কথায় তাকে অবশ্যই নতুন জন্ম লাভ করতে হবে।

কিন্তু ইহা হয়ত জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, পবিত্র আত্মা যখন পাপীর মধ্যে তার পাপ বোধ ও মসীহের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মান তখন কি পবিত্রআত্মা তার শত্রুতা এবং ঘৃণাকে জয় করেন না?

এবং যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাদের অনেকের মধ্যে কি খোদার আত্মা এই রকম বিশ্বাস জন্মান না? এই রকম ভাষা চিন্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে প্রতারিত করে এই রকম লোকের শত্রুতা কি সত্যিই জয় করা হয়েছে? তাহলে সে তাড়া তাড়ি মসীহের নিকট আসত, সে যে নাজাত দাতার নিকট আসে না তা প্রদর্শন করে যে তাঁর শত্রুতা জয় করা হয়নি। কিন্তু অনেকের মধ্যে কালামের প্রচারের ফলে পবিত্র আত্মার মাধমে বিশ্বাস জন্মান হয় যারা কখনো অবিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরন করবে না ইহা পবিত্র সত্য। তথাপি একটি সত্য ঘটনা যা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকা উচিত নয় তা হল পবিত্র আত্মা অমনোনীতদের উপর যা করেন তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করেন খোদার মনোনীতদের প্রত্যেকের উপর , তিনি তাদের মধ্যে কাজ করেন, “ফলে তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন, সেই রকম কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তোমাদের হয়।”(ফিলি.২ঃ১৩)

আমরা উপরে যা বলেছি তার উত্তরে আরমেনিয়ানরা বলবে, না, পবিত্র আত্মা নাজাতপ্রাপ্ত ও নাজাত অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সমান ভাবে বিশ্বাস জন্মানোর কাজ করেন। এখন যে জিনিসটি একটি শ্রেণী হতে অন্যটির পার্থক্য করে তা হল পূর্ববর্তীটি তাঁর চেষ্টার কাছে আত্ম সমর্পন করে, যেখানে পরবর্তীটি এইগুলো

প্রত্যাখ্যান করে। যদি ঘটনা এরকমই হত তা হলে ঈমানদারগণই নিজেকে অন্যদের থেকে “আলাদা” করত, যেখানে কিতাব “আলাদা” করাকে খোদার পার্থক্যকারী করুণার বিষয় বলে বর্ণনা করে (১কর.৪ঃ৭) আবারও যদি ঘটনা এই রকমই হত, তাহলে বিশ্বাসীদের ভিত্তি থাকত গর্ব করার ও নিজের গৌরবের পবিত্র আত্মার সহিত তার সহযোগিতার জন্য কিন্তু ইহা স্পষ্টরূপে ইফি.২ঃ৮ এর পরিপন্থী, “খোদার রহমতে ঈমান আনিবার মধ্য দিয়া তোমরা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছ। ইহা তোমাদের নিজের দ্বারা হয় নাই, তাহা খোদারই দান।”

আসুন আমরা বিশ্বাসী পাঠকদের প্রকৃত অভিজ্ঞতার নিকট ফিরে যাই। এমন সময়কি ছিল না ইহার স্মরণ যেন আমাদের প্রত্যেককে ধূলিতে মাথা নত করায়। হাঁ, ছিল। আপনি মসীহতে আসতে অসম্মত ছিলো না? যখন আপনি তাঁর নিকট এসেছেন তার পর থেকে। আপনি কি এখন ইহার জন্য তাঁকে গৌরব দিতে প্রস্তুত (গীত.১১৫ঃ১)? আপনি কি স্বীকার করবেন না যে পবিত্র আত্মা আপনাকে অনিচ্ছুক অবস্থা থেকে ইচ্ছুক করেছেন এই জন্য আপনি মসীহের নিকট এসেছেন? আপনি করবেন, তাহলে ইহা কি একটি স্পষ্ট সত্য বিষয় নয় যে পবিত্র আত্মা আরও অনেকের মধ্যে যে কাজটি করেননি তা আপনার মধ্যে করেছেন? ইহা স্বীকৃত যে আরও অনেকে সুখবর শ্রবন করেছে, তাদেরকে দেখানো হয়েছে তাদের জন্য মসীহের প্রয়োজনীয়তা, তথাপি এর পরও তারা মসীহের নিকট আসতে অনিচ্ছুক। এইভাবে তিনি অন্যদের চেয়ে আপনার মধ্যে অনেক বেশি কাজ করেছেন।

আপনি কি উত্তর দেন, তথাপি আমি ভাল স্মরণ করতে পারি যখন এই মহান বিষয়টি আমার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এবং আমার বিবেক সক্ষ্য দেয় যে আমার ইচ্ছা কাজ করেছিল আমার উপর মসীহের দাবীর কাছে আমি আত্মসমর্পন করেছিলাম। সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আপনি আত্মসমর্পন করার পূর্বে খোদার প্রতি আপনার মনের সহজাত শত্রুতাকে পবিত্র আত্মা জয় করেছিলেন, এবং এই শত্রুতা তিনি সবার মধ্যে জয় করেন না। ইহা কি বলা যেতে পারে ইহা এই জন্য যে তারা অনিচ্ছুক তাদের শত্রুতা জয় করতে দিতে , কেহই এই রকম ইচ্ছুক নয় যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং অন্তরে করুণার আশ্চার্য কাজ সম্পাদন করেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা কি, আসুন আমরা

এখন অনুসন্ধান করে দেখি? ইহা কি এমন কিছু যা নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে অথবা ইহা পর্যায় ক্রমে অন্য কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? ইহা কি কর্তা না দাস? ইহা কি আমাদের জীবনের অন্যান্য শক্তিগুলোর উর্ধ্বে যে ইহা অন্য গুলোকে শাসন করে অথবা ইহা অন্যগুলোর আবেগ দ্বারা চালিত হয় এবং তাদের তুষ্টি সাধনের অধীন? মন কি ইচ্ছাকে শাসন করে অথবা ইচ্ছা কি মনকে শাসন করে? ইচ্ছা কি স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই করতে পারে অথবা ইহা কি বাহিরের কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তার বাধ্যতার অধীন? "ইচ্ছা কি আত্মার অন্যান্য বড় শক্তি বা ক্ষমতা থেকে পৃথক মানুষের ভিতরের মানুষ, কে মানুষটিকে ফিরিয়ে দিতে পারে এবং মানুষটির বিরুদ্ধে উড়তে পারে এবং তাকে ভেঙ্গে খন্ড খন্ড করতে পারে, যেমন একটি কাঁচের সাপ ভেঙ্গে খন্ড খন্ড হয়? অথবা ইহা কি অন্যান্য শক্তির সাথে সংযুক্ত, যেমন সাপের লেজ দেহের সাথে সংযুক্ত, এবং তার মাথার ক্ষেত্রেও সেই একই রকম, যাতে যেখানে মাথা যায় সমস্ত প্রাণীটি সেখানে যায়, এবং একটি লোক তার অন্তরে যেমন চিন্তা করে, আসলে সে সেই রকমই? প্রথমত, চিন্তা, তারপর অন্তর, (আকাংখা অথবা বিতৃষ্ণা) এবং তারপর কাজ। এভাবেই কি কুকুর লেজ নাড়ায়? অথবা, ইচ্ছা লেজ কি কুকুরকে নাড়ায়? ইচ্ছা-ই কি মানুষের মধ্যে প্রথম ও প্রধান জিনিস অথবা ইহা কি শেষ জিনিস যা বশে রাখা উচিত এবং ইহার স্থান অন্যান্য শক্তি নিচে এবং ইহা কি নৈতিক কাজের প্রকৃত দর্শন এবং ইহাই আদি৩ঃ৬এর প্রক্রিয়া, "স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতে ও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন।" প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহের চেয়ে এই সমস্ত প্রশ্ন অনেক বেশি কিছু। এই গুলো বাস্তব জীবনে গুরুত্বপূর্ন। আমরা বিশ্বাস করি আমরা এত বেশি দূর যাই না যখন আমরা দৃঢ় ভাবে বলি যে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর উত্তম মতবাদের মৌলিক পরীক্ষার অংশ।

১। মানুষের ইচ্ছার প্রকৃতি ঃ

ইচ্ছা কি? আমরা উত্তর দেই, ইচ্ছা হল পছন্দ করার শক্তি, সমস্ত কর্মে তাৎক্ষনিক কারণ। পছন্দের অর্থ একটি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্য জিনিসটিকে গ্রহণ করা। কোন কিছু পছন্দ করার পূর্বে মনের মধ্যে অবশ্যই ভাল

ও মন্দ উভয় দিক উপস্থিত থাকতে হবে। ইচ্ছার প্রতিটি কাজে পছন্দ আছে একটি জিসিকে অন্যটির চেয়ে বেশি আকাংখা করা। যেখানে কোন পছন্দের বিষয় নেই, সম্পূর্ণ অভিন্নতা ঐখানে কোন ইচ্ছা শক্তি নেই। ইচ্ছা করা মানে পছন্দ করা এবং পছন্দ করা মানে সিদ্ধান্ত নেওয়া দু'টি বিকল্প জিনিসের মধ্যে। কিন্ত এমন কিছু আছে যা পছন্দকে প্রভাবিত করে , এমন কিছু যা সিদ্ধান্তকে স্থির করে। এইজন্য ইচ্ছা কখনো কর্তা হতে পারে না, কারণ ইহা ঐ কোন কিছুর গোলাম। ইচ্ছা গোলাম এবং কর্তা একই সাথে উভয় হতে পারে না ইহা ফলাফল ও করুণ উভয়ই হতে পারে না। ইচ্ছা কারণ সূচক নয়, কারণ আমরা বলেছি কোন কিছু ইহা কে পছন্দ করায়, এইজন্য ঐ কোন কিছু অবশ্যই কারণের প্রতিনিধি। পছন্দ নিজের কতিপয় বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, ইহা স্থির করা হয় বিভিন্ন প্রকার প্রভাব দ্বারা প্রত্যেকের উপর আলাদাভাবে যা আনিত হয়, এই জন্য এই ইচ্ছা শক্তি হল ঐসমস্ত বিবেচনা ও প্রভাবের ফল, এবং যদি ফল হয়ে থাকে তবে ইহা অবশ্যই গোলাম হবে, এবং যদি ইচ্ছা তাদের গোলাম হয়ে থাকে তাহলে ইহা কর্তা নয়, এবং যদি ইচ্ছা কর্তা হয়ে না থাকে, আমরা নিশ্চয় বলতে পারি না ইহা সম্পূর্ন "স্বধীন"।

ইচ্ছার কাজগুলো নিজে নিজেই সম্পন্ন হতে পারে না, যদি বলা হয় পারে তবে এর অর্থ স্বীকার করা যে বিনা কারণে ফলোৎপাদন। কেবল কোন কিছু থেকে কোন কিছু আসে।

সমস্ত যুগে, যাহোক কিছু লোক ছিল যারা মানুষের ইচ্ছার সম্পূর্ন স্বাধীনতা বা কর্তৃত্বের জন্য বিতর্ক করেছে। মানুষ বিতর্ক করবে যে ইচ্ছার নিজেরই একটি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। উদাহরন স্বরূপ, তারা বলে আমি আমার চোখ উপরে বানীচে ঘুরোতে পারি, আমি যা করি তাতে মনের কিছু করার নাই, ইচ্ছা অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবে।

কিন্তু ইহা পরস্পর বিরুধী। এই বিষয়টি ধরে নেয়া হয় যে আমি একটি জিনিস পছন্দ করি অন্যটির চেয়ে বেশি পছন্দ করি, যখন আমি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকি। স্পষ্টত, উভয়ই সত্য হতে পারে না। কিন্ত ইহা উত্তর দেয়া যেতে পারে যে মন সম্পূর্ন নিরপেক্ষ ছিল যতক্ষন পর্যন্ত না ইহার একটি পছন্দ ছিল। ঠিক এবং ঐ সময় ইচ্ছাও নিশ্চল ছিল। কিন্ত যে মুহূর্তে নিরপেক্ষতা

উদাও হয়ে গেল পছন্দ করা হল এবং বাস্ত ঘটনা হল নিরপেক্ষতার স্থানে পছন্দ আসল এই বিতর্ককে বাতিল করে দেয় যে ইচ্ছা দুটি সমান জিনিসের মধ্যে পছন্দ করতে সক্ষম। যেহেতু আমরা বলেছি পছন্দ বিকল্পটিকে গ্রহণের উপর এবং অন্যটিকে বা অন্যানগুলিকে প্রত্যাখ্যানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যা ইচ্ছাকে নির্ধারন করে তা ইহাকে পছন্দ করায়। যদি ইচ্ছাকে নির্ধারণ করা হয়, তবে ঐখানে অবশ্যই একজন নির্ধারণকারী আছে। কে ইচ্ছাকে নির্ধারণ করে? আমরা উত্তর দেই সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকা শক্তি যা ইহার উপর আনয়ন করা হয় পালন করার জন্য। এই চালিকা শক্তি ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন রকম। একজনের ক্ষেত্রে ইহা হতে পারে চিন্তার যুক্তি, অন্য জনের ক্ষেত্রে বিবেকের কণ্ঠ, আরেক জনের ক্ষেত্রে ইহা আবেগের তাড়না, অন্যজন এর ক্ষেত্রে ইহা মেজাজের মৃদু কথা, অন্যজনের ক্ষেত্রে ইহা পবিত্র আত্মার শক্তি, এই গুলো যা কিছু প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকা শক্তি প্রদান করে এবং মহা শক্তিশালী প্রভাব প্রয়োগ করে তা ইচ্ছাকে কাজ করতে বাধ্য করে। অন্য কথায়, ইচ্ছার কাজ নির্ধারিত হয় মনের ঐ অবস্থা দ্বারা মনের এই অবস্থা দুনিয়ার মাংসের ও শয়তানের এবং খোদার প্রভাবান্বিত যার প্রচন্ডতম মাত্রায় প্রবণতা রয়েছে ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত করার আমরা এই মাত্র যা বলেছি তার দৃষ্টান্ত দিতে আসুন আমরা একটি সহজ উদাহরণকে বিশ্লেষন করি একটি নির্দিষ্ট প্রভুর দিনের বিকাল বেলায় আমাদের একজন বন্ধু প্রচন্ড মাথা ব্যাথায় ভোগেছিলেন। তিনি অসুস্থদের দেখতে যাবার জন্য চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু ভীত ছিলেন যদি তিনি তা করেন তার নিজের অবস্থা হয়ত আরও খারাপ হতে পারে, এবং এর ফলশ্রুতিতে তিনি ঐদিন সন্ধ্যায় সুখবর প্রচারে উপস্থিত থাকতে সক্ষম হবেন না। তার সম্মুখে দু'টি বিকল্প উপস্থিত. ঐ বিকালে অসুস্থদের দেখতে যাওয়া এবং পাছে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ঐ ঝুঁকি অথবা ঐ বিকালে বিশ্রাম নেওয়া (অসুস্থদের পরদিন দেখতে যেতে পারেন) এবং সম্ভবত সজীব হয়ে উঠে তিনি সন্ধ্যা ইবাদতের জন্য উপযুক্ত হবেন। এখন এই দুটি বিকল্পের মধ্যে কি আমাদের বন্ধুকে পছন্দ করতে দিক নির্দেশনা দিল ইচ্ছা? আদৌ না। সত্য, যে সর্বশেষে, ইচ্ছা একটিকে বেছে নিয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাকেই পরিচালিত করা হয়েছে একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য। উপরের বিষয়টিতে দু'টি বিকল্পের যে কোন একটিকে বেছে

নেয়ার জন্য কতিপয় বিচার বিশ্লেষন শক্তিশালী চালিকা শক্তি প্রদান করে এই চালিকা শক্তিগুলো একটি অন্যটির বিরুদ্ধে নিজ নিজ ভারসাম্য বজায় ছিল তার অন্তর ও মন , এবং একটি বিকল্প অধিকতর শক্তিশালী চালিকা শক্তিদ্বারা অন্যটি থেকে বেশি সমর্থিত হয়েছিল, সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত ঘঠিত হয়েছিল , এবং তারপর ইচ্ছা কাজ করেছিল। একদিকে আমাদের বন্ধু তাড়না অনুভব করলেন অসুস্থদের দেখার কর্তব্য দ্বারা তিনি করুণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তা করার জন্য, এবং এভাবেই তার মনের একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল। অন্য দিকে, তার বিচার তাকে স্মরন করিয়ে দিল যে সে অনেক খারাপ অনুভব করছে যে বিশ্রাম নেয়া তার একান্ত দরকার, যে সে যদি অসুস্থদের দেখতে যায় তবে তার নিজের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে এবং ঐ ক্ষেত্রে সে আজকের রাতের সুখবর প্রচারে উপস্থিত হতে বাধা প্রাপ্ত হবে। উপরন্ত সে জানত যে মাবুদ চাহে ত আগামীকাল সে অসুস্থদের দেখতে যেতে পারবে, এবং এই রকম হলে, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ঐ বিকালে তার বিশ্রাম নেয়া উচিত। তাহলে এখানে আমাদের ঈমানদার ভাইদের কাছে দু'টি বিকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে, একদিকে তার কর্তব্যের চিন্তা ও সহানুভূতি , অপর দিকে তার নিজের প্রয়োজনের চিন্তা এবং খোদার গৌরবের প্রকৃত চিন্তা, কারণ সে অনুভব করল ঐ রাতে তার সুখবর প্রচারে উপস্থিত থাকা উচিত। পরবর্তীটি বহাল রইল। আত্মীক বিবেচনা তার কর্তব্যের চিন্তাকে ছাড়িয়ে গেল তার সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ইচ্ছা সেইভাবে কাজ করল এবং তিনি বিশ্রাম নিলেন। উপরে বিষয়টি বিশ্লেষন প্রদর্শন করে যে মন বা চিন্তা করার শক্তি আত্মীক বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল , এবং মন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালিত করেছে। এই জন্য আমরা বলি যে, যদি ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা কর্তাও নয় অথবা স্বাধীন ও নয়, কিন্তু মনের গোলাম।

ইহা প্রায়ই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যে ইচ্ছা মানুষকে শাসন করে কিন্তু খোদার কালাম শিক্ষা দিয়ে থাকে যে অন্তর হল আমাদের সত্তার শাসনের কেন্দ বিন্দু। এর সমর্থনে অনেক আয়াত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "সব কিছুর চেয়ে তোমার অন্তরকে বেশী করে পাহারা দিয়ে রাখ, কারণ অন্তর থেকেই তোমার জীবনের সব কিছু বের হয়ে আসে।"

(হিতো.৪ঃ২৩)

"কারণ মানুষের ভিতর, অর্থাৎ অন্তর হইতেই খারাপ চিন্তা, সমস্ত রকম ব্যাভিচার, চুরী, খুন, লোভ, অন্যের ক্ষতি করিবার ইচ্ছা, ছলনা , লম্পটতা, হিংসা, গালাগালি, অহংকার এবং মুর্খতা বাহির হইয়া আসে।"(মার্ক.৭ঃ২১-২২) এখানে আমাদের প্রভু এইসমস্ত পাপ কাজের উৎস্যের অনুসন্ধান করেন, এবং ঘোষণা করেন যে তাদের উৎস হল "অন্তর" এবং ইচ্ছা নয়। আবারও "এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তর আমার নিকট হইতে দূরে থাকে।"(মথি.১৫ঃ৮) যদি আরও প্রমাণের প্রয়োজন হয় তবে আমরা এই বাস্তব ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করব তা হল কিতাবে "অন্তর" শব্দটি ইচ্ছা শব্দের চেয়ে তিন বার বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকি যদিও প্রায় অর্ধেক উদ্ধৃতি খোদার ইচ্ছার প্রতি ইঙ্গিত করে। যখন আমরা জোর দিয়ে বলি যে ইহা ইচ্ছা নয় কিন্তু অন্তর মানুষকে শাসন করে, আমরা কেবল কথায় বিতর্ক করতেছি না, কিন্তু একটি পার্থক্যের উপর জোর দিচ্ছি যার গুরুত্ব অপরিহার্য এখানে একজন ব্যক্তি যার সম্মুখে দু'টি বিকল্প স্থাপন করা হয়েছে, সে কোন টি পছন্দ করবে? আমরা উত্তর দেই যা তার কাছে অধিক উপযোগী তার "অন্তর" তার সব চেয়ে ভিতরের সত্ত্বা। পাপীর সম্মুখে একটি গুণান্বিত ও ধার্মিক জীবন এবং একটি পাপে নিমজ্জিত জীবন রাখা হল সে কোনটি অনুসরন করবে? পরবর্তীটি। কেন? কারণ ইহাই তার পছন্দ। কিন্তু ইহা কি প্রমাণ করে যে ইচ্ছা কর্তা? আদৌ নয়। ফলাফল থেকে কারণে চলে যান। পাপী কেন পাপে নিমজ্জিত জীবন পছন্দ করে? কারণ সে ইহা অধিক পছন্দ করে এবং সে অবশ্যই ইহা বেশি পছন্দ করে ইহার বিপক্ষে কোন যুক্তি টিকে থাকতে পারবে না যদিও অবশ্যই সে এমন জীবন ধারার ফল উপভোগ করে না। এবং কেন সে তা অধিক পছন্দ করে? কারণ তার অন্তর পাপে পূর্ন । একই বিকল্প সেই একইভাবে বিশ্বসীদের সম্মুখে এবং সে পছন্দ করে এবং কঠোর চেষ্টা করে একটি ধার্মিক ও গুনান্বিত জীবন যাপন করার জন্য। কেন? কারণ মাবুদ থাকে একটি নতুন অন্তর অথবা স্বভাব দান করেন। যেহেতু আমরা বলি ইহা ইচ্ছা নয় যা পাপীকে সমস্ত আবেদনের নিকট অভেদ্য করে তুলে "তার পথ পরিত্যাগ করার জন্য" কিন্তু তার দূষিত ও মন্দ আত্মাই তা করে। সে মসীহের নিকট আসবে না, কারণ সে আসতে চায় না, সে আসতে

চায়না কারণ তার অন্তর তাঁকে ঘৃণা করে এবং পাপকে মহব্বত করে। যির.১৭ঃ৯ দেখুন।

২।মানুষের ইচ্ছার বন্দি দশা ঃ

যে কোন প্রবন্ধ যা প্রস্তাব করে মানুষের ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করার ইহার প্রকৃতি এবং কাজ তিন জন ভিন্ন লোকের ইচ্ছার আলোকে দেখতে হবে। প্রধানত ঃ অপতিত আদমে, পাপী এবং ঈসা মসীহ। আপতিত আদমে ইচ্ছা ছিল স্বাধীন, উভয় দিকে স্বাধীন, ভাল কাজ করার জন্য স্বাধীন, এবং মন্দ কাজ করার জন্যও স্বাধীন। কিন্তু পাপীর ক্ষেত্রে ইহা অন্যদিকে অনেক দূর। পাপী একটি ইচ্ছা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা নৈতিক ভারসাম্যহীন, কারণ তার মধ্যে একটি অন্তর আছে যা "সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রতারক এবং একেবারে খারাপ" এবং ইহাই তাকে মন্দের প্রবণতা প্রদান করে। অতএব ঈসা মসীহের ক্ষেত্রেও ইহা অন্য দিকে অধিক দূরে ছিল। তিনিও মৌলিকগত দিক থেকে অপতিত আদম থেকে ভিন্ন। প্রভু ঈসা মসীহ পাপ করতে পারেন না কারণ তিনি ছিলেন, "খোদার পবিত্র জন"। তিনি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করার পূর্বে মরিয়মকে বলা হয়েছিল, "পাক-রূহ তোমার উপর আসিবেন এবং মাবুদ তা'লার শক্তির ছায়া তোমার উপর পড়িবে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁকে খোদার পুত্র বলা হবে।"(লূক.১ঃ৩৫) তাহলে শ্রদ্ধার সহিত আমরা বলি, যে মনুষ্যপুত্রের ইচ্ছা নৈতিক ভার সাম্যহীন ছিল না তা হল যা ভাল বা মন্দের দিকে যেতে সক্ষম। প্রভু মসীহের ইচ্ছা ভাল এর দিকে আকৃষ্ট ছিল, কারণ তাঁর সাথে সাথে ছিল পাপহীন, পবিত্র, নিখুঁত মানবতা যা তার অনন্ত প্রভুত্ব । এখন প্রভু ঈসা মসীহের ইচ্ছা যা ভাল এর দিকে আকৃষ্ট তা আদমের পতনের পূর্বে তার ইচ্ছার সাথে অসংগতিপূর্ণ যা ছিল নৈতিক ভারসাম্যপূর্ন অবস্থায় ছিল যা ভাল বা মন্দের দিকে যেতে সক্ষম পাপীদের ইচ্ছা শুধুমাত্র মন্দের প্রতি আকৃষ্ট এবং এই জন্য শুধুমাত্র একদিকে স্বাধীন মন্দের দিকে। পাপীর ইচ্ছাকে দাস বানানো হয়েছে, যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি ইহা দুষিত অন্তরের কাছে বন্ধি। পাপীর স্বাধীনতা কি নিয়ে গঠিত?

উপরে আমরা এইমাত্র যা বলেছি তা দ্বারা সাধারণতঃ এই প্রশ্ন প্রস্তাব করা হয় এই অর্থে পাপী স্বাধীন তাকে বাহির থেকে কোন চাপ দেয়া হয় না পাপীকে

কখনো চাপ দেওয়া হয় না পাপ করার জন্য। কিন্তু পাপী ভাল মন্দ করতে স্বাধীন নয়, কারণ তার মধ্যকার মন্দ অন্তর সব সময়ই খারাপের দিকে ঝোঁকে আছে। আমাদের মনে যা আছে আসুন তার দৃষ্টান্ত দেই। আমার হাতে আমি একটি বই ধারণ করে আছি। যদি আমি তা ছেড়ে দেই, তবে কি ঘটবে? ইহা পড়ে যায়। কোন দিকে? নিচের দিকে, সব সময়ই নিচের দিকে কেন? কারণ, মধ্যাকর্ষন আইন জবাব দেয় ইহার নিজের ওজনই ইহাকে নিমজ্জিত করে ধরুণ আমি বই টিকে তিন ফুট উঁচুতে রাখতে চাই, তাহলে কি হবে? আমাকে ইহা অবশ্যই উঁচুতে স্থাপন করতে হবে। বইটির বাহিরে কোন শক্তি অবশ্যই ইহাকে উত্তোলিত করতে হবে। এই রকম সম্পর্কই পতিত মানুষ খোদার সাথে স্থাপন করে। যখন বেহেস্তী ক্ষমতা তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, তখন সে পাপের গভীর থেকে গভীরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়, যদি সেই শক্তি অপসারন করা হয়, তখন সে পতিত হবে তার নিজের ওজন (পাপ) তাকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে। মাবুদ তাকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দেন না, আমি বইটির প্রতি যা করি তিনি তার চেয়ে বেশি কিছু করেন না। যদি সমস্ত বেহেস্তী নিয়ন্ত্রন অপসারন করা হয়, প্রত্যেক লোকই হতে সক্ষম, পরিণত হবে একজন কাবিলে, একজন ফেরাওনে, একজন এহুদাতে। তাহলে কিভাবে পাপী বেহেস্তের দিকে যাবে? তার ইচ্ছার কাজের মাধ্যমে? এইভাবে নয় তার বাহিরের একটি শক্তি অবশ্যই তাকে শক্ত করে ধরতে হবে এবং পথের প্রতিটি ইঞ্চি তাকে উঠাতে । পাপী স্বাধীন, শুধুমাত্র একদিকেই নিচের দিকে যেতে এবং পাপ করতে স্বাধীন। যেহেতু কিতাব ইহা বর্ণনা করে, "যখন তোমরা পাপের গোলাম ছিলে তখন ন্যায়ের গোলাম ছিলেনা।"(রোম.৬ঃ২০)

পাপী যা চায় তা করার জন্য স্বাধীন, সব সময় সে যা চায় শুধুমাত্র খোদা যাতে নিয়ন্ত্রন করেন তা ব্যতীত কিন্তু পাপ করাই হল তার আনন্দের বিষয়।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশে আমরা জোর দিয়ে বলেছি যে ইচ্ছার প্রকৃতি ও কাজের সঠিক উপলব্দির একটি বাস্তব গুরুত্ব আছে, কেবল ইহাই নয়, ইহার মধ্যে ধর্মীয় কিতাব বিশ্বাসের অথবা মতবাদের বৈধতার মৌলিক পরীক্ষা নিহীত। আমরা এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে চাই এবং ইহার শুদ্ধতা প্রদর্শনের চেষ্টা করি। ইচ্ছার স্বাধীনতা অথবা বন্দিদশা হল অগষ্টীনিয়ানিজম ও পেলাগিয়া নিজম, এবং

অতি সম্প্রতি কালের ক্যালভিনিজম ও আরমিয়ানিজম এর বিভক্তিকারী রেখা। সহজ কথায় বললে ইহার অর্থ এই যে পার্থকের মধ্যে নীহিত মানুষের সম্পূর্ন অধঃপতনকে স্বীকার করা অথবা অস্বীকার করা। স্বীকার করার মাঝে এখন আমরা বিবেচনা করব।

৩। মানুষের ইচ্ছার গুরুত্ব ঃ

মসীহকে নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা কি মানুষের ইচ্ছা শক্তির অধীন? স্বীকার করা হয় যে সুখবর পাপীদের কাছে প্রচার করা হয়, পবিত্র আত্মা তার হারানো অবস্থা সম্পর্কে চেতনা দেন, চুড়ান্ত বিশ্লেষনে কি দেখা যায় যে খোদার কাছে নিজেকে অবনত করার বিষয়টি তার নিজের ইচ্ছা শক্তির অধীন? এই প্রশ্নের আমাদের উত্তর মানুষের অধঃপতন সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে বর্ণনা করে। সমস্ত স্বীকৃত ঈমানদার অনুমোদন করবেন, যে মানুষ পতিত সৃষ্টি কিন্তু তাদের অনেকে পতিত শব্দটি দ্বারা কি বুঝাতে চান তা নির্ধারণ করা প্রায়ই কঠিন। সাধারণ ধারণা মনে হয় মানুষ এখন মরনশীল যে সে যে অবস্থায় খোদার হাত ত্যাগ করেছিল এখন আর সেই অবস্থায় নেই, এখন সে রোগ জীবানুর অধীন, সে মন্দ আসক্তি লাভ করেছে, কিন্তু সে যদি তার সাধ্যমত চেষ্টা করে, যাহোক অবশেষে সে সুখী হবে। হয়! করুণ সত্য এর কত দূরে। জ্বালা যন্ত্রনা, অসুস্থতা, এমনকি শারীরিক মৃত্যু পতনের নৈতিক ও আত্নীক প্রভাবের তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। ইহা শুধুমাত্র পবিত্র কালাম বিবেচনা করে কেন আমরা ঐ ভয়ংকর দূর্যোগের মাত্রা সম্পর্কে কিছুটা ধারনা পেতে পারি।

যখন আমরা বলি মানুষ সম্পর্ণরূপে অধঃপতিত তখন আমরা বুঝাতে চাই যে মানব দেহ তন্ত্রে পাপের প্রবেশের ফলে মানব সত্ত্বার প্রতিটি অংশ ও শক্তি প্রভাবিত হয়েছে। সম্পূর্ন অধঃপতন এর অর্থ এই যে মানুষ রূহে, আত্নায় ও দেহে পাপের গোলাম এবং শয়তানের নিকট বন্দি অবস্থায় পথ চলে আর যে রূহ আকাশের মধ্যে ক্ষমতাশীলদের রাজা, অর্থাৎ যে দুষ্ট রূহ খোদার অবাধ্য লোকদের মধ্যে কাজ করিতেছে, তোমরা সেই রূহের পিছনে পিছনে চলিতে।" (ইফি.২ঃ২)

এই উক্তি নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অনুচিত ইহা মানুষের অভিজ্ঞাতার একটি সাধারণ ঘটনা। মানুষ তার নিজের উচ্চাকাংখাকে বাস্তবায়ন করতে এবং তার নিজের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে অক্ষম। সে যে জিনিসটি করতে চায় তা করতে পারে না। এখানে একটি নৈতিক অক্ষমতা আছে যা তাকে চেতনাহীন করে ফেলে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে সে স্বাধীন মানুষ নয়, কিন্তু তার পরিবর্তে শয়তান ও পাপের গোলাম, "শয়তানই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান সেই জন্য আপনারা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান।"(ইহো.৮ঃ৪৪)
পাপ একটি কাজ বা একরাশি কাজের চেয়ে অনেক বেশি কিছু, ইহা একটি পরিস্থিতি অথবা অবস্থা ইহা এমন কিছু যা কাজের পেছনের কারণ এবং কাজের জন্ম দেয়। পাপ সমস্ত মানব সত্ত্বাকে ভেদ করেছে এবং তাতে প্রবেশ করেছে। ইহা উপলব্ধিকে অন্ধ করে দিয়েছে, অন্তরকে করছে দূষিত এবং মনকে মাবুদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এবং ইচ্ছাও রেহায় পায় নি। ইচ্ছা শয়তান ও পাপের শাসনের অধীন। এই জন্য ইচ্ছা স্বাধীন নয়। সংক্ষেপে , অনুরাগ কমে যায় যেমন ইহার ধারা এবং ইচ্ছা তার স্বভাব অনুসারে পছন্দ করে অন্তরের অবস্থার কারণে, এবং সমস্ত কিছুর চেয়ে অন্তর বেশি প্রতারক এবং মারাত্নকভাবে দুষ্ট। "কেহ খোদার বিষয়ে বুঝতে পারে না আর কেহ তাকে খোঁজেও না।"(রোম.৩ঃ১১)
আমরা আমাদের প্রশ্ন পুণঃব্যক্ত করি পাপী নিজেকে খোদার কাছে অবনত করার বিষয়টি বিষয়টি কি তার ইচ্ছা শক্তির অধীন? আসুন আমরা আরও কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এর একটি উত্তরের জন্য চেষ্টা করিঃ পানি কি ইহার সমতলের উপরে উঠতে পারে?
একটি অপরিস্কার জিনিস থেকে কি পরিস্কার জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে? ইচ্ছাকে মানুষের সমস্ত প্রবণতাকে পরিবর্তন করতে পারে এবং মানুষের স্বভাবকে শুদ্ধ করতে পারে? যা পাপের শাসনের অধীন তা কি বিশুদ্ধ ও পবিত্র কিছু তৈরী করতে পারে? স্পষ্টতঃ না। যদি কখনও পতিত ও দুষিত মানুষ এর ইচ্ছা খোদার দিকে পরিচালিত হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই ইহার সাথে বেহেস্তী একটি শক্তি মিলিত হয়েছে যা পাপের প্রভাবকে পরাজিত করবে যা ইহাকে বিপরীত দিকে

টেনে নিয়ে যাবে। আরেকভাবে বলা যায়, "আমার পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়াছেন , তিনি টানিয়া না আনিলে কেহই আমার নিকটে আসিতে পারে না।" (ইহো.৬ঃ৪৪)
অন্যকথায়, "খোদার লোকদেরকে অবশ্যই তাঁর ক্ষমতার দিনে ইচ্ছুক করা হবে" (গীত.১১০ঃ৩) যেমন মি.জে.এনডারবি বলেন, "যদি মসীহ এসে থাকেন যা হারিয়ে গেছে তাকে রক্ষা করতে, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছার ঐখানে কোন স্থান নেই। মাবুদ মানুষকে মসীহকে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন না ইহা হতে অনেক দূরে। মাবুদ যখন সম্ভাব্য সকল অনুপ্রেরণা ব্যবহার করেন, যা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলতে সক্ষম ইহা শুধুমাত্র প্রদর্শন করে যে ইহার কোন কিছুই মানুষের মধ্যে নেই, তার অন্তর এত বেশি দূষিত তার ইচ্ছা এত দৃঢ় সংল্পবদ্ধ যে মাবুদের নিকট সর্ম্পন করবে না, হতে পারে শয়তান তাকে উৎসাহিত করে পাপ করার জন্য যাতে কোন কিছুই তাকে উৎসাহিত করতে না পারে প্রভুকে গ্রহণ করার জন্য এবং পাপ পরিত্যাগ করতে। "মানুষের স্বাধীনতা" শব্দগুলো দ্বারা যদি তারা বুঝতে চায় যে কেহই তাকে চাপ দেয় না প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করতে, এই রকম স্বাধীনতা সম্পূর্নরূপে বিদ্যমান। কিন্তু যদি বলা হয় যে, পাপের শাসনের কারণে যার গোলাম সে , এবং স্বেচ্ছায় সে তার অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এবং ভালকে বেছে নিতে পারে না তাহলে তার কোন প্রকার স্বাধীনতা নেই।" ইচ্ছা কর্তা নয়, ইহা গোলাম কারণ ইহা মানুষের সত্ত্বার অন্যান্য শক্তি দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছা স্বাধীন নয় কারণ মানুষ পাপের গোলাম আমাদের প্রভুর কথায় ইহা স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়েছে, "তাই খোদার পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন, তবে সত্যি-ই আপনারা মুক্ত।"
(ইহো.৮ঃ৩৬)
মানুষ বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী এবং এই জন্য খোদার নিকট দায়ী ও হিসাব দিতে হবে বাধ্য, কিন্তু যদি দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে আত্নীক দিক থেকে যা ভাল তা পছন্দ করতে সে সক্ষম তাহলে সে সম্পূর্নরূপে অধঃপতিত তা অস্বীকার করা হয়, ইচ্ছার অধঃপতন হয়েছে অন্যান্য গুলির মতই। কারণ মানুষের ইচ্ছা তার অন্তর ও মন দ্বারা শাসিত হয়, কারণ এই গুলো পাপ দ্বারা নষ্ট ও দূষিত হয়েছে তাহলে ইহার অর্থ মানুষ যদি কখনো খোদার দিকে ফিরে বা পরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই

মাবুদ নিজেই তার মধ্যে কাজ করেছেন, "মাবুদ তোমাদের অন্তরে এমন ভাবে কাজ করিতেছেন যাহার ফলে তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন , সেইরকম কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তোমাদে হয়।"(ফিলি.২ঃ১৩) প্রকৃত পক্ষে মানুষের অহংকারী স্বাধীনতা হল "বিনষ্টের দাস" সে "বিকৃত লোভ ও ফুর্তির সেবা করে"। একজন গভীর ভাবে শিক্ষিত খোদার গোলাম বলেছিলেন, "মানুষ তার ইচ্ছার মতই দূর্বল। তার কোন ইচ্ছা নেই যা খোদার কাছে প্রিয়। আমি স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করি, কিন্তু ইহা এমন ইচ্ছা যা শুধুমাত্র ইহার প্রকৃতি অনুসারে কাজ করতে সক্ষম। কবুতরের কোন ইচ্ছা নেই পঁচা মাংস খাবার এবং কাকের কোন ইচ্ছা নেই কবুতরের মত পরিস্কার খাবার খাওয়ার। কবুতরের স্বভাব দাঁড় কাককে দিন সেও কবুতরের খাবার খাবে। শয়তানের পবিত্রতার জন্য কোন ইচ্ছা থাকতে পারে না। আমরা শ্রদ্ধার সহিত বলি খোদার ও মন্দতার জন্য কোন ইচ্ছা থকতে পারে না। পাপী তার পাপ স্বভাব থেকে খোদার পছন্দ অনুসারে কোন ইচ্ছা থাকতে পারে না। এই জন্য অবশ্যই তাকে নতুন জন্ম লাভ করতে হবে। এই অধ্যায়ের সমস্ত অংশে আমরা যার জন্য বির্তক করেছি সংক্ষেপে তা হল ইচ্ছ ইহার প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাউন্‌সেল অফ ট্রিণ্ট(১৫)

এর ঘোষনা এর মধ্যে আমরা নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো পাই যা পাপের স্বীকৃত মান দন্ডঃ (বিশুদ্ধতার মানদন্ড) ঃ

"যদি কেহ জোর দিয়ে বলে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাখোদার কর্তৃত্ব পরিচালিত ও জাগ্রত হয় যে এই রকম স্বীকার করে সে খোদার সাথে সহযোগিতা করে না। না করে এই পরিচালক ও জাগ্রতকারী ধার্মিকতা অর্জনের জন্য নিজেই ব্যবস্থা করে ও প্রস্তুতি নেয় ঃ তাছাড়া কেহ যদি বলে, মানুষের ইচ্ছা সম্মতি প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, যদি ইহা চায় কিন্তু ইহা অকার্যকারী এবং প্রায় নিঃক্রীয়, এইরকম একজন অভিশপ্ত হোক।" যদি কেহ জোর দিয়ে বলে যে, "আদমের প্রতনের পর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা হারিয়ে গেছে এবং বিলুপ্ত হয়েছে যে ইহা নাম মাত্র জিনিস ইহা একটি নাম যার অস্তিত্ব নেই এবং একটি কাহিনী যা শয়তান মন্ডলীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, এমন একজন অভিশপ্ত হোক।" এইভাবে যারা এখন প্রাকৃতিক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়ে জোর দেয় তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে রোম এই বিষয়ে শিক্ষা দেয়। যে কোন পাপীর নাজাত পাইবার জন্য তিনটি

জিনিস অত্যাবশ্যক ঃ পিতা মাবুদ তার নাজাতের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। পুত্র মাবুদ ইহা ক্রয় করতে হবে। এবং মাবুদ পবিত্র আত্মা তা প্রয়োগ করতে হবে। মাবুদ আমাদেরকে শুধুমাত্র প্রস্তাব করা থেকে অনেক বেশি কিছু করছেন। যদি তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র "আমন্ত্রন " জানাতেন, তবে আমাদের প্রত্যিকেই হারিয়ে যেতাম। ইহা সুন্দর ভাবে পুরাতন নিয়মে বর্ণিত হয়েছে। ইষ্রা.১ঃ১-৩-এ আমরা পড়ি, "যিরমিয়ের মধ্য দিয়ে বলা সদাপ্রভুর বাক্য পূর্ণ হবার জন্য পারস্যের রাজা কোরসের রাজত্বের প্রথম বছরে সদাপ্রভু কোরসের অন্তরে এমন ইচ্ছা দিলেন যার জন্য তিনি তার সমস্ত রাজ্যে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে এই ঘোষনা দিলেন, পারস্যের রাজা কোরস এই কথা বলছেন, স্বর্গের মাবুদ সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দিয়েছেন এবং যিহূদা দেশের জেরুজালেমে তাঁর জন্য একটা ঘর তৈরী করবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর লোকদের মধ্যে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে চায় যে যিহূদাদেশের জেরুজালেমে গিয়ে ইস্রায়েলের মাবুদ সদা প্রভুর ঘর তৈরী করুক, কারণ তিনি জেরুজালেমে আছেন। যারা সেখানে যাবে তাদের মাবুদ তাদের সংগে থাকুন।" এখানে একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল, যারা বন্দি দশায় ছিল তাদের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল তাদেরকে সুযোগ দিয়ে সক্ষম করা হয়েছিল ত্যাগ করার জন্য এবং জেরুজালেমে মাবুদের বসবাসের জায়গায় ফিরে ফিরে যাবার জন্য। সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা কি আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে না। বিশাল জনসংখ্যা শত্রুর দেশে থেকে যাওয়াটাই ভাল মনে করল। শুধুমাত্র ছোট একটি অংশ এই করুণাপূর্ণ সুযোগে অংশ নিল। এবং কেন তারা নিল? কিতাবের উত্তর শ্রবণ করুণ ঃ "এতে যিহূদা ও বিন্যামীনের বংশ নেতাদের , পুরোহিতদের ও লেবীয়দের মধ্যে যাদের অন্তরে মাবুদ ইচ্ছা দিলেন তারা প্রত্যেকে জেরুজালেমে সদাপ্রভুর ঘর তৈরী করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।"(ইষ্রা.১ঃ৫)

একইভাবে মাবুদ তাঁর মনোনীতদের আত্মাকে "জাগ্রত করেন" যখন ফলপ্রসূ আহ্বান তাদের কাছে পৌঁছে এবং তা না হলে তাদের কি কোন ইচ্ছা ছিল বেহেস্তী ঘোষনায় সাড়া দিতে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক পেশাদার প্রচারকদের ভাসা ভাসা কাজই বহুলভাবে দায়ী সাধারণ মানুষের বন্দিদশার উপর প্রচলিত ভ্রান্তিমূলক ধারণার জন্য তাদের ব্যর্থতায় তারা উৎসাহিত হয় যারা অলস

ভাবে মন্ডলীতে আরামদায়ক আসনে বসে আছে তাদের দ্বারা "সমস্ত কিছু প্রমাণ করে দেখতে" (১থিষল.৫ঃ২১)। প্রায় সকল পোলপিট এই ধারণা বহন করে যে নাজাত পাবে কি পাবে না ইহা সম্পূর্নভাবে পাপীর ক্ষমতার অধীন। বলা হয়ে থাকে যে "মাবুদ তাঁর অংশ করেছেন, এখন মানুষকে অবশ্যই তার অংশ করতে হবে।" হায়! প্রাণ হীন মানুষ কি করতে পারে, মানুষ প্রকৃতি গত ভাবে "পাপে ও অপরাধে মৃত" (ইফি.২ঃ১)। যদি সত্যকে সত্যিই বিশ্বাস করা হত তবে পবিত্র আত্মার উপর আরও বেশি নির্ভর করা হত তাঁর অলৌকিক কাজের ক্ষমতা নিয়ে আসার জন্য এবং আমাদের চেষ্টার উপর কম আস্তা স্থাপন করা হত, "মানুষকে মসীহের জন্য জয় করতে"। যখন প্রচারক নাজাত প্রাপ্ত লোকদেরকে আহ্বান করেন তখন তিনি প্রায়ই একটি সাদৃশ্য তুলে ধরেন খোদার পাপীদের জন্য সুখবর পাঠানো ও একজন অসুস্থ লোক বিছানায় শায়িত, তার পাশের টেবিলে আছে আরোগ্যকারী ঔষধ এই দুইয়ের মধ্যে তার যা করা দরকার তা হল হাত বাড়িয়ে ঔষধ গ্রহণ করা। কিন্তু কিতাব আমাদেরকে যে চিত্র দেয় পতিত বিনষ্ট মানুষ সম্পর্কে তার সাপেক্ষে এই দৃষ্টান্ত থেকে কি কোন প্রকৃত সত্য পাওয়া যায়, অসুস্থ লোকটিকে অবশ্যই বর্ণনা করতে হবে অন্ধ হিসাবে (ইফি.৪ঃ১৮) যাতে সে ঔষধ দেখতে না পায় , তার হাত অবশ (রোম.৫ঃ৬) যাতে সে ইহার জন্য হাত বাড়াতে অক্ষম । তার অন্তর ঔষধের উপর শুধুমাত্র সম্পূর্নভাবে আস্তাহীনই নয় বরং স্বয়ং ডাক্তারের প্রতি তার অন্তর ঘৃনায় পূর্ন (ইহো.১৫ঃ১৮)হায় মানুষের নিরাশ অবস্থার কি অগভীর ধারনাই এখন পোষন করা হয়। যারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক মসীহ তাদেরকে সাহায্য করতে এখানে আসেন নাই, কিন্তু তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করতে যারা তাদের জন্য তা করতে সক্ষম নয়, "তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দিবে, জেলখানা থেকে বন্দিদের মুক্ত করবে আর সেখানকার অন্ধকার গর্তে রাখা লোকদের বের করে আনবে।"
(যিশা.৪২ঃ৭)
এখন উপসংহারে আসুন আমরা অনুমান করি এবং সাজাই প্রচলিত ও অনিবার্য অভিযোগ কেন সুখবর প্রচার করা যদি মানুষ সারা দিতে অক্ষম হয়ে থাকে? কেন পাপীদের মসীহের নিকট আসতে বলা হয় যদি পাপ তাদেরকে সম্পূর্নভাবে দাস বানিয়ে থাকে এবং তার মধ্যে কোন ক্ষমতা না থাকে আসার? আমরা উত্তর দেই

ঃ- আমরা সুখবর প্রচার এই জন্য করি না যে আমরা বিশ্বাস করি মানুষের একটি "স্বাধীন ইচ্ছা" আছে এবং এইজন্য মসীহকে গ্রহণ করতে সক্ষম, কিন্তু আমরা প্রচার করি এইজন্য যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তা করার জন্য (মার্ক.১৬ঃ১৫)এবং যদিও ইহা যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাদের কাছে মুর্খতা "কিন্তু আমরা যাহারা পাপ হইতে উদ্ধারের পথে আগাইয়া যাইতেছি, আমাদের নিকট তাহা খোদার শক্তি।" (১কর.১ঃ১৮)
"খোদার মধ্যে যাহা মুর্খতা বলিয়া মনে হয় তাহা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানপূর্ণ আর যাহা দূর্বলতা বলিয়া মনে হয় তাহা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তি পূর্ণ"(১কর.১ঃ২৫) অবাধ্যতা ও পাপের মধ্যে পাপীরা মৃতঃ(ইফি.২ঃ১), এবং একজন মৃতঃ ব্যক্তি কোন কিছু ইচ্ছা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এইজন্য ইহা "কাজেই যাহারা পাপ স্বভাবের অধীন, তাহারা মাবুদকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না" ।(রোম.৮ঃ৮)
জাগতিক জ্ঞানের কাছে মনে হয় মৃতঃদের কাছে সুখবর প্রচার করা সবচেয়ে বড় মুর্খতা, এই জন্য তারা নিজেরা কোন কিছু করতে সম্পূর্ন অক্ষম। হাঁ, কিন্তু খোদার পথ আমাদের পথ থেকে ভিন্ন। ইহা মাবুদকে সন্তুষ্ট করে, "এইজন্য সুখবরের মুর্খতা দিয়া পাপ হইতে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা মাবুদ ভাল মনে করিলেন।" (১কর১ঃ২১) মানুষ হয়ত বুঝতে পারে, "মৃতঃ হাড়দের কাছে" ভবিষ্যদ্বানী বলা মুর্খতা এবং তাদের কাছে বলা, "ওহে শুকনা সব হাড়, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শোন।" (যিহি.৩৭ঃ৪) হায় ! ইহা কিন্তু খোদার বাক্য, এবং তিনি যে খোদার বাক্য বলেন, "তাহা রূহ ও জীবন।" (ইহো.৬ঃ৬৩) লাসারের কবরের পাশে যে সমস্ত জ্ঞানী লোক জন দাঁড়িয়ে ছিল তারা হয়ত ইহাকে পাগলের কথা-বার্তা বলে ঘোষনা করেছিল যখন প্রভু একজন মৃতঃ ব্যক্তিকে আহ্বান করেছিল এই বলে, "লাসার, বেরিয়ে আস।" হায় ! কিন্তু যিনি এভাবে কথা বলেছিলেন তিনি নিজেই ছিলেন জীবন ও পুনরুত্থান, এবং তাঁর কথায় এমনকি মৃতেরা জীবন পায়। আমরা সুখবর প্রচার করতে যাই তবে, ইহা এইজন্য নয় যে আমরা বিশ্বাস করি পাপীদের নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা আছে নাজাত দাতাকে গ্রহণ করার, ইহা ঘোষনা করে কারণ কালাম নিজেই নাজাতে খোদার শক্তি যতজন বিশ্বাস করে তাদের জন্য, এবং আমরা জানি যে, "আর অনন্ত

জীবন পাইবার জন্য মাবুদ যাহাদের ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহারা ঈমান আনিল।"(প্রেরিত.১৩ঃ৪৮)
বিশ্বাস করবে, (ইহো. ৬ঃ৩৭, ১০ঃ১৬) খোদার নির্ধারিত সময়ে, কারণ ইহা লেখা আছে , "যুদ্ধের দিনে তোমার লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করতে আসবে।"(গীত.১১০ঃ৩)
আমরা এই অধ্যায়ে যা বর্ণনা করেছি তা আধুনিক চিন্তার" ফসল নয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়, ইহা তার সাথে সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ বিগত কয়েক প্রজন্মের মানুষ তাদের কিতাবে নির্দেশিত আদি পিতারদের শিক্ষ থেকে অনেক দূরে সড়ে গেছে। চার্চ অফ ইংলেন্ডের ঊনত্রিশ নম্বর প্রবন্ধে আমরা পড়ি, "আদমের পতনের পর মানুষের অবস্থা এমন যে সে তার প্রকৃতিগত শক্তি ও ভাল কাজ দ্বারা নিজেকে ফিরাতে ও প্রস্তুত করতে পারে না বিশ্বাসের জন্য ও মাবুদকে ডাকার জন্য ঃ এই জন্য আমাদের এমন কোন ভাল কাজ করার ক্ষমতা নেই যা মাবুদকে সন্তুষ্ট করতে পারে ও খোদার কাছে গ্রহণ যোগ্য, খোদার করুণা ব্যতীত মসীহ আমাদেরকে প্রতিরোধ করেন (পূবেই আমাদের সাথে বিদ্যমান) যাতে আমাদের একটি ভাল ইচ্ছা থাকে এবং আমাদের
সাথে কাজ করেন যখন আমাদের ঐভাল ইচ্ছা থাকে"(প্রবন্ধ১০)। ওয়েষ্টমিনিস্টার লারগার কেটিজম এর মধ্যে (যা সমস্ত প্রেসবিটে রিয়ান চার্চ দ্বারা স্বীকৃত হত) আমরা পড়ি, " মানুষ যেখানে পতিত হয়েছিল ঐ অবস্থার পাপ আদমের প্রথম পাপে তা নিহিত যে অবস্থায় তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঐ ধার্মিকতার অভাব এবং তার স্বভাবের দুষন, যাদ্বারা তাকে আত্নীক দিক থেকে যা ভাল ইহার প্রতি সম্পূর্নভাবে বিমুখ, অক্ষম এবং শত্রু বানানো হয়েছে এবং সমস্ত মন্দের প্রতি সম্পূর্নভাবে আসক্ত বানানো হয়েছে এবং তা বিরতিহীন ভাবে" (২৫নম্বর প্রশ্নের উত্তর)। অতএব, ব্যাপ্টিষ্ট ফিলাডেফিয়ান কনফেসন অফ ফেইথ (১৭৪২) এ আমরা পড়ি, "মানুষ তার পতন দ্বারা পাপের অবস্থায়, সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ইচ্ছা করতে যা আত্নীকভাবে ভাল যা নাজাত আনয়ন করে সুতরাং একজন প্রাকৃতিক মানুষ সম্পূর্নভাবে এর বিমুখ এবং পাপে মৃত ঃ, এবং তার নিজের ক্ষমতায় নিজেকে পরিবর্তন করতে সক্ষম নয় অথবা ঐজন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে।"

অধ্যায়-৮

মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও মানুষের মোনাজাত

"যদি আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চাই (তবে) তিনি আমাদের কথা শুনে থাকেন"। (১ইহো.৫ঃ১৪)

এই বইয়ে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন করা এবং সৃষ্টিকে হীন করা। বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বজনীন প্রবণতা হলো মানুষকে মর্যাদা দেয়া এবং মাবুদকে অসম্মান করা এবং মর্যাদা না দেয়া। সকল ক্ষেত্রেই এটা দেখা যাবে যে, যখন আত্নিক জিনিস গুলো আলোচিত হয় মানব পক্ষ এবং উপাদান গুলোর গুরুত্ব পায়, এবং বেহেস্তী দিকটা যদিও সম্পূর্ণ বিসৃত হয় না, পিছনে পরে থাকে। এটাই অধিক সত্য বলে প্রতিয়মান হয় মুনাজাত বিষয়ক। বিপুল সংখ্যক আধুনিক লিখিত বইয়ে এবং প্রচারিত ধর্মোপদেশে মানবীয় বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টি হয়। এটা হলো শর্ত যা আমাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হয়, প্রতিশ্রুতিগুলো যা আমরা অবশ্যই দাবী করি, জিনিস গুলো যা আমরা অবশ্যই করি, আমাদের মোনাজাত মঞ্জুর করার জন্যে, খোদার দাবী খোদার অধিকার খোদার মহিমা প্রায়ই বিস্মৃত হয়।
একটি ভাল নমুনা হিসাবে যা আজ দেয়া হচ্ছে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত সাম্পাদকীয়তে সংযুক্ত করেছি (সমঃ মুনাজাত অথবা ভাগ্য) যা সম্প্রতি একটি শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় সাপ্তাহিকে স্থান পেয়েছে। মাবুদ তাঁর সার্বভৌমত্বে আদেশ করেছেন যে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত অথবা সংশোধিত হতে পারে মানুষের ইচ্ছার দ্বারা এটা হলো সত্যের কেন্দ্র বিন্দু যে মুনাজাত জিনিসকে পরিবর্তন করে, অর্থ হলো যে মাবুদ জিনিসকে পরিবর্তন করে যখন মানুষ মুনাজাত করে। কোন একজন সুন্দরভাবে এটাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন, এমন কতগুলো নিশ্চিত জিনিস রয়েছে যা মানুষের জীবনে ঘটবে হয় সে প্রার্থনা করুক কিংবা না করুক। আরো কিছু জিনিস রয়েছে যদি সে মুনাজাত করে তাহলে ঘটবে এবং যদি

মুনাজাত না করে তাহলে ঘটবে না। একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই বাক্যগুলো দ্বারা অভিভূত হয়েছিল যখন সে একটি বানিজ্যিক অফিসে ঢুকেছিল, এবং সে মুনাজাত করেছিল মাবুদ যাতে তার সামনে কাউকে মসীহ সম্বন্ধে বলার পথ খোলে দেন, জবাবে এগুলো পরিবর্ততি হয়েছিল কারণ সে মুনাজাত করেছিল। তখন তার অন্তর অন্য জিনিসের দিকে চলে যায় এবং মুনাজাতের কথা ভূলে যায়। ব্যবসায়ী লোকটির নিকট সুযোগ এসেছিল বলার যার সাথে সে সাক্ষাত করেছিল। কিন্তু সে তা নিতে পারেনি, যখন সে বাহিরে পথি মধ্যে সে তার আধঘন্টা আগের মুনাজাতের কথা এবং খোদার উত্তরের কথা স্মরণ করল সে তখনই ফিরে আসল এবং ব্যবসায়ী লোকটির সাথে কথা বলল, যে নাকি নিজে একজন মন্ডলীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনে কোন দিন জিজ্ঞাসিত হয়নি যে সে পরিত্রাণ পাবে কিনা। চলুন আমরা নিজেদেরকে মুনাজাতের মধ্যে সমর্পন করি, এবং মাবুদকে জিনিস পরিবর্তন করার পথ উন্মোচন করি। আসুন আমরা সতর্ক হই, পাছে মাবুদ, প্রদত্ত মনুজাতের ইচ্ছা প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে অদৃষ্টবাদী না হয়ে পড়ি। উপরের উদাহরণগুলো যা বর্তমানে মুনাজাতের বিষয় হিসাবে শিখানো হচ্ছে এবং শোচনীয় বিষয় হলো যে কাচিৎ প্রতিবাদে একটি স্বর উত্তোলিত হয়। যদি বলা হয় যে, মানুষের জন্য ভাগ্য পরিবর্তীত এবং সংশোধীত হতে পারে মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে এটা হলো নিশ্চিত নাস্তিকতা যা হলো এটার জন্যে একমাত্র যথাযথ পরিভাষা। যদি কেউ এই শ্রেণীকরণকে চ্যালেঞ্স করেন, আমরা তাদেরকে বলব তারা কি কোথাও এমন একজন নাস্তিক পাবে যে সে এই রকম বক্তব্যের সাথে বিন্নমত পোষণ করে, এবং আমরা আত্নপ্রত্যয়ী যে এরকম লোক আদৌ পাওয়া যাবে না। যদি বলা হয় যে মাবুদ বলেছেন যে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত এবং সংশোধিত হতে পারে মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে, তা নিশ্চিত ভাবে অসত্য। মানুষের অদৃষ্ট মানুষের ইচ্ছা দ্বারা নয়, বরং খোদার ইচ্ছা দ্বারাই নির্ধারিত। যা নির্ধারণ করে মানুষের ভাগ্য হলো একজন মানুষ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে কিনা, তার জন্যে লিখিত হয়েছে, "পুনরায় জন্মগ্রহণ করা ব্যতীত কোন মানুষ খোদার রাজ্য দেখতে পায় না।" এবং কার ইচ্ছা, খোদার নাকি মানুষের এজন্মের জন্যে দায়ী তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জনঃ১ঃ১৩ দ্বারা নির্ধারিত "যা জন্ম গ্রহণ করেছিল , রক্তের নয়, মাংসের ইচ্ছায় নয়, মানুষের ইচ্ছায় নয় , কিন্তু খোদার

ইচ্ছার মাধ্যমে।" যদি বলা হয় যে "মানুষের অদৃষ্ট মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়," তাহলে সৃষ্টির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া হয় এটা হলো প্রকারান্তরে খোদাকেই নীচু করা।"

কিন্তু কিতাব কি বলেঃ কিতাবকেই উত্তর দিতে দিন, মাবুদ হত্যা করেন এবং জীবিত করেন তিনি কবরের নিচে শায়িত করেন এবং উত্তোলিত করেন। মাবুদ গরীব বানান এবং ধনী বানান ঃ তিনি নীচুদেরকে নিয়ে আসেন এবং উত্তোলিত করেন। তিনি ধুলি ধূসর হতে দরিদ্রদেরকে জাগিয়ে তুলেন এবং সারগাদা হতে ভিক্ষুকদেরকে উত্তোলন করেন, তাদেরকে যুবরাজদের মধ্যে স্থাপন করার জন্যে এবং তাদেরকে গৌরবের উত্তরাধিকার করার জন্যে।"(১শ্যামঃ২ঃ৬-৮)।

সম্পাদকীয় পুনরাঃবৃত্তিতে আমাদেরকে তারপর বলা হয়েছে" "মুনাজাত জিনিসকে পরিবর্তিত করে, বলতে বুঝায় যে মাবুদ জিনিসকে পরিবর্তন করেন যখন মানুষ মুনাজাত করে এটাই হলো সত্যের কেন্দ্র বিন্দু। আজকাল আমরা যেখানে যাই প্রায় সর্বত্রই একটি নীতি বাক্যের কাজ দেখতে পাই এই শিরোনামে মুনাজাত জিনিসকে পরিবর্তন করে"। যে বিশেষণের এই শব্দগুলো তৈরী করা হয়েছে মুনাজাত বিষয়ক বর্তমান পুস্তকে তা সুস্পষ্ট আমাদেরকে খোদার কাছে অনুনয় করতে হয় তার লক্ষ্য পরিবর্তন করার জন্যে। এই বিষয়ে আমরা নিম্নে বিস্তারিত বলব। পুনরায়, সম্পাদক আমাদেরকে বলেন "কোন একজন চমৎকার ভাবে এটাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ এমন কতগুলো নিশ্চিত জিনিস আছে যা কোন মানুষের জীবনে ঘটবে" সে প্রার্থনা করুক বা না করুক। অন্যান্য কিছু জিনিস আছে যা ঘটবে যদি সে মুনাজাত করে, এবং যদি মুনাজাত না করে তাহলে ঘটবে না। ঐ জিনিসগুলো ঘটে একজন মানুষ মুনাজাত করুক আর না করুক যার দৃষ্টান্ত হলো দৈনন্দিন জীবন একজন অধার্মিক লোক, যাদের অধিকাংশই কখনো মুনাজাত করেনা। ঐ "অন্যান্য জিনিসগুলো ঘটবে যদি সে মুনাজাত করে" যোগ্যতার প্রয়োজনে। যদি কোন বিশ্বাসী আস্থার সাথে প্রার্থনা করে এবং ঐ সব জিনিসের জন্যে প্রার্থনাকরে যা খোদার ইচ্ছানুযায়ী, সে অধিকতম নিশ্চিতভাবে অর্জন করবে যা সে চেয়েছিল, পুনরায়, ঐ অন্যান্য জিনিস ঘটবে যদি সে প্রার্থনা করে, তা মুনাজাতের পরিবর্তনশীল আগত সফলতার ক্ষেত্রেও সত্য ঃ মাবুদ তার কাছে অধিকতর প্রকাশিত হবেন এবং তাঁর

প্রতিজ্ঞাগুলো অধিকতর মূল্যবান হবে। ঐ অন্যান্য জিনিস ঘটবে না যদি সে মুনাজাত না করে” তার নিজের জীবনের মন্দ সত্য একটি মুনাজাত হীন জীবন বলতে বুঝায় খোদার সাথে যোগাযোগহীন জীবন , এবং ঐসব কিছু বলা হলে যে মাবুদ তার চিরন্তন উদ্দেশ্যকে ঘটাবেন না বা ঘটাতে পারবেন না, যদি না আমরা মুনাজাত করি, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, একই মাবুদ যিনি গন্তব্য ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সীমায় পৌছানো যাবে তাঁর নিধারিত উপায়ে, এবং সেগুলোর একটি হলো মুনাজাত।

মাবুদ যিনি দয়া করা স্থির করেছেন তিনি আন্তরিক বিনীত প্রার্থনার স্পৃহা দিয়েছেন যা প্রথমেই দয়া অন্বেষণ করে, উপরের সম্পাদকীয়তে উদ্ধৃত উদাহরণ (বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীর) হলো অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক একটি উদাহরণ। বর্ণনার ধারাবাহিকতা অনুসারে , বিশ্বাসী ব্যক্তির মুনাজাতে মাবুদ কর্তৃক মোটেও উত্তয় দেয়া হয়নি, দৃশ্যতঃ এই কারণে যে, ব্যবসায়ী লোকটিকে তার আত্মার ব্যাপারে কথা বলার পথ উন্মোচন করা হয়নি। কিন্তু অফিস ত্যাগ করে এবং তার মুনাজাত স্বরণ করে, বিশ্বাসী ব্যক্তিটি হয়ত মাংসের ক্ষমতায় নিজেই মুনাজাতের উত্তর দেয়া স্থির করল, এবং তার জন্যে মাবুদকে পথ উম্মোচন করে দেয়ার পরিবর্তে সে বিষয়গুলোকে নিজের হাতে নিয়ে নিল। পরবর্তীতে আমরা উল্লেখ করব মুনাজাত বিষয়ে সর্বশেষ প্রকাশিত বইগুলো হতে। তাতে লেখক বলেছেন, “মুনাজাতের সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা তার শক্তি এবং ফলাফল, প্রদর্শিত হয় খোদার খোদার উদ্দেশ্যকে থামিয়ে দিয়ে ও আকর্ষন করে এবং পরিবর্তনে এবং তার শক্তির তীব্রতাকে লাঘব করে এরকম একটি উক্তি সর্বোন্নত খোদার চরিত্রের প্রতি ভয়ানক কটাক্ষ, যিনি “স্বর্গদূতদের ও পৃথিবীর লোকদেরকে নিয়ে তাঁর ইচ্ছে মত কাজ করেন। এমন কেউ নেই যে, তাঁর হাত থামিয়ে দিতে পারে কিংবা তাঁকে বলতে পারে “তুমি কি করছ?”(দানিয়েল.৪ঃ৩০) খোদার কোন প্রয়োজন নেই তাঁর পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করার, কিংবা তাঁর অভিপ্রায়ের আংশিক পরিবর্তন করার, যথোপযুক্ত কারণ হলো যে, এইগুলো তৈরী করা হয়েছিল উপযুক্ত দয়া এবং অনন্ত জ্ঞানের প্রেরণায়। মানুষ তাদের অভি প্রায়ের পরিবর্তন করতে হতে পারে তাদের ক্ষীন দৃষ্টির জন্যে তারা প্রায়ই অনুমান করতে ব্যর্থ হয় তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর কি হতে পারে। কিন্তু খোদার ক্ষেত্রে তা নয়,

কেননা তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানেন। যদি স্বীকার করা হয় যে মাবুদ তাঁর অভিপ্রায় পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে তাঁর সততাকে সন্দেহ করা হয় কিংবা তাঁর শ্বাশত জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়, একই বইয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছে “খোদার সাধকদের মুনাজাত হলো বেহেশ্তের মূল সঞ্চয় , যার মাধ্যমে মসীহ জগতে তাঁর মহান কার্য সম্পাদন করছেন জগতের নিদারুণ ক্লেশ এবং শক্তিশালী কঁম্পনগুলো হলো এই মুনাজাত গুলোরই ফল। পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে, আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ফেরেশতারা চলাফেরা করে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর দ্রুত পাখায় এবং খোদার পরিকল্পনা রূপান্তরিত হয় যেহেতু মুনাজাত হলো অধিক সংখ্যক এবং অধিক দক্ষ্য।” যদি সম্ভব হয়, এমনকি তা মন্দ হলেও এবং আমরা যদি এটি লিখি তবে ঘোষণা করতে কোন শংকা নেই যে এটি কিতাবের শিক্ষার লংঘন। প্রথম ক্ষেত্রে , এটি ইফিঃ৩ঃ১১ কে সরাসরি অস্বীকার করে, যা খোদার শ্বাশত অভিপ্রায়ের কথা বলে। যদি খোদার অভিপ্রায় শ্বাশত হয়, তাহলে তার পরিকল্পনা আজকে রূপান্তরিত হয়নি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এটি ইফিঃ১ঃ১১ এর বিরোধিতা যা পরিস্কারভাবে ঘোষণা করে যে, “মাবুদ তার বিচারবুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছে মতই সব কাজ করেন।” অতএব, এটি অনুযায়ী হয় যে, খোদার উদ্দেশ্য মানুষের মুনাজাতের মাধ্যমে রূপায়িত হয় না। তৃতীয় ক্ষেত্রে উপরের মত এখন একটি উক্তি সৃষ্টির ইচ্ছাকে প্রধান করে তুলে। যদি আমাদের মুনাজাত খোদার পরিকল্পনাকে রূপদেয়, তাহলে কি সুমহান এই পৃথিবীর কীটের অধীন? হয়তো পবিত্র আত্মা প্রেরিতদের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন, “কে খোদার মন বুঝতে পেরেছে? আর কেহই বা তাঁর পরামর্শদাতা হয়েছে? মুনাজাত বিষয়ক এইসব চিন্তাগুলো যা আমরা উল্লেখ করে আসছি তা স্বয়ং খোদার ব্যাপারে নীচু এবং অপর্যাপ্ত ধারণার ফলে। এটা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এখানে সামান্য কিংবা কোনই সান্ত্বনা নেই এমন একজন খোদার নিকট প্রার্থনা করে যিনি চ্যামেলিয়নের মত, যা প্রত্যেক দিনই নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে। কি অনুপ্রেরণা আছে আমাদের হৃদয়কে এমন একজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার যিনি গতকাল ছিলেন এক রকম মনের এবং আজকে অন্য রকম? একজন জাগতিক সম্রাটের আবেদন কি কাজে আসবে, যদি আমরা জানি যে তিনি এইরকম পরিবর্তনশীল যে একদিন আবেদন মঞ্জুর করবেন এবং অন্যদিন সেই আবেদন

প্রত্যাখ্যান করবেন? এটা কি খোদার পরম অপরিবর্তনশীলতা নয় যা আমাদের মুনাজাতের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা? যেহেতু তাঁর কোন পরিবর্তনশীলতা নেই অথবা তিনি আবর্তনশীল ছায়ার, আমরা নিশ্চিত যে, যদি আমরা কোনকিছু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চাই, আমরা অধিকতম নিশ্চিত যে আমাদের মোনাজাত শোনা হবে। লুথার ঠিকই মন্তব্য করেছেন," মুনাজাত খোদার বিরাগকে অতিক্রম করা নয়, বরং তাঁর ইচ্ছাকে স্বরণ করা।"

এবং এটি আমাদেরকে পরিচালিত করেছে মুনাজাতের কিছু পদ্ধতি প্রস্তাব করতে। কেন মাবুদ পূর্বে থেকেই নিধারণ করলেন যে আমাদের মুনাজাত করা উচিত? সংখ্যা গরিষ্ট লোক উত্তয় দেবেন, যাতে আমরা খোদার কাছ থেকে পেতে পারি ঐসব জিনিস যা আমাদের দরকার। যদি এটাই মুনাজাতের একটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে এটি কোন ভাবেই মূখ্য নয়, অধিকন্তু এটা বিবেচনা করে যে মুনাজাত কেবল মানুষের পক্ষ থেকেই, এর্বং মুনাজাতকে ভীষণভাবে বেহেস্তী পক্ষ থেকে দেখা হয়। আসুন আমরা দেখি কিছু কারণ, মাবুদ কেন আমাদেরকে মুনাজাত করতে আদেশ করেছেন।

প্রথম এবং সর্ব প্রধান ঃ মুনাজাতকে পূর্ব হতেই নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে মাবুদ স্বয়ং সম্মানিত হন। মাবুদ চান আমরা যাতে স্বীকার করি যে, তিনি বাস্তবিকই, "যিনি মহান ও গৌরবে পূর্ণ, যিনি চিরকাল জীবিত" (ইশাঃ৫৭ঃ১৫) মাবুদ চান যে আমরা তার চিরন্তন রাজ্যের অধিকারী হই। খোদার কাছে বৃষ্টির জন্যে মুনাজাতে , ইলাইজা উপাদানগুলোর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রনকে স্বীকার করেছিলেন। খোদার কাছে একজন হীন পাপীকে আসন্ন ক্রোধে থেকে মুক্তি দেবার মুনাজাতে আমরা স্বীকার করি যে, "উদ্ধার করা মাবুদেরই কাজ"(যাত্রাঃ২ঃ৯), পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায় সুসমাচারে তাঁর দয়ার বিনীত প্রার্থনায়, আমরা সমস্ত পৃথিবীর উপর তার রাজত্ব ঘোষণা করি। আবার, মাবুদ চান যে আমরা তার ইবাদত করি এবং মুনাজাত, প্রকৃত মুনাজাত হলো একটি ইবাদতের কাজ, এই কারণে যে এটা হলো তাঁর সম্মুখে আত্মার নীচু হওয়া এই কারণে যে এটি হলো তাঁর মহান এবং পবিত্র নামে একটি আহবান, এই কারণে যে তাহলে তাঁর অনুকম্পা , তাঁর ক্ষমতা, তাঁর অপরিবর্তনশীলতা, তাঁর করুণা স্বীকার করা, এবং এই কারণে যে এটা হলো তার সার্বভৌমত্যের স্বীকৃতি, যা তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সর্ম্পন

করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটা লক্ষ্য করা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মসীহের দ্বারা খোদার ঘর কুরবানীর গৃহে নয় বরং তার পরিবর্তে ইবাদতের গৃহে পরিবর্তিত হয়েছে।

পুনরায় ঃ মুনাজাত খোদার গৌরবের নিকট পুনঃ প্রেরিত হয়, মুনাজাতের মধ্যে আমরা খোদার উপর আমাদের নির্ভরশীলতাকেই স্বীকার করি। যখন আমরা বেহেস্তী স্বত্বার কাছে বিনীত প্রার্থনা করি আমরা নিজেদের কে তাঁর ক্ষমতা এবং কৃপার উপর নির্ভর করি। খোদার দয়ার অন্বেষণে আমরা স্বীকার করি যে,তিনি হলেন প্রত্যেক ভাল এবং যথাযথ উপহারের স্রষ্টা এবং উৎপত্তিস্থল। ঐ মুনাজাত খোদার গৌরব বয়ে নিয়ে আসে তা মূল বিষয় হতে পরবর্তীতে দেখা যায়, ঐ মুনাজাত বিশ্বাসকে অনুশীলন করে এবং আমাদের অন্তকরণের বিশ্বাসের চেয়ে আমাদের কাছ থেকে কোন কিছুই তার কাছে এত সম্মানজনক এবং সন্তোষজনক নয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, খোদা কর্তৃক মুনাজাত মনোনীত হয়েছে আমাদের আত্মিক কল্যাণের জন্যে করুণার মধ্য দিয়ে আমাদের বেরে উঠার উপায় হিসাবে। যখন আমরা মুনাজাতের পদ্ধতি শিখা অন্বেষণ করি তার পূর্বে এটি সর্বদাই আমাদের নিযুক্ত করে রাখে, আমরা মনে করি মুনাজাত হলো আমাদের প্রয়োজনের সরবরাহের একটি উপায়। আমাদের বিনয়ের জন্যে মুনাজাত মাবুদ কর্তৃক তৈরী হয়েছে। মুনাজাত, প্রকৃত মুনাজাত হলো খোদার সাক্ষাতে আশা এবং তার ভীতিকর গৌরব যা আমাদের তুচ্ছতা এবং অনুপযুক্ততার উপলদ্ধির ধারণা সৃষ্টি করে। আবার আমাদের বিশ্বাসের চর্চার জন্যে মাবুদ কর্তৃক মোনাজাত তৈরী করা হয়েছে। বিশ্বাস বাক্যের মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে (রোমঃ১ঃ১৭), কিন্তু তার অনুশীলন হয়েছে মুনাজাতের মাধ্যমে তাই আমরা পাঠ করিবিশ্বাসের মোনাজাত, পূণরায় মোনাজাত ভালবাসাকে কার্যে পরিণত করে। কপটদের কিন্তু যারা প্রভুকে মহব্বত করে তারা বেশি দিন তার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারে না কারণ তারা তাঁকে কষ্ট দিতে পছন্দ করে না। তারা কি শক্তিমানকে নিয়ে আনন্দ পায়? তারা কি সব সময় মাবুদকে ডাকে? (জবু ঃ২৭ঃ১০) মুনাজাত কেবল মহব্বতকে কর্মেই পরিবর্তিত করে না আমাদের মুনাজাতের প্রত্যক্ষ উত্তরও প্রদান করে, খোদার প্রতি আমাদের প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, "আমি মাবুদকে ভালবাসি, কারণ তিনি আমার

মিনতি শুনেছেন, তিনি আমার কথায় কান দিয়েছেন(গীতঃ১১৬ঃ১)। আবার, মুনাজাত মাবুদ কর্তৃক তৈরী করা হয়েছে , আমাদেরকে রহমতের মূল্য শিক্ষা দেবার জন্যে, যা আমরা তাঁর কাছে অন্বেষণ করেছি, এবং এটি আমাদেরকে অধিক আনন্দিত করে যখন তিনি আমাদেরকে তা দান করেন , যার জন্যে আমরা তাঁর কাছে মিনতি করেছি।

তৃতীয়, মাবুদ কর্তৃক মুনাজাতকে মনোনীত করা হয়েছে, তাঁর নিকট হতে আমাদের অন্বেষণ করার জন্যে , ঐ জিনিস যা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এখানে একটি অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাদের নিকট যারা এই বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো সাবধানতার সাথে পাঠ করেছেন। যদি মাবুদ পূর্ব আদেশ করেছেন, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই, প্রত্যেক কিছুই যা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে, মুনাজাতের তাহলে কি প্রয়োজন? যদি এটি সত্যি হয় যে, "সব কিছু তো তাঁরই কাছ থেকে এবং তাঁরই মধ্যদিয়ে আসে এবং সবকিছু তারই উদ্দেশ্যে"(রোমঃ১১ঃ৩৬) তখন মুনাজাত কেন? পূর্বে আমরা এই ধারণাগুলোর উত্তর সরাসরি দিয়েছি, এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, জিজ্ঞাসার অনেক কারণ রয়েছে, খোদার কাছে আমার আসার এবং তাঁকে বলার কি উপকার রয়েছে, যা তিনি ইতিমধ্যেই জানেন? আমার প্রয়োজন তাঁর কাছে প্রকাশ করার কি উপকার আছে, যখন দেখি তিনি ইতিমধ্যেই এটার সাথে পরিচিত? যেহেতু সেখানে আপত্তি আছে, কোনকিছুর জন্যে মুনাজাত করার কি উপকার আছে যখন সবকিছুই পূর্ব থেকেই মাবুদ কর্তৃক আদিষ্ট আছে? মুনাজাত খোদাকে অবগত করার অভি প্রায়ে নয়, যেন তিনি অজ্ঞ। ত্রাণকর্তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "কারণ তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার" (মথি.৬ঃ৮) কিন্তু এটি স্বীকার করতে হয়, তিনি জানেন আমাদের কি প্রয়োজন রয়েছে। মুনাজাত এ জন্যে নয় যে আমাদের দরকার মাবুদকে তত্ত্ব সরবরাহ করা। বরং এটিকে তাঁর কাছে আমাদের প্রয়োজনের ধারণার স্বীকারুক্তি স্বরূপ (তৈরী করা হয়েছে)। ইহাতে যেমন সব কিছুতেই খোদার চিন্তা আমাদের চিন্তার মত নয়। খোদা চান আমরা যেন তাঁর তার দানের অন্বেষণ করি। তিনি আমাদের চাওয়ার মধ্য দিয়ে সম্মানিত হওয়া স্থির করেন, যেমনি তিনি আমাদের দ্বারা ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন, তাঁর কৃপা প্রদানের পর।

যেভাবেই হউক, প্রশ্নটি এখনো আমাদের কাছে ফিরিয়ে আসে, যদি খোদ সব কিছু পূর্বনির্ধারণ করে থাকেন, যা ঘটে এবং যদি তিনি প্রত্যেক ঘটনাই নিয়ন্ত্রন করেন, তবে মুনাজাত কি একটি লাভহীন অনুশীলন নয় ? এই প্রশ্নগুলোর একটি যথেষ্ট উত্তর হলো যে, মাবুদ আমাদেরকে মুনাজাত করতে আদেশ করেছেন "সব সময় প্রর্থনা কর"(১থিষ. ৫ঃ১৭)। এবং আবার মানুষের সব সময় মুনাজাত করা উচিত (লূকঃ১৮ঃ১)। এবং পরবর্তীতে কিতাব ঘোষণা করে যে, "বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ লোককে সুস্থ করবে," এবং "খোদার ইচ্ছা মত যে চলে তার মুনাজাতের জোর আছে বটে তা ফল দেয়।" (যাকোব৫ঃ১৫,১৬)। যখন ঈসা মসীহ সকল বিষয়ে আমাদের নিখঁত উদাহরণ একজন বিখ্যাত মুনাজাতকারী মানব ছিলেন। তাই এটি হলো প্রমাণ যে, মুনাজাত নিরর্থকও নয়, মূল্যহীনও নয়, কিন্তু এখনো এটি সমস্যাকে দূর করে না অথবা উত্তর দেয় না সে প্রশ্নের যার মাধ্যমে আমরা সূচনা করে ছিলাম। তাহলে খোদার সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বাসীদের মুনাজাতের মধ্যে সম্পর্ক কি?

সর্ব প্রথমেই আমরা জোর দিয়ে বলব যে, মুনাজাত খোদার অভিপ্রায় বদলানোর নির্মিত্তে নয়, অথবা তাঁকে নতুন উদ্দেশ্য গঠন করতে পরিচালনা প্রদান করাও নয়। মাবুদ আদেশ করেছেন যে কিছু ঘটনা অবশ্যই অতিক্রম করবে, কিন্তু তিনি আরো আদেশ করেছেন যে, এই ঘটনাগুলোঘটবে, এমন মাধ্যম দ্বারা যা তিনি নির্ধারণ করেছেন এইগুলো সম্পাদনের জন্য। মাবুদ মনোনীত করেছেন যে কেই কেউ পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে তারা পরিত্রাণ পাবে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে। তখন সুসমাচার হলো এগুলোর মধ্যকার একটি মনোনীত উপায় খোদার চিরন্তন আদেশ সম্পাদনের জন্য এবং অপরটি হলো মুনাজাত। মাবুদ উপায়ও আদেশ করেছেন এবং গন্তব্যও এবং উপায়গুলোর মধ্যেই হলো মুনাজাত। এমনকি তাঁর লোকদের মুনাজাত তাঁর শ্বাশ্নত আদেশে অন্তর্ভূক্ত। অতএব, মুনাজাত ছাড়া সৃষ্টি বৃথা তা হলো উপায়গুলোর মধ্যেই যার মাধ্যমে মাবুদ তাঁর আদেশকে বাস্তবায়িত করেন। "যদি বাস্তবিকই সকল জিনিস অন্ধ সুযোগের মাধ্যমে ঘটে অথবা অনিবার্য প্রয়োজনে, সে ক্ষেত্রে মুনাজাতের কোন নৈতিক কার্যকারিতা থাকবে না এবং কোন উপকারেও আসবে না, কিন্তু যেহেতু তারা নিয়ন্ত্রিত হয় বেহেস্তী নির্দেশনা দ্বারা, ঘটনার পরিচালনায় মুনাজাতের

স্থান রয়েছে। এই মুনাজাতগুলো খোদার আদেশকৃত বিশেষ ঘটনা সম্পাদনে নিরর্থক নয়। তা কিতাবে পরিষ্কারভাবে শিখানো হয়েছে। ইলিজা জানতেন যে মাবুদ বৃষ্টি দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু নিজেকে তিনি মুনাজাত থেকে বিরত রাখলেন না,(যাকোব.৫ঃ১৭,১৮), দানিয়েল নবীদের লিখার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, বন্দিদশা সত্তোর বছর স্থায়ী হবে তথাপি যখন এই সত্তোর বৎসর প্রায় শেষ হচ্ছিল, আমাদেরকে বলা হলো যে তিনি, "সেইজন্য আমি উপবাস করে, চট পরে এবং ছাঁই মেখে অনুরোধ ও মিনতির সাথে মাবুদের কাছে প্রার্থনা করলাম (দানিয়েলঃ৯ঃ২,৩)। মাবুদ নবী যিরমিয়কে বললেন, "তোমাদের জন্য আমার পরিকল্পনার কথা আমিই জানি, তা তোমাদের মঙ্গলের জন্য, ক্ষতির জন্য নয়। সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তোমাদের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হবে। তখন তোমরা আমাকে ডাকবে ও আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর আমি তোমাদের কথা শুনব," (যিরঃ২৯ঃ১১-১২) আরো একবার ইযিকিয়েল ৩৬ এ আমরা পড়েছি খোদার স্পষ্ট, ইতিবাচক এবং শর্তহীন ওয়াদা গুলো যা মাবুদ করেছেন ইস্রাইলের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্যে, তথপি এই একই অধ্যায়ে ৩৭পদে আমাদেরকে বলা হয়েছে,"

এখানে মুনাজাতের পদ্ধতি হলো ঃ মাবুদ তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করেন তা নয়, কিন্তু সেটি সম্পাদিত হতে পারে তার নিজস্ব ভাল সময় এবং পন্থায়। এটা এজন্যেই যে, মাবুদ কিছু বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেগুলো আমরা চাইতে পারি নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খোদার অভিপ্রায় হলো যে, তাঁর ইচ্ছা সম্পাদিত হবে তাঁর নিয়োজিত মাধ্যমে মাধ্যমে। এবং তা তিনি তাঁর লোকদেরকে করবেন তাঁর উপযুক্ত সময়ে এবং তা হলো আবেদন এবং সর্নিবন্ধ অনুরোধের এর মাধ্যমে খোদার পুত্র কি নিশ্চিত জানতেন না যে তাঁর মৃত্যু এবং পূর্নরূত্থানের পর তিনি পিতা কর্তৃক প্রশংশিত হবেন? নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন । তথাপি এই বিশেষ জিনিসটি আমরা তাকে চাইতে দেখতে পাই "আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করেছি। পিতা দুনিয়া সৃষ্টি হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।" (ইহো.১৭ঃ৫) তিনি কি জানতেন না যে তাঁর কোন লোকই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না? তবু তিনি পিতার কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে (ইহো.১৭ঃ১১)

পরিশেষে , এটা বলা উচিত যে খোদার ইচ্ছা অপরিবর্তনীয়, এবং আমাদের কান্নার দ্বারা তা পরিবর্তীত হয় না। যখন খোদার হৃদয় কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের দিকে থাকে না, তখন যে সব লোকদের প্রবল আগ্রহ আছে তার প্রতি তাদের আকুল এবং বিনীত মুনাজাতও খোদার হৃদয়কে পরিবর্তিত করতে পারে না।তখন মাবুদ আমাকে বললেন, মুসা ও শামুয়েল ও যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তবুও আমার দিল এই লোকদের জন্যে নরম হবে না। আমার সামনে থেকে তুমি এদের বিদায় কর, তারা চলে যাক।" (যিরমিয়.১৫ঃ৭) , ওয়াদাকৃত ভূমিতে প্রবেশের জন্যে মুসার প্রার্থনা এই রকম একটি বিষয়।

মুনাজাত বিষয়ক আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃরালোচনা করা দরকার এবং এই বিষয়ে কিতাবের শিক্ষার সাথে সামন্জস্য আনয়ন করা দরকার। সচরাচর বিদ্যমান ঐধারায় মনে হয় যে, আমি খোদার কাছে আসি এবং আমার যা প্রয়োজন তা আমি তাঁর কাছে চাই, এবং আমি প্রত্যাশা করি যে, আমি যা চেয়েছি তিনি তা আমাকে দিবেন। কিন্তু এটি অত্যান্ত অসম্মানকর এবং অবমাননাকর একটি ধারনা। জনপ্রিয় বিশ্বাস মাবুদকে পরিগণিত করে একজন চাকর হিসাবে, আমাদের চাকর যে আমাদের আদেশ পালন করে, আমাদের সন্তুষ্টি সম্পাদন করে এবং আমাদের অভিলাষকে অনুমোদন করে। না, মুনাজাত হলো খোদার কাছে আসা, তাঁকে আমার প্রয়োজন জানানো খোদার কাছে আমার পথকে সমর্পন করা , তাঁর কাছে যা উত্তম মনে হয় তাঁকে তা সম্পাদন করতে দেওয়া আমার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার কাছে অবনত করে। কোন মুনাজাতই খোদার কাছে সন্তোষজনক নয় যদি না মোনাজাতের আত্না "আমার ইচ্ছা নয় বরং তোমার ইচ্ছাই সম্পাদিত হউক।" যখন মাবুদ কোন প্রার্থনাকারী জনসাধারণের প্রতি করুণা বর্ষন করেন, এটি তাদের মুনাজাতের জন্যে নয়, যেন তিনি এগুলোর দ্বারা আগ্রহী এবং পরিবর্তিত হয়েছেন, এবং এটি তাঁর নিজেরই জন্যে, এবং তাঁর নিজস্ব সার্বভৌম ইচ্ছা এবং খুশীর জন্যে। যদি বলা হয় তাহলে মুনাজাতের উদ্দেশ্য কি? উত্তর হলো, এটি একটি পন্থা এবং প্রক্রিয়া যা মাবুদ মনোনীত করেছেন তাঁর লোকদেরকে রহমতের সুফল প্রদানের জন্য। যদিও তিনি ইচ্ছা করেছেন প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে ওয়াদা করেছেন, তথাপি তিনি তাঁর লোকদের দেবার জন্যে অন্বেষণ করবেন । চাওয়া হলো একটি কর্তব্য এবং বিশেষ অধিকার যখন

তারা মুনাজাতকারী আত্নার মাধ্যমে রহমত প্রাপ্ত হয়, এটি বলা যায় এবং এমন দেখায় যেন, মাবুদ চাচ্ছেন যে ভাল জিনিসগুলো চাওয়া হয়েছে তা প্রদান করতে, যা সর্বদা চাওয়া উচিত খোদার ইচ্ছার কাছে সমর্পন করে, এই বলে," "আমার নয় বরং তোমার ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হউক"। (ইনজিল)

যে পান্থাটা এই মাত্র তোলে ধরা হলো আমাদের আত্নার শান্তির জন্যে তার ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। যে বিষয়টি বিশ্বাসীদেরকে অন্যসব বিষয়ের চেয়ে বেশী পীড়াদেয়, তা হলো উত্তর হীন মুনাজাত। তারা খোদার কাছে কোন কিছু চেয়েছে যতদূর তারা বিচার করতে সক্ষম হয়েছে, তারা বিশ্বাসের মাধ্যমে চেয়েছে, এই বিশ্বাসে যে তারা যে বিষয়ের জন্যে বিনীত অনুরোধ রয়েছে তা তারা পাবে। তারা সততার সাথে এবং বার বার চেয়েছে, কিন্তু উত্তর আসেনি অনেক ক্ষেত্রে ফলাফলটা হলো মুনাজাতের প্রত্যাশিত ফলাফলের কারণে তাদের বিশ্বাস দূর্বল হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আশা নিরাশায় পরিণত হয় এবং একই সাথে করুণার সিংহাসনকে অবহেলা করা হয়। ইহা কি এই রকম নয়? এবং এটা কি আমাদের পাঠকদেরকে বিস্মিত করবে, যখন আমরা বলি যে, প্রত্যেকটি প্রকৃত মুনাজাত যা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খোদার কাছে করা হয়েছে তার উত্তয় প্রদত্ত হয়েছে? এখনো আমরা তা কোন ইতস্তত বোধ ছাড়াই স্বীকার করি। কিন্তু ইহা বলে আমরা অবশ্যই মুনাজাতের সংজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করব। চলুন আমরা এটি পুনরাবৃত্তি করি। মুনাজাত হলো খোদার সান্নিধ্যে আসা, তাঁকে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলা(অথবা প্রয়োজন অথবা অন্য কিছু), আমাদের পথকে খোদার পথের কাছে সমর্পন করা, এবং তারপর তাঁর দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয় তা তাঁকে করতে দেয়া। মাবুদ যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন এটা তাকে সে ভাবেই উত্তর দিতে দেয়া এবং প্রায়ই তাঁর উত্তর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে লোকদের কাছে যা গ্রহণ যোগ্য তা থেকে, কিন্তু তথাপি, যদি আমরা আমাদের প্রয়োজন তাঁর হাতে অর্পন করি, তিনি নিশ্চয়ই তিনি মানুষের মুনাজাতের উত্তর দিবেন। চলুন আমরা দুটি দৃষ্টান্তের দিকে তাকাই। ইউহোন্না ১১তে আমরা লাসারের অসুস্থতার কথা পড়েছি। প্রভু তাকে ভালবাসলেন, কিন্তু তিনি বিথানীতে অনুপস্থিত ছিলেন। বোনেরা প্রভুর কাছে একজন বার্তা বাহক পাঠালেন তাঁকে তাদের ভাইয়ের অবস্থার কথা জানানোর জন্যে। এবং সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করুন

কিভাবে তাদের আবেদন বর্ণিত হয়েছে," প্রভু, দেখুন, যাকে আপনি ভালবাসেন সে অসুস্থ" এইটুকু তারা তাঁকে বলেনি লাসারকে আরোগ্য দান করুন। তারা তাঁকে অনুরোধ করেননি তাড়াতাড়ি বেথানিতে আসার জন্য। তারা কেবল তাদের প্রয়োজন তাঁর সমীপে তুলে ধরলেন। বিষয়টি তাঁর হাতে অর্পণ করলেন, এবং তিনি যা ভাল মনে করেন তা তাঁকে করতে দিলেন। এবং আমাদের প্রভুর উত্তর কি ছিল? তিনি কি তাদের আবেদনে সারা দিয়ে ছিলেন এবং তাদের অব্যক্ত অনুরোধের উত্তর দিয়েছিলেন? নিশ্চিতভাবেই তিনি দিয়েছিলেন, যদিও তারা যে ভাবে আশা করেছিল সেভাবে নয়। তিনি অবস্থান করে তিনি উত্তর দিলেন তখন যেখানে ছিলেন সেখানে আরো দু'দিন রয়ে গেলেন" (ইহো.১১ঃ৬)

এবং লাসারকে মরতে দিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় এটাই সব কিছু ছিল না। পরবর্তিতে তিনি বেথানীতে গেলেন এবং মৃত্যু থেকে লাসারকে জীবিত করলেন। প্রয়োজনের সময়ে খোদার প্রতি বিশ্বাসীদের যথাযথ মনোভাব বর্ণনা করাই এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য। পরবর্তী দৃষ্টান্তে খোদার অভাবী শিষ্যদের প্রতি খোদার উত্তরের প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ২করিন্থীয় ১২ এর প্রতি মনোনিবেশ করুন। প্রেরিত পৌলকে অশ্রুত সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল তিনি বেহেস্তে উঠানো হয়েছিল। তার কানগুলো শ্রবণ করেছিল এবং তার চোখগুলো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যা অন্য কোন মানুষ মৃত্যুর এই দৃশ্য শুনেওনি দেখেও নি। এই বিস্ময়কর রহস্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল প্রেরিতের সহ্য ক্ষমতার বাইরে। তার অসাধারণ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি গর্বেস্ফীত হওয়ার বিপদে ছিলেন। এই জন্য মাংসের মধ্যে তিনি কাঁটা পাঠালেন শয়তানের দূত আঘাত করল পাছে সে অতি উর্ধ্বে উত্তোলিত হয়। এবং প্রেরিত তার প্রয়োজন খোদার সমীপে উপস্থাপন করলেনঃ তিনি তিন বার খোদার কাছে মিনতী করলেন যে, মাসংস্থিত এই কাঁটা অপসারণ করার জন্য। তার মোনাজাতের কি উত্তর দেওয়া হয়েছিল? নিশ্চিতভাবেই , যদিও তিনি যেভাবে চেয়ে ছিলেন সেভাবে নয়। কাঁটাটি অপসারণ করা হয়নি কিন্তু অনুগ্রহ করা হয়েছিল যাতে সহ্য করা যায়। বোঝা উত্তোলন করা হয় নি, কিন্তু শক্তি দেয়া হয়েছিল তা বহন করার।

কেউ কি আপত্তি করবেন যে, এটা আমাদের বিশেষ অধিকার যে, খোদার সমীপে আমাদের প্রয়োজন উপস্থাপনের চেয়েও বেশি কিছু করার প্রয়োজন আছে?

আমাদের কি মনে হয় যে , মাবুদ আমাদেরকে খালি চেক দিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তা পূরণ করার জন্যে? এটা কি বলা হয়েছে খোদার ওয়াদা হলো সর্ব অন্তভূক্তকারী এবং আমরা খোদার কাছে চাইব যা আমরা ইচ্ছা করি ? যদি তাই হয় আমাদেরকে অবশ্যই মূল বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়ার দরকার যে, কোন বিষয়ে যদি আমরা খোদার পূর্ণ হৃদয়কে বুঝতে চাই তাহলে কিতাবের সাথেই কিতাবকে তুলনা করা প্রয়োজন। এবং যদি তা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাব যে মাবুদ মোনাজাতকারী আত্মাদের প্রতি যে ওয়াদাগুলো করেছেন এই বলে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে যদি আমরা কোন কিছু তার ইচ্ছানুসারে চাই, তিনি শুনে থাকেন (১ইহো.৫:১৪) প্রকৃত মানুষ হলো খোদার সাথে যোগাযোগ করা যাতে তাঁর এবং আমাদের হৃদয়কে খোদার চিন্তায় পূর্ণ করতে তাঁর কি প্রয়োজন? তখন ফলশ্রুতিতে তাঁর ইচ্ছাই হবে আমাদের ইচ্ছা । তখনই এখানে খোদার সারর্ভৌমত্ব এবং বিশ্বাসীদের মুনাজাতের মিলন স্থল যদি আমরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু চাই তবে তিনি আমাদের কথা শোনেন যদি আমরা এভাবে না চাই তাহলে তিনি আমাদের কথা শোনেন না। যেমন প্রেরিত ইয়াকুব বলেছেন", "কিন্তু ঈসা মসীহ কি তাঁর শিষ্যদেরকে বলেননি "আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদেরকে দেবেন " (ইহো.১৬:২৩) তিনি বলেছিলেন, কিন্তু এই ওয়াদা মুনাজাতকারী আত্মাদেরকে স্বেচ্ছামত কাজ করার অধিকার দেয় না। আমাদের প্রভুর এই কথাগুলো প্রেরিত ইহোন্নার কথাগুলোর সাথে যথাযথ সাম্জস্য বিধান করে। "যদি আমরা তাঁর ইচ্ছামত চাই তবে তিনি আমাদের কথা শোনেন," যা চাইতে হয় মসীহের সাথে অবশ্যই এটি মুনাজাতের পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি কিছু আমাদের বিনীত প্রার্থনার সাথে কেবল এই শব্দগুলোর সংযোজন" "মসীহের নামে"। খোদার কাছে মসীহের নামে কোন কিছুর জন্যে আবেদন অবশ্যই মসীহের সাথে সামাঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া দরকার। খোদার কাছে মসীহের নামে কোন কিছু চাওয়া হলো যেন স্বয়ং মসীহ হলেন মিনতীকারী। আমরা কেবল খোদার কাছে প্রার্থনা করতে পারি যা মসীহ হয়ত প্রার্থনা করতেন। মসীহের নামে চাওয়া হলো আমাদের নিজস্ব ইচ্ছাকে একপাশে রেখে দিয়ে, খোদার ইচ্ছা গ্রহণ করা।

আসুন এবার আমরা আমাদের মুনাজাতের সংজ্ঞার সম্প্রসারণ করি। মুনাজাত কি? মুনাজাত যতটা না একটা কাজ তার চেয়ে বেশি হলো এটি একটি মনোভাব নির্ভরশীলতার মনোভাব খোদার উপর শির্ভরশীলতা মুনাজাত হলো সৃষ্টির দূর্বলতার স্বীকারোক্তি, হ্যাঁ অসহায়ত্বের মুনাজাত হলো আমাদের প্রয়োজনের স্বীকারোক্তি এবং তা খোদার সমীপে উপস্থাপন করার। আমরা বলি না যে এটা মুনাজাতের সব কিছু না তা নয়। কিন্তু এটি হলো মুনাজাতের জরুরী এবং প্রাথমিক উপাদান। আমরা নিঃসংকুচে স্বীকার করছি যে, একটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা মুনাজাতের সংজ্ঞা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অথবা যে কোন সংখ্যার শব্দের মধ্যে মুনাজাত হলো একটি মনোভাব এবং একটি মানবীয় কর্ম এবং তাতে একটি বেহেস্তী উপাদানও রয়েছে, কিন্তু এটি স্বীকার করে নিয়ে আমরা পুনরায় নিশ্চিত করতে চাই যে মুনাজাত হলো মৌলিক ভাবে খোদার প্রতি নির্ভরশীলতার একটি মনোভাব। অতএব মুনাজাত হলো খোদার প্রতি হুকুম করার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ মোনাজাত হলো নির্ভরশীলতার একটি মনোভাব , যে প্রকৃত ভাবে মুনাজাত করে সে আত্মসর্ম্পনকারী বেহেস্তী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন কারী। এবং বেহেস্তী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন বলতে বুঝায় যে, আমরা সন্তোষ্ট আমাদের প্রয়েজনের সর্বরাহ তাঁর নিজস্ব সার্বভৌম সন্তুষ্টির আদেশে হয়ে থাকে । এবং সে জন্যেই আমরা বলি যে, এই প্রত্যয়ে খোদার কাছে প্রত্যেক মুনাজাতেরই উত্তর অবশ্যই মেলে অথবা তাঁর কাছ থেকে জবাব আসে।

এখানে এটাই হলো আমাদের প্রারম্ভিক প্রশ্নের উত্তর এবং আপত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান সমস্যার কিতাবী সমাধান মোনাজাত খোদাকে তার অভিপ্রায়ের পরিবর্তন ঘটানোর অনুরোধ অথবা তাকে নুতন আর একটি পরিকল্পনা করার জন্য নয়। মুনাজাত হল খোদার উপর নির্ভরশীলতার মনোভাব ধারন করা,তাঁর সমীপে আমাদের প্রয়োজন উপস্থাপন করা। এবং ঐ সব জিনিস চাওয়া যা তাঁর ইচ্ছা মত অতএব বিশ্বাসীদের মুনাজাত এবং বেহেস্তী কর্তৃত্বের মধ্যে কোন অসমানজসতা নেই। এ অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তা থেকে ভুল উপসংহারে উপনীত হবার বিরুদ্ধে পাঠকদের নিরাপত্তার জন্যে একটি সাবধান বাণী উচ্চারন করব। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে এখানে আমরা মুনাজাত বিষয়ক সমগ্র

কিতাবের শিক্ষার সার সংক্ষেপের অন্বেষণ করি নি , কিংবা এরকম ধারনা স্থির করিনি যে মুনাজাতের সমস্যাগুলো সাধারনভাবে আলচনা করব। তার পরিবর্তে খোদার সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বাসীদের মুনাজাতের সম্পর্ক বিবেচনার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে কম বেশী সীমাবদ্ধ রেখেছি। যা আমরা লিখেছি তা প্রধানত আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য যা মুনাজাতের মানবিক উপাদানগুলোকে এত জোরালো করে যে বেহেস্তী দিকটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিলীন হয়ে যায়।

ইয়ারমিয়া ১০ঃ২০ এ আমাদেরকে বলা হয়েছে, আমি জানি মানুষের জীবন পথ তার নিজের নয় তার পায়ের ধাপ নির্দেশ করাও তার কাজ না।” তারপরও তার অনেক প্রার্থনা মানুষ অধার্মিক ভাবে মাবুদকে তার পথে পরিচালিত করার আশা করে এবং তার কি করা উচিত এমনকি গুরত্ব আরোপ করে যে, সে (মানুষ) দুনিয়া ও মন্ডলীর বিষয় পরিচালনা করতে তা হলে মানুষ অতি শীঘ্র দেখতে পেত না যা আছে তা থেকে ভীন্ন কিছু। ইহা অস্বীকার করা যাবে না ঃ

কেহ যে কোন আত্মীক দূরদর্শিতা দ্বারা আদৌ দেখতে ব্যার্থ হন না আমাদের বর্তমানে অনেক মুনাজাতের সভায় এই প্রবনতাকে যেখানে মাংস রাজত্ব করে আমরা এই শিক্ষা লাভে কত

ধীর যে অহংকারী সৃষ্টির প্রয়োজন হাঁটু গেড়ে বসা এবং নিজেকে ধুঁলিতে অবনত করা এবং এখানেই মুনাজাতের কাজ আমাদের কে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু মানুষ (তার প্রকৃতিগত বিপদগামিতা দ্বারা) পাদানিকে সিংহাসনে পরিণত করে যেখান থেকে সে সানন্দে সর্ব শক্তিমান মাবুদকে পরিচালনা দেবে তাঁর কি করা উচিত। দর্শকদেরকে এই প্রেরণা দেয়ে যে যদি মাবুদের অর্ধ করুণা ও তাদের উপর থাকে যারা মুনাজাত করে তাদের সবাইকে শীঘ্র সঠিক স্থানে রাখা হবে। এইরকম হলো আদি প্রকৃতির অহংকার এমনকি খোদার সন্তানদের মাঝেও। এই অধ্যায়ে আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো মুনাজাতের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনকে সমর্পনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা , আমাদের ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছার কাছে। কিন্তু এটি অবশ্যই বলা উচিত এই অধ্যায়ে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমাদের ইচ্ছাকে মুনাজাতে খোদার কাছে সমর্পনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে মুনাজাত

আত্মীক অনুশীলনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু যান্ত্রিক কার্য সম্পাদন থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন কিছু , মুনাজাত হলো স্বর্গীয় প্রদত্ত মাধ্যম যার দ্বারা হয়ত আমরা খোদার কাছ থেকে পেতে পারি আমাদের মুনাজাতের জিনিসটি সরবরাহ করা হয়েছে যাতে আমরা এমন জিনিস চাই যা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। এই পৃষ্ঠগুলো বৃথাই লিখা হয়েছে যদি না তা লেখক এবং পাঠককে পরিচালিত করে আগ্রহসহকারে চিৎকার করতে, “প্রভু তুমি আমাদেরকে শিক্ষা দাও মোনাজাত করতে।”(লূক.১১ঃ১)

অধ্যায়-৯

মাবুদের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব

“yq J KkfJ, §fJoJr A~JofA FaJ yP~PZ,”(মথি.১১ঃ২৬)

পূরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা যে মহান সত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের জীবনে ইহার বাস্তব প্রয়োগে মাবুদের কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই মতবাদের গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করব, কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে খোদার কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রতিটি সত্য মাবুদের কালামের প্রকাশিত হয়েছে তা শুধুমাত্র আমাদেরকে জানানোর জন্যে নয় কিন্তু আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্যও। আমাদেরকে পবিত্র কিতাব দেওয়া হয়েছে অলস আগ্রহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় কিন্তু আমাদের আত্মার উন্নয়নের জন্য। খোদার কর্তৃত্ব অদৃশ্য নীতির চেয়ে অনেক বেশি কিছু যা বেহেস্তী শাসনের ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করে। ইহা আমাদেরকে মাবুদ ভীতির দিকে পরিচালিত করে ইহা আমাদেরকে জানানো হয়েছে যাতে আমরা সৎ জীবনে বেড়ে উঠতে পারি, ইহা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আমাদের বিদ্রোহী অন্তর খোদার প্রতি বাধ্য হয়। খোদার কর্তৃত্বে প্রকৃত উপলব্ধি আমাদেরকে এত বেশি বিনয়ী করে যা আর কোন কিছু করতে পারে না, এবং খোদার সামনে আমাদের অন্তরকে একনিষ্ঠভাবে বশে আনে আমাদের নিজ ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে সাহায্য করে এবং বেহেস্তী ইচ্ছা বুঝতে পারা এবং সম্পাদনই তখন আমাদের আনন্দের বিষয় করে তুলে।

যখন আমরা খোদার কর্তৃত্বের কথা বলি তখন আমরা ইহা দ্বারা খোদার শাসকীয় ক্ষমতার ব্যবহারের চেয়ে বেশি কিছু বুঝিয়ে থাকি, যদিও বর্ণনায় ইহা অন্তভূক্ত

আছে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে মন্তব্য করেছি যে খোদার কর্তৃত্ব হলো খোদার অস্থিত্বও। এই বইয়ের শিরোনামের গভীরও সম্পূর্ন অর্থ হল যাঁর সন্তুষ্টির সাধন করা হয় এবং যার ইচ্ছা সম্পাদন করা হয় তাঁর অস্বিত্ব ও প্রকৃতি ব্যাখা করা। প্রকৃতপক্ষে মাবুদের কর্তৃত্বকে বুঝতে পারা হল কর্তৃত্বকারী যিনি তাঁর দিকে থাকিয়ে থাকা। ইহা হল মহিমান্বিত “বেহেস্তী গৌরবের” সামনে আসা। ইহা হল সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী পবিত্র ত্রিত্ব মাবুদের দিকে তাকানো। এই রকম ভাবে তাকানোর ফল কেমন তা হয়ত জানা যেতে পারে ঐ সমস্ত আয়াত থেকে যেখানে বর্ণিত আছে বিভিন্ন মানুষ কিভাবে খোদার দিকে তাকানোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আইয়ুব নবীর অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য করুন যার সম্পর্কে মাবুদ নিজে বলেছেন “ মাবুদ তখন শয়তানকে বললেন, আমার গোলাম আইয়ুবের দিকে কি তুমি লক্ষ্য করেছ দুনিয়াতে তাঁর মত আর কেউ নেই। সে নির্দোষ ও সৎ। সে আমাকে ভয় করে এবং খারাপী থেকে দূরে থাকে।”(আইয়ুব.১ঃ৮) আইয়ুব কিতাবের শেষের দিকে আইয়ুব নবীকে আমাদের কাছে প্রদর্শন করা হয়েছে বেহেস্তী পরিবেশে এবং যখন তাকে জেহোভার মুখো-মুখী আনা হল তখন সে নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করল ? শুনোন সে কি বলে

ছিল ঃ “আগে আমার কান তোমার কথা শুনেছে, কিন্তু এখন আমার চোখ তোমাকে দেখল। কাজেই আমি যা বলেছি তা এখন ফিরিয়ে নিচ্ছি, আর ধুলা ও ছাইয়ের মধ্যে বসে তরবা করছি”(আইয়ুব ৪২ঃ৫,৬) এইভাবে মাবুদের প্রতি দৃষ্টি ভয় ও শ্রদ্ধাপূর্ন গৌরবে মাবুদ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন , যার ফলে আইয়ুব নিজেকে শুধু ঘৃণাই করল না কিন্তু বরং সর্বশক্তিমানের সামনে নিজেকে নিচু করল।

নবী ইশাইয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ তার ভবিষ্যদ্বানীর ছয় অধ্যায়ে আমাদের সামনে একটি দৃশ্যকে তুলে ধরা হয়েছেএমন দৃশ্য পবিত্র কিতাবেও খুব কম আছে। নবী মাবুদকে সিংহাসনে বসা অবস্থায় দেখতে পান, একটি সিংহাসন “যা উর্ধ্বে স্বগৌরবে” অবস্থান করছে। সেই সিংহাসনের চার পাশে ফেরেস্তারা দাঁড়িয়ে তাদের মুখ ঢেকে বলছে, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।” নবীর উপর এই দৃশ্যের প্রভাব কেমন? আমরা পড়ি”,“তখন আমি বললাম, “হায়, আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম, কারণ আমার মূখ নাপাক এবং আমি এমন

লোকদের মধ্যে বাস করি যাদের মূখ নাপাক। আমি নিজের চোখে বাদশাহকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে দেখেছি।" (ইশাইয়া.৬ঃ৫)। বেহেস্তী রাজার প্রতি দৃষ্টি ইশাইয়াকে ধুঁলিতে নামিয়ে দিয়েছিল, এবং ইহা যা থাকে করেছিল তা হল সে যে কিছুই না এই উপলব্ধি তার মধ্যে আসল।
আরেক বার নবী দানিয়েলের দিকে লক্ষ্য করুন। জীবনের শেষ দিকে মাবুদের এই লোক প্রভুকে বেহেস্তী দর্শনে দেখে ছিল। তিনি তাঁর গোলামের নিকট মানব রূপে দেখা দিলেন, তাঁর পড়নে ছিল মসীনার কাপড় এবং খাঁটি সোনার কোমর বন্ধনী ছিল যা পবিত্রতা এবং খোদার গৌরবের চিহ্ন।
আমরা পড়ি যে, "তাঁর শরীর বৈদূর্যমণির মত, মুখ বিদ্যুতের মত, চোখ জলন্ত মশালের মত, হাত-পা পালিশ করা ব্রোঞ্জের উজ্জ্বলতার মত এবং তাঁর স্বর জমায়েত হওয়া অনেক লোকের আওয়াজের মত।" (দানিয়েল.১০ঃ৬) তারপর দানিয়েল তার নিজের উপর এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের উপর সেই দর্শনের প্রভাবের কথা বলল। (দানিয়েল ১০ঃ৭-৯) আবারও আমাদেরকে দেখানো হয়েছে যে সৃষ্টি যখন সৃষ্টিকর্তার দর্শন লাভ করে তখন তার সমস্ত শক্তি নিঃস্তেজ হয়ে পড়ে, এবং এর ফলে মানুষ তারস্রষ্টার সামনে নিজেকে ধুঁলিতে অবনত করে। তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ্য কর্তার প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? আমরা উত্তর দেই,

১। তাদের একটি হলো খোদা ভীতি ঃ

অধিকাংশ আজকের দিনের মানুষ কেন আত্মীক এবং চিরস্থায়ী বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী এবং তারা খোদার চেয়ে আমোদ-ফুর্তি করাকে বেশি ভালবাসে? এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও কেন লাখ লাখ মানুষ তাদের আত্মার মঙ্গলের ব্যাপারে উদাসীন? বেহেস্তের প্রতি অবাধ্যতা কেন এত প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং ভয়হীন? উত্তর হল, "তারা খোদাকে ভয়ও করে না।"(রোম.৩ঃ১৮)
আবার যুগের এই শেষ সময়ে কিতাবের কর্তৃত্বকে দুঃখজনকভাবে এত নিচু করা হয়েছে কেন? এমনকি যারা নিজেদেরকে খোদার লোক বলে দাবী করে তারাও কেন তাঁর কালামের এত কম অধীনতা স্বীকার করে, ইহার নীতি বাক্যকে এত সম্মান দেখানো হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়? হায়!

আজকের দিনে যে বিষয়টির উপর জোর দেয়ার দরকার তা হল মাবুদ হলেন এমন মাবুদ যাকে ভয় করা উচিত । "সদাপ্রভুর প্রতি ভক্তিপূর্ন ভয় জ্ঞানের শুরু"। (হিতো.১ঃ৭) সেই আত্মা রহমতের মধ্যে আছে যে এক পলক মাবুদের গৌরব দেখে তাঁর প্রতি ভক্তিপূর্ন ভয়ে পূর্ন হয়েছে। সে দেখেছে মাবুদের ভয় জাগানো মহানুভতা অবর্ণনীয় পবিত্রতা, তাঁর খাঁটি ধার্মিকতা , তাঁর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা তাঁর স্বাধীন করুণা। কেউ কি বলে , "কিন্তু শুধুমাত্র নাজাত না প্রাপ্ত লোকজন, যারা মসীহ থেকে দূরে আছে তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা ?" তাহলে উপযুক্ত উত্তর হল এই যে নাজাত প্রাপ্ত লোকেরা যারা মসীহের মধ্যে আছে, তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে তারা যেন "ভয় ও কঁম্পনের " সহিত নিজেদের নাজাতের জন্য কাজ করে। এমন এক সময় ছিল যখন সাধারণভাবে প্রচলিত একটি রীতি ছিল বিশ্বাসীদের "খোদা ভীরু লোক" বলে ডাকা হত এখন এইরকম নাম প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং শুধুমাত্র প্রদর্শন করে আমরা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় পৌঁছেছি। তথাপি, এখনও পর্যন্ত লিখা আছে ,"সন্তানদের প্রতি আব্বার যেমন মমতা আছে তেমনি তাঁর ভক্তদের উপর তাঁর মমতা আছে।" (গীত.১০৩ঃ১৩) যখন আমরা মাবুদের প্রতি ভয়ের কথা বলি তখন আমরা অবশ্যই হীন ভয়ের কথা বলি না যেমন অধার্মিকেরা তাদের দেবতাকে ভয় করে। না , আমরা এমন আত্মার কথা বলছি যাকে আর্শীবাদ করার কথা খোদা প্রতিজ্ঞা করেছেন, এইরকম আত্মার কথাই নবী উল্লেখ্য করেছেন যখন তিনি বলেছেন ,"এই সব জিনিস আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি আর তাই এই সব হয়েছে। যে লোক নম্র,যার মন ভেংগে চুরমার হয়েছে এবং যে আমার কথায় কাঁপতে থাতে তাকে আমি ভাল চোখে দেখব। " (ইশাইয়া.৬৬ঃ২)
এই প্রেরিতের দর্শন ও এমন ছিল যখন তিনি লিখেছিলেন ," "স্বাধীন লোক হিসাবে জীবন কাটাও, কিন্তু দুষ্টতা ঢাকবার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার কোরো না, তোমাদের ঈমানদার ভাইদের মহব্বত কর, আল্লাহকে ভয় কর, সম্রাটকে সম্মান কর।" (১পিতর.২ঃ১৭) এবং খোদার স্বাধীন গৌরবকে বুঝতে পারা যেমন খোদার ভীরুতাকে উৎসাহীত করে এমন আর কিছু করতে পারে না। খোদার কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? আমরা আবারও উত্তর দেই,

২। তাদের একটি হলো একনিষ্ঠ্য বাধ্যতা ঃ

খোদার দর্শন আমাদেরকে আমাদের নগন্যতা ও তুচ্ছতা বুঝতে সাহায্য করে এবং নিজেদেরকে খোদার হাতে ছেড়ে দেয়ার এবং তাঁর উপর নির্ভরতার একটি মনোভাবের জন্ম দেয় । অথবা এভাবে বলা যায় বেহেস্তী গৌরবের দর্শন হতে খোদা ভূরু আত্মার জন্ম হয় এবং পর্যায়ক্রমে ইহা বাধ্যতায় পথ চলার সৃষ্টি করে এখানেই রয়েছে আমাদের সহজাত মন্দ অন্তরের জন্য বেহেস্তী প্রতিশেধক। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ নিজেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং আত্মনির্ভরশীল এক কথায় অহংকারী ও বিদ্রোহী। কিন্তু আমরা যেহেতু মন্তব্য করেছি , সবচেয়ে বড় সংশোধনকারী হল সর্বশক্তিমান মাবুদের দিকে দৃষ্টিপাত করা, কারণ কেবল ইহা আসলেই মানুষকে বিনীত করে। মানুষ হয়ত নিজেকে না হয় মাবুদকে নিয়ে গর্ব করবে। মনিুষ বেঁচে থাকবে হয়ত নিজের সন্তুষ্টি এবং সেবা করার জন্য অথবা খোদার সন্তুষ্টি ও সেবা করার জন্য। কেহই দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না।

অশ্রদ্ধা অবাধ্যতার জন্ম দেয়। মিশরের অহংকারী রাজা বলেছিলেন, "কিন্তু ফেরাউন বললেন, "কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তাঁর হুকুম মেনে বনি-ইসরাইলদের যেতে দেব? এই মাবুদকেও আমি চিনি না আর ইসরালীয়দেরও আমি যেতে দেব না।" (যাত্রা.৫ঃ২) ফেরাওনের কাছে ইব্রানীদের মাবুদ ছিল শুধুমাত্র অনেক দেবতার মধ্যে একজন, শক্তিহীন জড় পদার্থ যাঁর সেবা করা এবং যাঁকে ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। সে কত বড় ভূল করেছিল এবং সেই ভূলের জন্য তাকে কি তিক্ত মাশুল দিতে হয়েছিল, তা সে খুব শীঘ্রই জানতে পেরে ছিল, অশ্রদ্ধার ফলে ফেরাওনের মধ্যে বিদ্রোহী আত্মার জন্ম হয়েছিল এবং বেহেস্তী সত্ত্বার গৌরব ও কর্তৃত্বের বিষয়ে অজ্ঞতার ফল হল অশ্রদ্ধা। এখন যদি অশ্রদ্ধার ফলে অবাধ্যতার জন্ম তবে প্রকৃত শ্রদ্ধা বাধ্যতার জন্ম হয় দিবে এবং উন্নয়ন করবে। উপলব্ধি করতে পারা যে পবিত্র কালাম সর্ব শক্তিমানের প্রকাশিত বাণী আমাদের সাথে তাঁর আত্মার যোগাযোগ এবং আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছার সঠিক বর্ণনা হল বাস্তব ধার্মিকতার দিকে প্রথম ধাপ। বুঝতে পারা যে পবিত্র কিতাব খোদার বাণী এবং ইহার উপদেশ সর্বশক্তিমানের উপরদেশ, আমাদেরকে পরিচালিত করবে দেখার জন্য ইহাকে অবহেলা ঘৃণা করার পরিনাম কত ভয়াবহ। কিতাবকে আমরা যদি গ্রহণ করি আমাদের আত্মার প্রতি খোদার আহ্বান হিসাবে,

তবে আমরা গীত লেখকের সাথে চিৎকার করে বলব" "অন্যায় লাভের দিকে আমার অন্তর যেন না ফেরে, বরং তোমার কথার দিকে তুমি আমার অনন্ত ফিরাও।" (গীত.১১৯ঃ৩৬,১৩৩) একবার কালাম লেখকের কর্তৃত্বকে বুঝতে পারলে, তখন কিতাব থেকে উপদেশ ও অনুশাসন বাছাই ও পছন্দ করার মত আর কোন বিষয় থাকবে না, আমাদের পছন্দের সাথে মিলে এমন সব আদেশ আর বাছাই করব না, কিন্তু দেখা যাবে শর্তহীন ও সর্বান্তকরণে সমর্পন ছাড়া আর কোন কিছুই সৃষ্টির জন্য মানান সই নয়।

খোদার কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? আমাদের আরেকটি উত্তর ঃ

৩। তাদের আরেকটি হল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনঃ

খোদার কর্তৃত্বের সঠিক উপলব্ধি সমস্ত অভিযোগ দূর করবে। ইহা নিজেই প্রমাণিত , তথাপি বিষয়টি নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে। কষ্ট ও ক্ষতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা একটি স্বাভাবিক বিষয়। যে সমস্ত জিনিসের উপর আমরা আমাদের আশা স্থাপন করেছি সেগুলো থেকে বঞ্চিত হলে পর অভিযোগ করা একটি স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের সম্পদ শর্তহীন ভাবেই আমাদের আমরা তা মনে করতে খুবই তৎপর। আমরা অনুভব করি যে যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনা বুদ্ধিমত্তা ও পবিশ্রমের সহিত সম্পাদন করি তখন আমরা সফলতার অধিকারী হই, যখন কঠিন পরিশ্রম বলে আমরা প্রাচুর্য জমা করি তখন তা ধরে রাখা ও উপভোগ করার অধিকার আমাদের আছে, যখন আমরা একটি সুখী পরিবার আমাদের চার পাশে থাকে, তখন কোন শক্তিই ন্যায়সঙ্গত ভাবে ঐ সুখের রাজ্যে ঢুকে প্রিয়জনদের একজনকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, এবং যদি সত্যিই এমন কোন কিছু ঘটে বিশৃংখলা, দেওলিয়া হয়ে যাওয়া, মৃত্যু তাহলে মানুষের বিপথগামী অন্তরের স্বভাব হল খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা । কিন্তু যে করুণায় খোদার কর্তৃত্বকে বুঝতে পেরেছে, সে এমন কোন অভিযোগ করে না , এবং তাঁর পরিবর্তে বেহেস্তী ইচ্ছার কাছে মাথা নত করে স্বীকার করে যে আমাদের যেমন পাওনা তেমন শাস্তি তিনি আমাদের দেন নাই।

খোদার কর্তৃত্বের একটি প্রকৃত উপলব্ধি স্বীকার করবে যে আমাদের প্রতি যা ইচ্ছে তা করার জন্য খোদার পূর্ণ অধিকার আছে । সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার সন্তুষ্টির কাছে যে মাথা নত করে সে স্বীকার করবে যে তাঁর কাছে যা ভাল মনে হয় আমাদের প্রতি তা করার পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে । যদি তিনি অভাব , রোগ, প্রিয়জন বিয়োগ পাঠাতে পছন্দ করেন যখন হৃদয়ের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে রক্ত ঝড়বে, তখনও বলা হবে, "সমস্ত দুনিয়ার বিচারক কি ন্যায় বিচার করবেন না?" প্রায়ই একটি সংগ্রাম থাকবে, কারণ দুনিয়ার যাত্রার শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে একটি জাগতিক মন থাকে, কিন্তু যদিও তার বুকের ভিতর একটি সংগ্রাম থাকে, তাথাপি যে এই মহিমান্বিত সত্যের কাছে নিজেকে নত করেছে, তখনই সেই কণ্ঠস্বর শুনা যাবে যিনি বলতেছেন যেমন করে তিনি বহু আগে প্রচন্ড ঝড় কে বলেছিলেন, "শন্ত হও" তখন-ই ঝড় থেমে যাবে এবং বিনীত আত্মা জলভরা কিন্তু বিশ্বস্ত চোখ উপরে বেহেস্তের দিকে তুলবে এবং বলবে , "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। খোদার কর্তৃত্বকারী ইচ্ছার কাছে মাথানত করার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইস্রায়েলীয়দের মহা ইমাম এলির ইতিহাস থেকে ১শামূয়েল ৩ এ আমরা দেখতে পাই মাবুদ কিভাবে ছোট ছেলে শামূয়েলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এলির দু'ছেলের মন্দতার জন্য তাদেরকে হত্যা করবেন শামূয়েল পরের দিন বৃদ্ধ ইমামকে এই খবর দিয়েছিলেন ।

ধার্মিক পিতা-মাতার পক্ষে খুব বেশি গুপ্ত বিষয়ে চিন্তা করা কঠিন। তার সন্তানকে হঠাৎ মৃত্যু দ্বারা আঘাত করা হবে এই সংবাদ যে কোন পরিস্থিতিতে একজন পিতার জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা, কিন্তু জানতে পারা যে তার দুছেলে যারা বর্তমানে যুবক এবং মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তত বেহেস্তী বিচারে তাদের মৃত্যু হবে ইহা অবশ্যই হতবাক হবার বিষয় । তথাপি এলি যখন শামুয়েল এর নিকট থেকে এই দূঃখজনক সংবাদ শুনেছিল তখন তার প্রতিক্রিয়া কি ছিল? এই দুঃখজনক সংবাদ শুনার পর তার জবাব কি ছিল?

"তখন শামূয়েল আলীকে সব কথা খুলে বললেন, কিছুই লুকালেন না। তা শুনে আলী বললেন, "তিনি মাবুদ, তাঁর কাছে যা ভাল মনে হয় তিনি তা-ই করুন " (১শমূয়েল ৩ঃ১৮) এবং আর কোন কথা তার মূখ থেকে বের হয়নি? আশ্চার্যজনক বাধ্যতা। বিস্ময়কর আত্ম সমর্পন। মানুষের অন্তরের তীব্রতম

স্নেহকে বেহেস্তী করুণার শব্দ দ্বারা দমন করার একটি সুন্দর উদাহরণ এবং বিদ্রোহী ইচ্ছাকে বশীভূত করা, ইহাকে অদুঃখজনক মৌন সম্মতিতে নিয়ে আসা খোদার স্বাধীন সন্তুষ্টির বিষয়। একই রকম চমৎকার আর একটি উদাহরণ দেখা যায় নবী আইয়ুব এর জীবনে। সবার জানা ছিল যে, আইয়ুব খোদাকে ভয় করত এবং মন্দতাকে পরিহার করত । যদি কখনো কেউ বুদ্ধি পূর্বক বেহেস্তী তত্ত্বাবধানকে প্রত্যাশা করে থাকে তবে আমরা বলি মানুষের মধ্যে আইয়ুব ছিল সেই ব্যক্তি। তথাপি কত ন্যায় ভাবে ইহা তার প্রতি করা হয়েছিল? কিছু সময়ের জন্য , বর্ণনায় আছে যে সে খুব সুখে ছিল। মাবুদ তাকে তিন মেয়ে ও সাত ছেলে দিয়ে তার ঘর পূর্ণ করেছিলেন। তিনি তাকে পার্থিব বিষয় সম্পত্তি দিয়ে তার অনেক উন্নতি করলেন যতক্ষন পর্যন্ত না সে অনেক সম্পদের মালিক হল। কিন্তু হঠাৎ করে সূর্যের জীবন কাল মেঘের আরালে ঢাকা পড়ল । এক দিনের মধ্যে আইয়ুব শুধুমাত্র তার গরু বাছুর হারালো না , হারাল তার পুত্র ও কন্যাদেকেও। খবর আসল যে ডাকাতেরা তার গরু ছাগল নিয়ে গেছে এবং ঘর্নিঝড়ে তার ছেলে মেয়েও মারা গেছে। এই গুপ্ত সংবাদ সে কিভাবে গ্রহণ করল? তার মূল্যবান কথা শুনোন, "মাবুদই দিয়েছিলেন আর মাবুদই নিয়ে গেছেন" । সে জেহোভাব স্বাধীন ইচ্ছার কাছে মাথা নত করল। সে তার যন্ত্রনাগুলোর তাদের প্রথম কারণের দিকে ফিরে তাকাল। সে সাবায়ীয়দের পিছনে তাকাল যারা তার গুরুগুলো চুরি করে নিয়েগিয়ে ছিল এবং ঘূর্নিঝড়ের বাহিরে তাকাল যা তার ছেলে মেয়েকে হত্যা করেছিল, এবং মাবুদের হাতকে দেখতে পেয়ে ছিল। কিন্তু আইয়ুব কেবল খোদার কর্তৃত্বকেই চিনল না , সে তাতে আনন্দিতও হল। সে বলেছিল,"তার পর মাটিতে পড়ে আল্লাহকে সেজদা করে বললেন, মায়ের পেট থেকে আমি উলংগ এসেছি উলংগই চলে যাব। মাবুদেই দিয়েছেন আর মাবুদেই নিয়েগেছেন, মাবুদের প্রশংসা হোক।"(আইয়ুব১ঃ২১) আবারও আমরা বলি মধুর আত্ম সমর্পন । শ্রদ্ধা জাগানো আত্মসমর্পন।

খোদার কর্তৃত্বের প্রকৃত উপলব্ধি আমাদেরকে পরিচালিত করে আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনা খোদার ইচ্ছার কাছে ছেড়ে দিতে।

বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের একটি ঘটনার কথা লেখক স্মরন করেন, রাণী ভিক্টোরিয়া মারা গেলেন, এবং তার বড় ছেলে এডওয়ার্ড এর রাজ্যাভিষেক

এর তারিখ নির্ধারিত হল এপ্রিল,১৯০২। যত ঘোষনা পত্র পাঠানো হল তাদের সবগুলোতে দুটি ছোট অক্ষর বাদ পড়ল খোদার ইচ্ছা। মহা উৎসবকে যথাযোগ্য জাঁকজমকের সহিত উদযাপনের জন্য সমস্ত পরিকল্পনা ও আয়োজন সম্পন্ন করা হল। এই রাজকীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত রাজা ও বাদশারা নিমন্ত্রন পেল । রাজ কুমারের ঘোষনা তাতে ছাপা হল এবং বলা হল , কিন্তু লেখকের জানা মতে সেই নিমন্ত্রন পত্রের একটিতেও ডি, ভি অক্ষর ছিল না। অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল একটি নিদিষ্ট নির্ধারিত সময়ে পরলোকগত রানীর বড় ছেলে সপ্তম এডওয়ার্ড এর মুকুট পড়ানো হবে ওয়েস্ট মিনিষ্টর এবিতে। তার মাবুদ যখন তাতে হস্তক্ষেপ করলেন তখন মানুষের সমস্ত পরিকল্পনা বিফল হল। একটি দৃঢ় মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা গেল যিনি বলতেছেন, "তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে পরিকল্পনা করেছ" এবং রাজ কুমার এডওয়ার্ড এর এপেনটিসাইটিস হল এবং তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান কয়েক মাসের জন্য স্থগিত করা হল। মন্তব্য করা হয়েছে যে খোদার কর্তৃত্বের প্রকৃত অনুধাভন আমাদের পরিকল্পনা খোদার ইচ্ছার কাছে ছেড়ে দিতে সাহায্য। ইহা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে কাদা মাটির উপর বেহেস্তী কুমারে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে তাঁর নিজ রাজকীয় সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে ইচ্ছা গঠন করা। ইহা আমাদেরকে এখন এই সতর্ক বাণীর দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করে হায়! কত সাধারন ভাবে ইহাকে অবহেলা করা হয়, (ইয়াকুব.৪ঃ১৩-১৫) হাঁ, আমরা অবশ্যই কেবল খোদার ইচ্ছার কাছেই নত হব । তিনিই আমাকে বলে দিবেন আমি এই জায়গায় থাকব না ঐ জায়গায় থাকব (প্রেরিত.১৭ঃ২৬)। তিনি-ই নির্ধারণ করে দিবেন আমি কোন পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করব সম্পদের মধ্যে না দারিদ্রতার মধ্যে , সুস্বাস্থ্যে না রোগ শোকে। তিনি বলে দিবেন আমি কত দিন বেঁচে থাকব মাঠের ফুলের মত আমি কি যুবক বয়সে ঝড়ে পড়ব না সত্তর বছর বেঁচে থাকব। খোদার করুনায় কেবল এই শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তাঁর স্কুলে উপরের শ্রেণীতে উঠা যায় এবং এমন কি আমরা যখন মনে করি আমরা ইহা শিখেছি , তখন আমরা আবার দেখতে পাই যে আমাদের ইহা আবার শিখতে হবে।

৪। আরেকটি হল আন্তরিক ধন্যবাদ ও আনন্দ মাবুদের কর্তৃত্ব ঃ

এই সত্যের আন্তরিক উপলব্ধি অদৃষ্ট নীতির কাছে বিষন্নভাবে মাথা নত করার চেয়ে অনেক বেশি ভিন্ন কিছু উৎপাদন করে। এই নশ্বর জগতের দর্শন, "একটি খারাপ কাজ চরমতম খারাপভাবে করা" ছাড়া আর কিছু জানে না। কিন্তু বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাবুদের সর্বশ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে খোদা ভিরু সন্দেহ মুক্ত বাধ্যতা এবং সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পনই উৎপাদন করে না কিন্তু জবুর শরীফের লেখকদের সাথে বলতে বাধ্য করে, "হে আমার আত্মা প্রভুকে ধন্যবাদ দাও, এবং আমার মধ্যকার সমস্ত কিছু তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা কর।"

প্রেরিত কি বলেন নি , "সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের হযরত ঈসা মসীহের নামে পিতা আল্লাহকে শুকরিয়া জানাও।" (ইফি.৫ঃ২০) ? হায়, ইহা এমন এক মুহূর্ত যখন প্রায়ই আমাদের আত্মাকে পরীক্ষায় ফেলা হয় । হায়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নিজের ইচ্ছা খুব বেশি পরিমানে আছে। যখন সমস্ত কিছু আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলে , তখন মনে হয় আমরা খোদার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ , ঐ সব মুহূর্তে কেমন লাগে যখন সমস্ত কিছু আমাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঘটে?

ইহাকে আমরা সাধারণ বিষয় বলে ধরে নেই যখন একজন প্রকৃত বিশ্বাসী ট্রেনে ভ্রমন করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে তখন সে আন্তরিক ভাবে মাবুদকে ধন্যবাদ দেয় অবশ্য ইহার পিছনে যুক্তি আছে কারণ তিনিই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রন করেন, তা-না হলে, আমাদেরকে গাড়ীর চালক তৈল সবররাহকারী এবং অন্যান্যদেরকে ধন্যবাদ দিতে হবে। অথবা ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে , একটি ভাল সপ্তাহ অতিবাহিত করার পর, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে প্রতিটি পন্য দাতাকে (অস্থায়ী) এবং প্রতিটি খাঁটি দানের জন্য আবার ও যুক্তি দেখানো হয় কারণ তিনি সমস্ত ক্রেতাদেরকে তোমার দোকানের দিকে পরিচালিত করেছেন। এই পর্যন্ত খুব ভাল । প্রদত্ত উদাহরণের সময়গুলোতে কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু বিপরীত দিকগুলো চিন্তা করুন ।

ধরুন আমার ট্রেন আসতে কয়েক ঘণ্টা দেরী হল, অথবা অন্য একটি ট্রেন আমার ট্রেনটিকে ধাক্কা মারল এবং আমি আহত হলাম। অথবা ধরুন ব্যবসায় এক সপ্তাহ খুব মন্দা গেল অথবা আমার দোকানের উপর বজ্রপাত আঘাত আনল এবং

তাতে আগুন ধরে গেল অথবা চোর সিঁদ কেটে ঢুকে সব কিছুলুটে নিয়ে গেল তখন কি হবে. আমি কি এই সমস্ত ঘটনায় খোদার হাত দেখতে পাই? আবার আইয়ুব নবীর ঘটনার দিকে লক্ষ্য করুন। যখন একটার পর একটা ক্ষতির সংবাদ আসতে শুরু করল তখন সে কি করল? তার খারাপ ভাগ্যের জন্য বিলাপ করতে লাগল কি? ডাকাতদেরকে অভিশাপ দিল কি ? খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কি ? না, সে খোদার ইবাদতে নিজেকে খোদার সামনে নত করল । প্রিয় পাঠক, আপনার অসহায় অন্তরের জন্য কোন শান্তি নেই যতক্ষন পর্যন্ত না আপনি সব কিছুতে খোদার হাতকে দেখতে পান। কিন্তু তার জন্য সব সময় বিশ্বাসের অনুশীলন করতে হবে। এবং বিশ্বাস কি ? একটি অন্ধ বিশ্বাস প্রবণতা কি? অদৃষ্টবাদের প্রতি মৌন সম্মতি কি? না, ইহার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। বিশ্বাস হল জীবন্ত খোদার নিশ্চিত কালামের উপর আস্থা স্থাপন এই জন্য বলা হয়েছে, (রোম. ৮ঃ২৮) এই জন্য বিশ্বাস ধন্যবাদ দিবে সব "সময় সমস্ত কিছুর জন্য"। সক্রিয় বিশ্বাস "সব সময় খোদাতে আনন্দ করে।" (ফিলি.৪ঃ৪) এখন আমরা লক্ষ্য করার জন্য ফিরব কিভাবে খোদার কর্তৃত্বের উপলব্ধি যা খোদার ভীরুতা একনিষ্ঠ্য বাধ্যতা সম্পূর্ণ আত্ন-সমর্পন এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, মসীহের মাধ্যমে তাঁর উত্তম ও নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত কিছুতে প্রভু মসীহ আমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যাতে আমরা তাঁর পথ অনুসরন করতে পারি। কিন্তু উপরে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ইহা সত্য? তাঁর অতুলনীয় নামের সাথে কখনো কি খোদা ভিরুতার কোন সম্পর্ক আছে স্মরন রাখবেন যে, খোদা ভীরুতার অর্থ কিন্তু কৃতদাসের মত ভয়ে ভয়ে থাকা নয়, আনুগত্য পূর্ণ বাধ্যতা ও শ্রদ্ধা, এবং আরো স্মরন রাখবেন যে , "খোদার প্রতি ভয়ই হলো জ্ঞানের শুরু", যিনি মানব রূপে জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ তাঁর সাথে যদি খোদা ভীরুতার কোন উল্লেখ না থাকে তবে ইহা কি খুব অদ্ভুত বিষয় হবে না? ইব্রানি.৫ঃ৭ এ কি আশ্চার্যজনক ও মূল্যবান কথাই না আছে" যিনি তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন সেই আল্লাহর কাছে ঈসা এই দুনিয়াতে থাকবার সময় জোরে চিৎকার করে কেঁদে অনুরোধ করেছিলেন এবং ভিক্ষা চেয়ে। তাঁর ভয়ের সংগে বাধ্যতা ছিল বলে আল্লাহ তাঁর মুনাজাত শুনেছিলেন।" খোদা ভীরুতার কারনেই মসীহ বাল্যকালে

মরিয়ম ও ইউসুফের বাধ্য ছিল। আমরা কি দেখতে পাই না যে "খোদা ভীরুতা" একটি আনুগত্যপূর্ণ বাধ্যতা এবং খোদার জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে যখন আমরা পড়ি, " এর পরে ঈসা নাসরতে গেলেন। এখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি নিজের নিয়ম মত বিশ্রামবারে মজলিস-খানায় গেলেন, তারপর কিতাব তেলাওয়াত করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।"(লূক.৪ঃ১৬)? ইহা কি খোদা ভীরুতা ছিল না যার কারণে মানব রূপ ধারনকারী পুত্রকে যখন শয়তান প্রলোভন দেখিয়েছিল তাকে (শয়তান) সেজদা ও তার এবাদত করার জন্য তখন তিনি (ঈসা) বলেছিলেন, "তখন ঈসা তাকে বললেন, "দূর হও শয়তান। পাক-কিতাবে লেখা আছে, তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।"(মথি.৪ঃ১০)
ইহা কি খোদা ভীরুতা ছিল না যার কারনে মসীহ কুষ্ঠ রোগী সুস্থ্য হবার পর তাকে বলেছিলেন, "দেখ, কাউকে এ কথা বলো না, বরং ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও, আর নবী মূসা যা হুকুম দিয়েছেন সেই মত দান কোরবানী দাও। এতে লোকদের কাছে প্রমাণ হবে তুমি ভাল হয়েছ "(মথি ৮ঃ৪)
পিতা মাবুদের প্রতি মসীহ যে বাধ্যতা দেখিয়ে ছিলেন তা কতটুকু খাঁটি ছিল? এবং এই বিষয়ের উপর আলোক পাত করে আমরা যেন এই আশ্চার্যজনক অনুগ্রহের কথা ভুলে না যাই যার কারণে, যিনি সব দিক থেকে খোদার বহিঃ প্রকাশ ছিলেন, তিনি নিজেকে এত অবনত করলেন যে গোলামের বেশ ধারণ করলেন এবং বাধ্যতাই ছিল তার জন্য উপযুক্ত কাজ। নিখুঁত গোলামের মত পরিপূর্ণ বাধ্যতা তিনি তাঁর পিতাকে অর্পন করলেন কত নিশ্চিত ও পূর্ণাঙ্গ ছিল সেই বাধ্যতা আমরা তা জানতে পারি কালাম থেকে, তিনি, "তোমাদেরও ঠিক সেইভাবে আমার সংগে সূখী এবং আনন্দিত হওয়া উচিত।" (ফিলি২ঃ৮)। ইহা ছিল একটি সচেতন ও জ্ঞানপূর্ন বাধ্যতা যা তাঁর নিজের কথা থেকেই স্পষ্ট, "পিতা আমাকে এই জন্য মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরেয়ে নিতে পারি। কেউ আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবার ও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।"(ইহো.১০ঃ১৭,১৮) এবং আমরা পিতার ইচ্ছার কাছে পুত্রের

সম্পূর্ন আত্ম সমর্পন সম্পর্কে কি বলব, তাঁদের দু'জনের ইচ্ছার মধ্যে সম্পূর্ন মিল আছে। তিনি বলে ছিলেন, যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোন মতেই বাইরে ফেলে দেব না, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে বেহেশত থেকে নেমে এসেছি।" (ইহো.৬ঃ৩৮) এবং কত সম্পূর্ণভাবে তিনি এই দাবীকে প্রমাণ করেছেন তারা সবাই তা জানে যারা কিতাবের আন্তরিকতার সহিত তাঁর পথ অনুসরন করেছে। গেথসেমানি বাগানে তাঁকে দেখুন। তিক্ত পেয়ালা পিতা নিজ হাতে তাঁর সম্মখে তুলে ধরলেন। তাঁর মনোভাবের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করুন। (মার্ক তাঁর সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করুন যিনি অন্তরে বিনয়ী ও নম্র)। স্মরন করুন যে বাগানে আমরা দেখেছি, কালাম মানুষ হলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁর শরীরের প্রতিটি শিরায় কাঁপন ধরেছে শারীরিক কষ্টভোগের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করে যা তাঁর জন্য অপেক্ষ করছে তাঁর পবিত্র ও স্পর্শকাতর প্রকৃতি সংকোচিত হচ্ছিল যে ভয়ংকর অপমান তাঁর উপর আসবে সেই জন্য তাঁর সামনে যে করুণ "নিন্দা" রয়েছে এর জন্য তাঁর অন্তর ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তাঁর আত্মায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন যেহেতু তিনি অন্ধকারের ক্ষমতার সহিত যে সংগ্রাম হবে তা পূর্বেই দেখতে পাচ্ছেন এবং সব কিছুর উর্ধ্বে ও প্রধানত তাঁর আত্মা এই চিন্তায় ভয়পূর্ণ হচ্ছিল যে তিনি খোদার কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়বেন এভাবে এবং ঐখানে তিনি তাঁর আত্মা পিতার কাছে ঢেলে দেন , এবং গভীর কান্নায় তাঁর চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসে, যেন তা বড় বড় রক্তের ফোঁটা । এবং এখন পর্যবেক্ষণ করুন ও শুনোন। আপনার অন্তর শান্ত করুন এবং তাঁর মহিমান্বিত মুখ থেকে যে কথা বের হয়েছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনোন, "পিতা,যদি তুমি চাও তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছথেকে সরিয়ে নাও। তবুও আমার ইচ্ছা মত নয়, তোমার ইচ্ছা মতই হোক।"(লূক.২২ঃ৪২)। এখানেই অবনত হবার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। কর্তৃত্বময় খোদার সন্তুষ্টির জন্য এখানেই আত্ম সমর্পনের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এবং তিনি আমাদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন যেন আমরা তাঁর পথ অনুসরন করি। যিনি মাবুদ ছিলেন তিনি মানুষ হলেন এবং আমাদের মতই সবদিক থেকে তাঁকে পাপে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে পাপ ব্যতীত আমাদেরকে প্রদর্শন করেছেন কিভাবে আমাদের সৃষ্টির স্বভার পরিধান

করতে হবে। উপরন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পিতার ইচ্ছার কাছে মসীহের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের বিষয়ে আমরা কি বলব? আমরা আরো উত্তর দেই যে, সর্বক্ষেত্রের মত এখানেও মসীহ ছিলেন অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। সমস্ত বিষয়ে তাঁর ছিল পূর্বখ্যাতি। প্রভু মসীহতে এমন কোন বিদ্রোহী ইচ্ছা ছিল না যা দমনে আনার প্রয়োজন ছিল। বশে আনতে হবে এমন কোন কিছু তাঁর অন্তরে ছিল না। এই কারণেই কি তিনি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলে ছিলেন "কিন্তু আমি তো কেবল একটা পোকা, মানুষ নই, লোকে আমাকে টিটকারী দেয় আর মানুষ আমাকে তুচ্ছ করে।" (জবুর.২২ঃ৬) একটি কীটের কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। তাঁর মধ্যে কোন প্রতিরোধ ছিল না তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "তখন ঈসা তাঁদেরকে বলরেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ করাই হল আমার খাবার।"(ইহো.৪ঃ৩৪) হাঁ, পিতার সাথে সমস্ত কিছুতে তিনি সম্পূর্ন একমত ছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন, "হে আমার আল্লাহ, তোমার ইচ্ছামত চলাই আমার আনন্দ, তোমার সব নির্দেশ আমার অনন্তরে আছে।"(জবুর.৪০ঃ৮) এখানে বাক্যের শেষ অংশটির দিকে লক্ষ্য করুন এবং তার চমৎকার অতুলনীয়তা পর্যবেক্ষন করুন। আমাদের মনে মাবুদ তাঁর আইন রাখার এবং অন্তরে লিখে দেওয়ার প্রয়োজন (ইব্রানী.৮ঃ১০দেখুন) , কিন্তু তাঁর আইন আগে থেকেই মসীহের অন্তরে আছে। মথি.১১তে মসীহের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের কত সুন্দর ও চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে প্রথমে আমরা তাঁর অগ্রগামীদের বিশ্বাসের দূর্বলতা দেখতে পাই। তারপরে আমরা লোকদের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে জানতে পারি মসীহের আনন্দ সংবাদ কিংবা ইয়াহিয়ার ভাবগাম্ভীর প্রচার কোনটিতেই তারা সন্তুষ্ট নয়। (আয়াত.১৬-২০)

তৃতীয়ত, এই সমস্ত অনুগ্রহপ্রাপ্ত শহর সমূহের মন না পরিবর্তন করা যেখানে প্রভু তাঁর শক্তিশালী আশ্চার্য কাজগুলো করেছিলেন। (আয়াত.২১ঃ২৪) এবং আমরা তারপর পড়ি, "তারপর ঈসা বললেন, "হে পিতা, তুমি বেহেশত ও দুনিয়ার মালিক। আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ তুমি এই সব বিষয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছ, কিন্তু শিশুর মত লোকদের কাছে প্রকাশ করেছ।"(মথি.১১ঃ২৫)।

লক্ষ্য করুণ একই সংবাদ লূক ১১তে শুরু হয়েছে এই বলে, “ঐ সময়ে মসীহ অন্তরে আনন্দ অনুভব করলেন, বললেন আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেই” ইত্যাদি। হায় ! এখানে ছিল সবচেয়ে খাঁটি সমর্পন। এখানে এমন একজন আছেন যাঁর দ্বারা দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল, তথাপি তাঁর অবমাননার সময় এবং প্রত্যাখ্যানের মুখে তিনি ধন্যবাদ ও আনন্দের সাথে, “বেহেস্ত এবং দুনিয়ার প্রভুর” ইচ্ছার কাছে মাথা নত করলেন। খোদার কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? সবশেষে

৫। তাদের একটি হলো প্রশংসাপূর্ণ ইবাদত ঃ

যথার্থই ইহা বলা হয়েছে যে , “প্রকৃত ইবাদত মহানুভতার উপদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই মহানুভতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কর্তৃত্বের মধ্যে, এছাড়া আর কোন পাদানীকে মানুষ সত্যিকার ভাবে ইবাদত করবে না ”। বেহেস্তী রাজার উপস্থিতে তাঁর সিংহাসনের সামনে শেরাফিমরা পর্যন্ত “তাদের মুখ ঢেকে রাখে।” বেহেস্তী কর্তৃত্ব অত্যাচারী শাসনকর্তার নৃশংস কর্তৃত্ব নয় কিন্তু যিনি অসীম জ্ঞানী ও উত্তম তাঁর সন্তুষ্টির অনুশীলন। কারণ মাবুদ যেহেতু অসীম জ্ঞানী তাই তিনি ভুল করতে পারেন না, এবং যেহেতু তিনি অসীম ন্যায় পরায়ন তাই তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না। তাহলে এখানেই এই সত্যের মূল্য নিহীত। যখন আমি কেবল এই সত্য সম্পর্কে জানি যে খোদার ইচ্ছা অনিবার্য ও অপরিবর্তনীয় তখন আমার অন্তর ভয়ে পূর্ণ হয়, কিন্তু যখন আমি বুঝতে পারলাম যে মাবুদ যা কিছু ভাল কেবল তা-ই ইচ্ছা করেন, তখন আমার অন্তর আনন্দ করতে লাগল। এখানে এই অধ্যায়ের প্রশ্নের সর্বশেষ উত্তর খোদার কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? আমাদের উপযোক্ত মনোভাব হলো ঐ রকম খোদা ভীতি আন্তরিক বাধ্যতা, এবং নিঃশর্ত আত্ম সমর্পন ও আনুগত্য প্রদর্শন করা। কিন্তু শুধুমাত্র তাই নয়, খোদার কর্তৃত্বকে বুঝতে পারা এবং উপলব্ধি করা যে কর্তা নিজে আমার পিতা, অন্তরকে অভিভূত করা উচিত এবং আমাকে তাঁর সম্মুখে প্রশংসাপূর্ণ ইবাদতে নত হতে বাধ্য করবে। সর্বদা আমি অবশ্যই বলব, “পিতার দৃষ্টিতে যা ভাল তাই হউক।” আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব যা ভাল ভাবে আমাদের অর্থকে ব্যাখ্য করে। প্রায় তিনশত বছর পূর্বে ধার্মিক

ম্যাডাম গোয়ন মাটির অনেক নীচে একটি কারাগারে দশ বছর কাটিয়ে ছিলেন, এবং খাবারের সময় শুধু মাত্র একটি মোমবাতি জ্বালাতেন, তিনি লিখেছিলেন, “আমি একটি ছোট পাখি, আকাশের মূক্ত বায়ু থেকে আবদ্ধ, তথাপি আমার খাঁচায় বসে গান গাই তাঁর প্রতি যিনি আমাকে এখানে রেখেছেন, একজন বন্দি হয়ে খুবই সন্তুষ্ট, কারণ আমার মাবুদকে তা সন্তুষ্ট করে
আমার আর কোন কিছু করার নাই, আমি সারা দিন গান গাই, এবং যাঁকে সন্তুষ্ট করতে আমি সবচেয়ে ভালবাসি, তিনি আমার গান শুনেন, আমার ভ্রমনকারী পাখাগুলোকে ধরে তিনি বেঁধে রেখেছেন, কিন্তু তিনি নত হয়ে আমার গান শুনেন। আমার খাঁচা আমাকে বন্দি করে রেখেছে, আমি বাহিরে উড়ে যেতে পারি না, যদিও আমার পাখাগুলো শক্ত করে বাঁধা আমার অন্তর মুক্ত স্বাধীন। আমার কারাগারের দেওয়ালগুলো পারে না থামাতে আমার আত্মার উড়ে যাওয়াকে। হায়! উড়ে! বেড়ান খুব আনন্দের বিষয় এই ফটক ও বাঁধার উপর দিয়ে, যার উদ্দেশ্যকে আমি প্রশংসা করি, যার তত্ত্বাবধান আমি ভালবাসি, এবং তোমার শক্তিশালী ইচ্ছা খোঁজে পাওয়াই হল আনন্দ ও মনের মুক্তি।

অধ্যায়-১০

এই মতবাদের মূল্য

"পাক-কিতাবের প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, যাতে আল্লাহর বান্দা সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"(২তীম.৩ঃ১৬,১৭)

মতবাদের অর্থ হল "শিক্ষা" এবং ইহা হল মতবাদ বা শিক্ষা যার মাধ্যমে খোদার বিষয়ে মহান সত্যগুলো এবং মসীহের সাথে আমাদের সম্পর্ক, পাক-রূহ, নাজাত, অনুগ্রহ, গৌরব, আমাদেরকে জানানো হয়েছে। মতবাদ দ্বারাই বিশ্বাসীরা উৎসাহ ও উন্নতি লাভ করে। (পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে), যেখানে মতবাদকে অবহেলা করা হয়, সেখানে অনুগ্রহের বৃদ্ধি ও মসীহের পক্ষে কার্যকরীভাবে সাক্ষ্য বহন অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে ইহা কত দুঃখজনক যখন মতবাদকে অবাস্তব বলে ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে মতবাদ হল বাস্তব জীবনের মূল ভিত্তি এবং বিশ্বাস ও জীবন আচরণের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

"কারণ সে এমন লোক যে সব সময় তার খাবারের দামের কথা ভাবে, সে তোমাকে বলে, "খাওয়া-দাওয়া কর, কিন্তু সে মনে মুখে এক নয়"(হিতোপদেশ.২৩ঃ৭) বেহেস্তী সত্যের সাথে ঈমানদার চরিত্রের সম্পর্ক একটি ফল বহন করে, "ঈসা তাদের বললেন, "আমার কথা মত যদি আপনারা চলেন তবে সত্যিই আপনারা আমার উম্মত। তা ছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে"(ইহো.৮ঃ৩২) যদি সত্যকে জানা না হয় অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি, মন্দতা থেকে মুক্তি এই রকম স্বাধীনতা উপভোগ করা যাবে না। কিতাবের যে অংশটুকু আমরা খুলেছি সেখানে বর্ণনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করুন। সমস্ত কালাম দরকারী প্রথমত শিক্ষার জন্য । সমস্ত উপদেশ পত্রগুলোতে এই ধারা বাহিকতা দেখা যায়, বিশেষ

করে প্রেরিত পৌলের মহান শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলোতে। রোমীয় পত্রটি পাঠ করুন এবং দেখতে পাবেন প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে একটিও সতর্কবানী নেই। "ইফিষীয়" পত্রে চার অধ্যায়ের পূর্বে কোন উপদেশ বানী নেই। ধারাবাহিকতা হল প্রথমে মতবাদের ব্যাখ্যা এবং তারপর দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য সতর্কবাণী অথবা উৎসাহদান।

মতবাদগত ব্যাখ্যা প্রচারের পরিবর্তে তথাকথিত "বাস্তবধর্মী" প্রচারের ফলে যার জন্ম হয়েছে তা হলো অনেক মানসিক বা শারিরীক মন্দ যন্ত্রনার মূল কারন যা খোদার মন্ডলীকে এখন পীড়া দিচ্ছে। যে কারণে এত অগভীরতা , এত অল্পবুদ্ধি ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে এত অল্প ধারণা কারণ খুব অল্পসংখ্যক বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুগ্রহ মতবাদের ব্যাখ্যাএর প্রচার শ্রবণের এবং সেইগুলি ব্যক্তিগতভাবে পাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন আত্মা বেহেস্তী অনুপ্রেরনার কালামের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না (তাদের সম্পূর্ন ও মৌখিক অনুপ্রেরনা) তাদের বিশ্বাস নির্ভর করতে পারে এমন কোন দৃঢ় ভিত্তি তখন থাকে না। যখন আত্মা ন্যায় বিচারের মতবাদের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তবে মহৎকতকারীর মধ্যে কোন সত্য ও বুদ্ধিদীপ্ত নিশ্চয়তার গ্রহন যোগ্যতা থাকতে পারে না। যখন আত্মা বিশুদ্ধকরনের উপর কিতাবের শিক্ষার সাথে পরিচিত থাকে না, ইহা পরিপক্ষতা বাদের সমস্ত ভ্রান্তি অথবা অথবা অন্যান্য ভ্রান্ত শিক্ষা গ্রহনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এবং এই জন্য বিশ্বাসী মতবাদের সকল বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক শিক্ষা গ্রহন করতে হবে এবং সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মতবাদের অজ্ঞতার কারণেই স্বীকৃত মন্ডলীগুলো ঈসায়ী ঈমানের প্রতি অবিশ্বাসের জোয়ারের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে। মতবাদের অজ্ঞতাই হাজার হাজার স্বীকৃত ঈমানদারের আজকের দিনের অসংখ্য ভ্রান্ত "ইজম" এর কাছে বন্দীত্বের জন্য মূলত দায়ী। কারণ এখন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন আমাদের অধিকাংশ মন্ডলীগুলো, "এমন সময় আসিবে যখন সত্য শিক্ষা লোকের সহ্য হইবে না।" (২তীম.৪ঃ৩) কারণ তারা অতি সহজে ভ্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করিবে। অবশ্যই ইহা সত্য যে কিতাবের অন্যান্য যে কোন কিছুর মত মতবাদ শীতল বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টি কোন থেকে অধ্যায়ন করা যেতে পারে এবং এইভাবে অগ্রসর হতে থাকলে মতবাদগত শিক্ষাও অন্তরকে স্পর্শ করবে না ক্রমে তা শুস্ক ও অসার হয়ে পড়বে। কিন্তু মতবাদ যদি

সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, অনুশীলনের অন্তর নিয়ে মতবাদ অধ্যায়ন করা হয় তা খোদার বিষয়ে গভীর জ্ঞানে এবং মসীহের অমূল্য সম্পদের দিকে পরিচালিত করবে।

খোদার কর্তৃত্বের মতবাদ কেবল দার্শনিক মতবাদ নয় যার বাস্তবে কোন মূল্য নেই, কিন্তু ইহা এমন ঈমানদারদের চরিত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনে শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে সক্ষম বলে গন্য করা হয়। খোদার কর্তৃত্বের মতবাদ হলো বিশ্বাসীদের ধর্মীয় মতের ভিত্তির অংশ এবং গুরোত্বের দিক থেকে বেহেস্তী অনুপ্রেরনার কালামের পরই। ঈসায়ী সত্যের জগতে ইহা মূল কেন্দ্র বিন্দু সূর্যের চারি দিকে সমস্ত আলোক বৃত্ত গুলো রয়েছে অন্যান্য মতবাদগুলো অনেক মুক্তার মত সেই দরিতে লেগে থাকে , তাদেরকে সঠিক স্থানে ধারণ করে একতা প্রদান করে। ইহা হল উলন দঁড়ি যার মাধ্যমে প্রতিটি ধর্মমত পরীক্ষা করতে হবে, এই দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে সমস্ত মানবীয় মতবাদ মাপতে হবে। জীবনের ঝড়ের মধ্যে ইহাকে আমাদের আত্মার জন্য নোংগর বানানো হয়েছে। খোদার কর্তৃত্বের মতবাদ হলো আমাদের আত্মাকে সতেজ করার জন্য বেহেস্তী শরবত। ইহাকে পরিকল্পনা ও উপযোগী করা হয়েছে অন্তরের প্রবৃত্তিগুলোকে গঠন করার জন্য এবং সঠিক আচরণে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য । ইহা সুসময়ে কৃতজ্ঞতা ও বিপদের সময় ধৈর্য্য জাগায়। বর্তমান সময়ে ইহা সান্ত্বনাদেয় এবং অজানা ভবিষ্যতের জন্য দেয় নিশ্চয়তা। আমরা এইমাত্র যা বলেছি তার চেয়ে ইহা অনেক বেশি কিছু এবং অনেক বেশি কিছু করে কারণ ইহা পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার উপর আরোপিত। যে গৌরব তাঁর পাওনা এবং সৃষ্টিকে তাঁর সামনে যথা স্থানে ধূলিতে রাখে। এখন আমরা বিস্তারিত ভাবে এই মতবাদের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

১। বেহেস্তী প্রকৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে ইহা বৃদ্ধি করে ঃ

কালামে খোদার কর্তৃত্বের মতবাদ যেভাবে বর্নিত আছে তা বেহেস্তী পরিপক্কতার একটি সুমহান দর্শন প্রদান করে। ইহা স্রষ্টা হিসাবে তাঁর অধিকারকে বর্ণনা করে। ইহা জোর দিয়ে বলে যে, “আমাদের জন্য আল্লাহ মাত্র একজনই আছেন। তিনি পিতা, তাঁরই কাছ থেকে সব কিছু এসেছে আর তাঁরই জন্য আমরা বেঁচে আছি।

আর প্রভুও মাত্র একজন, তিনি ঈসা মসীহ। তাঁরই মধ্য দিয়া সব কিছু এসেছে এবং তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি”

(১কর,৮ঃ৬) । ইহা ঘোষনা করে যে তাঁর অধিকার হল “কুমারের” মত যিনি নিজের ইচ্ছামত কাঁদা মাটি দিয়ে বিভিন্ন রকমের পাত্র তৈরী করেন বিভিন্ন রকমের ব্যবহারের জন্য। ইহার প্রমাণ হলো, “আমাদের মাবুদ ও আল্লাহ, তুমি প্রশংসা, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ, আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সব সৃষ্ট হয়েছে এবং টিকে আছে।”(প্রকা. ৪ঃ১১)। ইহা যুক্তি প্রদর্শন করে যে খোদার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার মত অধিকার কারো নেই এবং সৃষ্টির জন্য একমাত্র উপযুক্ত মনোভাব হল তাঁর সম্মুখে শ্রদ্ধাপূর্ণ আত্মসমর্পন এইভাবে খোদার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের উপলব্ধির বাস্তব গুরুত্ব অতি মহান কারণ যা যতক্ষন পর্যন্ত তাঁর কর্তৃত্বেকে

আমরা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে পারব না ততক্ষন পর্যন্ত তাঁর বিষয়ে আমাদের চিন্তায় তিনি কখনও সম্মানিত হবেন না, আমাদের জীবন ও অন্তরে তিনি উপযুক্ত স্থানও পাবেন না। ইহা তাঁর জ্ঞানের রহস্যময়তাকে প্রদর্শন করে। ইহা প্রদর্শন করে যেখানে মাবুদ তাঁর পবিত্রতায় অনন্ত, সেখানে তাঁর এই সুন্দর সৃষ্টি জগতে মন্দতাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি শয়তানকে কম পক্ষে ছয় হাজার বছর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছেন যেখানে তিনি নিজে নিখুঁত মহব্বতের উৎস্য তবু তাঁর পুত্রকে রেহায় করেন নি, যেখানে তিনি সমস্ত অনুগ্রহের মাবুদ , তথাপি সবাইকে এই অনুগ্রহের অংশীদার বানানো হয়নি। এই সমস্ত কিছু অতি নিগূঢ় রহস্য। কিতাব এইগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে না কিন্ত স্বীকার করে তাদের অস্তিত্ব “আল্লাহর ধন অসীম। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর। তাঁর বিচার ও তাঁর সমস্ত কাজ বোঝা অসম্ভব।”(রোম.১১ঃ৩৩) ইহা তার ইচ্ছার অপরিবর্তনিয়তাকে অবগত করে। “মাবুদ, যিনি এই সব কাজ করেন তিনি এই কথা বলছেন। অনেক দিন আগে থেকে এ তাঁর মনের মধ্যে ছিল।”(প্রেরিত.১৫ঃ১৮) শুরু থেকেই খোদার ইচ্ছা ছিল নিজেকে গৌরবান্বিত করা “মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে এবং জামাতের মধ্য দিয়ে পুরুষের পর পরুষ ধরে চিরদিন আল্লাহর গৌরব হোক। আমিন।”(ইফি,৩ঃ২১) এই উদ্দেশ্যে তিনি দুনিয়া ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ

যখন পতিত হলো তখন তার সর্বজ্ঞানী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় নি, কারণ সেই মেষ শাবককে "দুনিয়া সৃষ্টির আগেই এই মেষ শাবককে হত্যা করা হয়েছিল," আমরা দেখতে পাই অনেক আগেই এই পতন সংঘটিত হয়েছিল। মানুষের পতনের পর মন্দতা দ্বারাও খোদার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে না, কারণ জবুর শরিফ থেকে ইহা স্পষ্ট "অবশ্যই মানুষের রাগের ফলে তোমার প্রশংসা হয়, সেই রাগের বাকী অংশ দিয়ে তুমি নিজেকে সাজাও।" (জবুর ৭৬ঃ১০) যেহেতু মাবুদ সর্ব শক্তিমান তাই তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করা যাবে না, "সেই অনন্ত কাল হতে মবুদের উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে, এবং কোন পরিবর্তন ছাড়াই অনন্ত কাল পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে তাঁর সমস্ত কাজে এর বিস্তৃতি এবং সমস্ত ঘটনা সমূহ ইহা নিয়ন্ত্রন করে। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর আপন ইচ্ছার পরামর্শ অনুযায়ী করে থাকেন।" মানুষ কি শয়তান কেউই সফলভাবে তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারে না, এই জন্য লেখা আছে "মাবুদই বাদশাহ, সমস্ত জাতি কেঁপে উঠুক। তিনি কারুবীদের উপরে সিংহাসনে বসে আছেন, দুনিয়া টলমল করুক।" (গীত.৯৯ঃ১) ইহা তাঁর করুণার প্রশংসা করে। অনুগ্রহ হলো বিনামূল্য করুণা কারণ যারা অনুপযুক্ত ও খোদার দোযখে যাবার যোগ্য তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় যাদের খোদার উপর কোন দাবী নেই তাদের প্রতি, এইজন্য করুণা হলো বিনামূল্য দান এবং নিকৃষ্টতম পাপীকেও খোদা করুণা দান করতে পারেন।

কিন্তু যেহেতু যারা অযোগ্য ও অনুপযুক্ত তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, তাই অনুগ্রহ স্বাধীন, এর অর্থ খোদা যাকে খুশী তাকে অনুগ্রহ প্রদান করেন। বেহেস্তী কর্তৃত্ব আদেশ করেছেন যে কিছু লোককে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেয়া হবে, প্রদর্শন করার জন্য যে সবাই এই রকম শাস্তির যোগ্য। কিন্তু অনুগ্রহ মধ্যস্থতা করে এবং খোদার নামের জন্য হারিয়ে যাওয়া মানব জাতি থেকে একটা জাতীকে বের করে আনে, অনন্ত কালের জন্য তাকে রহস্যময় অনুগ্রহের স্মৃতি চিহ্ন হওয়ার জন্য স্বাধীন অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মাবুদ মানুষের অন্তরের বিরোধীতাকে চূর্ন করেছেন, জাগতিক মনের শত্রুতাকে বশে আনতেছেন এবং আমরা যেন তাকে মহব্বত করি সেই ব্যবস্থা করতেছেন কারণ প্রথমে তিনিই আমাদেরকে মহব্বত করেছেন।

২। ইহা সমস্ত সত্য ধর্মের মজবুত ভিত্তি ঃ

উপরের প্রথম শিরোনামের অধিনে আমরা যা বলেছি তা থেকে ইহা স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসে । যদি শুধু মাত্র বেহেস্তী কর্তৃত্বের মতবাদ মাবুদকে তাঁর সঠিক স্থান প্রদান করে, তাহলে ইহাও সত্য যে কেবল মাত্র এই মতবাদেই বাস্তব ধর্মে গড়ে উঠার জন্য ভিত্তি প্রদান করতে পারে। বেহেস্তী জ্ঞানে কেউ বৃদ্ধি পেতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না কেউ ব্যক্তিগতভাবে খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ্যতাকে চিনতে পারে, যে তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে হবে, তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করতে হবে এবং তাঁর সেবা করতে হবে। আমরা বৃথাই কালাম পাঠ করি যদি না আমাদের জন্য খোদার ইচ্ছার জ্ঞান লাভের জন্য আন্তরিক আকাংখা নিয়ে কালাম পাঠ করি অন্য যে কোন উদ্দেশ্য স্বার্থপর এবং সম্পূর্ন অপর্যাপ্ত, অনুপযুক্ত। উপরে খোদার কাছে পাঠানো আমাদের প্রতিটি মোনাজাত জাগতিক অনুমান মাত্র যদি না আমরা তা উৎসর্গ করি "খোদার ইচ্ছানুসারে" ইহার বাহিরে কোন কিছু চাওয়া হল "ভূল-ভ্রান্তি পূর্ণ " যাতে মোনাজাতের জিনিস দ্বারা আমাদের লোভ-লালসার সেবা করতে পারি। যে কোন কাজেই আমরা নিয়োজিত হই না কেন তা একটি "মৃত কাজ" ছাড়া আর কিছুই না যদি না তা খোদার গৌরবের জন্য করা হয়। পরীক্ষামূলক ধর্ম প্রধানতঃ বেহেস্তী ইচ্ছার উপলব্ধি ও সম্পাদন নিয়ে গঠিত, সম্পাদন সক্রিয় ও নিস্ক্রয় উভয়ই। আমাদেরকে পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয়েছে "খোদার পুত্রের আকৃতিতে গঠিত হবার জন্য", যাঁর খাবার ছিল তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করা এবং একজন ধার্মিক লোক বাস্তবে কতটুকু তার দৈন্দিন জীবনে গঠিত হয়েছে তার পরিমাপ করা হয় সে আমাদের প্রভুর কালামে কতটা সাড়া দিয়েছে ইহার উপর ভিত্তি করে। "আমার জোয়াল তোমাদের উপর উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র।"(মথি.১১ঃ২৯)

৩। কাজের মাধ্যমে নাজাত এই ভ্রান্ত ধর্মমতকে ইহা অস্বীকার করে।

"একটা পথ আছে যেটা মানুষের চোখে ঠিক মনে হয়, কিন্তু সেই পথের শেষে থাকে মৃত্যু"(হিতোপদেশ.১৪ঃ১২)

যে পথকে মানুষের কাছে সঠিক বলে মনে হয় এবং যার শেষ পরিনাম "মৃত্যু" অনন্ত মৃত্যু হল মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা অর্জিত নাজাত। কাজের মাধ্যমে

নাজাত এই বিশ্বাস মানুষের স্বভাবের একটি সাধারণ বিষয়। পাপের প্রায়শ্চিত্তের মোটামুটি প্রকৃতি হয়ত সব সময় ধারণা করতে পারে না এমনকি প্রটেস্টানেরাও যে "অনুতাপ" পাপের জন্য দুঃখকরা, কখনোই কিতাবের অনুতাপের সম্পূর্ণ অর্থ নয়। কোন কিছু মানুষকে যে জায়গা প্রদান করে তা মহামন্দ জগতের কোন না কোন এক স্থান। দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে অনেক প্রচারক প্রচার করতেছেন আপনি যদি আপনার কাজটুকু করেন তবে মাবুদ তাঁর অংশটুকু করতে ইচ্ছুক ইহা হলো তাঁর অনুগ্রহ সুসংবাদের ঘৃন্য ও অজুহাতহীন অস্বীকৃতি। যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে মাবুদ কেবল তাদেরকে সাহায্য করেন এই কথা ঘোষনা করা হল, কিতাবের অতি মূল্যবান সত্যের একটি শিক্ষাকে অস্বীকার করা শুধুমাত্র কিতাবের মাবুদ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে অক্ষম যারা কেবল ব্যর্থ হবার জন্য বার বার চেষ্টা করেছে। বলা যে পাপীর ইচ্ছার কাজের উপরই তাঁর নাজাত নির্ভর করে ইহা হল মানুষের চেষ্টা দ্বারা নাজাত অর্জনের আরেকটি মতবাদ যা খোদার প্রতি অসম্মান জনক । চুড়ান্ত বিশ্লেষনে, ইচ্ছার যে কোন গতিই কাজ ঃ কোন কিছু আমার মধ্য থেকে , কোন কিছু যা আমি করি । কিন্তু খোদার কর্তৃত্বের মতবাদ এই মন্দ গাছের গোড়ায় কুঠার আঘাত করে এই কথা ঘোষনার মাধ্যমে, "এটা তাহলে কারও চেষ্টা বা ইচ্ছার উপর ভরসা করে না, আল্লাহর দয়ার উপরেই ভরসা করে।"(রোম.৯ঃ১৬) কেউ কি বলে যে এই রকম মতবাদ পাপীদেরকে হতাশার দিকে পরিচালিত করবে। উত্তর হল, এই রকমই হোক, কারণ এমন হতাশার জন্য হোক লেখক এটাই দেখতে চান। পাপী যতক্ষন পর্যন্ত না তার নিজের সাহায্যের বিষয়ে হতাশ না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত সে খোদার করুণার প্রত্যাশা করবে না, কিন্তু একবার যখন পাকরূহ তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাবে যে তার নিজের মধ্যে কোন সাহায্য নেই তখন সে বুঝতে পারবে যে সে হারিয়ে গেছে, এবং কেঁদে উঠবে, "হে মাবুদ আমি একজন পাপী আমার প্রতি করুণা কর এবং এই রকম কান্নার জবাব দেওয়া হইবে" । যদি লেখককে আত্নসাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ দেয়া হত, তিনি তার পরিচর্যার সময়ে দেখতে পেয়েছেন যে তিনি মানুষের অধঃপতন এর বিষয়ে যে সব হেদায়েত প্রচার করেছেন পাপীদের অসহায়ত্ব তার নিজের ক্ষেত্রে খুব বেশী কার্যকরী এবং আত্নার নাজাত খোদার স্বাধীন কৃপার উপর নির্ভরশীল, হারানোদের

নাজাতে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত ও রহমত প্রাপ্ত। আমরা আবার বলি, তাহলে, অসহায়ত্বের একটি সম্পূর্ন উপলব্ধি উত্তম মন পরিবর্তনের জন্য প্রথম পূর্বশর্ত। যতক্ষন পর্যন্ত কোন আত্না তার নিজের দিক থেকে চোখ না সড়াবে ততক্ষন পর্যন্ত তার জন্য কোন নাজাত নেই, অন্য কোন কিছুর দিকে তাকাতে হবে, হাঁ, তার বাহিরের কোন সত্তার দিকে।

৪ ।ইহা সৃষ্টিকে খুব নম্র করে ঃ

সম্পূর্ন খোদার কর্তৃত্বের এই মতবাদ মানবীয় অহংকারের প্রতি এক বিশাল হাতুড়ী এবং "মানুষের মতবাদ" এর সহিত ইহার রয়েছে তীব্র বিরোধ। এই যুগের মানসিকতা হলো নিজেকে নিয়ে গর্ব করা এবং নিজের গৌরব করা। আজকের দুনিয়া পূঁজা করে মানুষের সাফল্যের, তার উন্নতির ও সমৃদ্ধির, তার আপন মাহাত্বের ও আত্না নির্ভরশীলতার এই সমস্ত প্রতিমার । কিন্তু খোদার কর্তৃত্বের সত্য , ইহার সমস্ত সুফল সহ, মানবীয় অহংকারের সমস্ত ভিত্তি অপসারন করে এবং এর স্থলে নম্র আত্না প্রদান করে। ইহা ঘোষনা করে নাজাত কেবল প্রভুর নিকট থেকে প্রভু ইহার উৎস তিনি ইহার জন্য কাজ করেন এবং ইহা তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা জোর দিয়ে বলে যে প্রভুই ইহা প্রয়োগ ও সরবরাহ করেন, তিনি যেহেতু আমাদের আত্নায় নাজাতের কাজ শুরু করেছেন তিনিই তা শেষ করবেন, তিনি শুধু পাপের পথ থেকে ফিরান না কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে দেখা শুনা করেন ও ধরে রাখেন। ইহা শিক্ষা দেয় যে অনুগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বাসে নাজাত পাওয়া যায়, এবং আমাদের ভাল মন্দ সমস্ত কাজ নাজাতের ক্ষেত্রে মূল্যহীন।

ইহা আমাদেরকে বলে আমাদের "যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহর সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু অল্লাহ থেকেই হয়েছে।"(ইহো.১ঃ১৩)। এবং এই সমস্ত কিছু মানুষের অন্তরকে খুব নম্র করে যে নাজাতের মূল্যহিসাবে কোন কিছু দিতে চায়, এবং দেয় এই জন্য যাতে গর্ব করার মত একটি ভিত্তি থাকে এবং আত্ন সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। কিন্তু এই মতবাদ যদি আমাদেরকে নম্র করে , তবে আমরা

মাবুদের প্রশংসা করব। যদি খোদার কর্তৃত্বের আলোতে আমরা আমাদের অযোগ্যতাও অসহায় অবস্থা দেখতে পাই, তবে আমরা সত্যিই জবুর শরীফের লেখকের সাথেকেঁদে কেঁদে বলব, "যারা গাইবে ও যারা নাচবে তারা বলবে, আমার সব অনন্দের ঝর্ণা তোমারই মধ্যে রয়েছে"(গীত.৮৭ঃ৭)। যদি প্রকৃতি গতভাবেই আমরা "ক্রোধের সন্তান" হয়ে থাকি এবং বেহেস্তী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এর জন্য ন্যায় ভাবে অভিশাপে পতিত হয়ে থাকি এবং মাবুদ যদি জলন্ত ক্রোধের আগুন থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে বাধ্য না হয়ে থাকেন এবং তা সত্ত্বেও আমাদের সবার জন্য তাঁর একমাত্র অতি মহব্বতের পুত্রকে দিয়ে দেন, তাহলে অনুগ্রহ ও মহব্বত আমাদের অন্তরকে কত বেশি নরম করবে।

এর উপলব্ধি আমাদেরকে কত প্রশংসনীয় মনোভাব নিয়ে বলতে বাধ্য করবে "আমাদের নয়, হে মাবুদ, আমাদের নয়, কিন্তু তোমার প্রশংসা হোক, তোমার অঁল মহব্বত ও বিশ্বস্ততার জন্যই হোক।"(গীত ১১৫ঃ১)। কত তাড়াতাড়ি আমাদের প্রত্যেকে স্বীকার করব, "আমি যা হয়েছি খোদার অনুগ্রহেই হয়েছি"

৫। ইহা একটি সম্পূর্ন নিরাপত্তার উপলব্ধি প্রদান করে ঃ

মাবুদ তাঁর ক্ষমতায় অসীম , এবং এইজন্য তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করা অথবা তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে বাঁধা দেয়া অসম্ভব। একটি উক্তি যা পাপীদেরকে সতর্ক করে দেয়ার ক্ষেত্রে সুবিবেচিত, কিন্তু ধার্মিকদের ক্ষেত্রে ইহা প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। আসুন আমরা একটি শব্দ যোগ করি এবং দেখি তাতে কি পার্থক্যের সৃষ্টি হয় আমার মাবুদ ক্ষমতায় অসীম তাহলে আমি ভয় পাব না কারণ মানুষ আমার কি করতে পারবে।" আমার মাবুদ ক্ষমতায় অসীম তাহলে "যখন আমি ভয় পাই তখন তোমার উপর ভরসা করব।" আমার মাবুদ ক্ষমতায় অসীম তাই "হে মাবুদ, তুমিই আমাকে নির্ভয়ে রাখছ, তাই আমি শুয়ে শান্তিতে ঘুমাব।" (গীত.৪ঃ৮) যুগ যুগ ধরে ইহাই ধার্মিকদের আস্থার উৎস। ইহা কি মুসার নিশ্চয়তা ছিল না যখন তিনি তার বিদায় ভাষনে ইস্রায়েলীয়দের প্রতি বলে ছিলেন ঃ "মুসা বলে ছিলেন, ইসরাইলের আল্লাহর মত আর কেউ নেই। তোমার সাহায্যকারী হবার জন্য মেঘের উপর চড়ে নিজের মহিমায় তিনি আসমান-পথে চলেন। যিনি আদি কালের আল্লাাহ তিনিই তোমার আশ্রয়, তাঁর চিরকালের হাতে

তিনিই তোমাকে ধরে আছেন। তোমার সামনে যত শত্রু আছে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিবেন, তিনি বলবেন, এদের ধ্বংস কর।" (দ্বিতীয় বিবরন ৩৩ঃ২৬,২৭) পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে জবুর শরীফের লেখক কি এই নিরাপত্তার উপলব্ধিতে লিখতে বাধ্য হন নি "..........."(গীত ৯১)।

হায় এই সত্যের কি মূল্য ! এখানে আমি একজন গরীব , অসহায়, জ্ঞানহীন "মেষ" তথাপি মসীহের হাতে আমি নিরাপদ। এবং এখানে আমি নিরাপদ কেন? এখান থেকে কেউ আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না কারণ যে হাত আমাকে ধরে রেখেছে তা খোদার পুত্রের হাত , এবং বেহেস্ত ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা তাঁর। আবারও , আমার নিজের কোন ক্ষমতা নেই। দুনিয়া, পাপস্বভাব এবং শয়তান আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত তাই আমি নিজেকে প্রভুর হেফাজত ও সুরক্ষার কাছে সমর্পন করি এবং প্রেরিতের সাথে বলি, " এই জন্য আমি এই সব কষ্ট ভোগ করছি, তবুও আমি লজ্জিত নই, কারণ আমি জানি আমি কার উপর ভরসা করছি। আমি নিশ্চয় করে জানি যে , আমি তাঁর কাছে যা রেখেছি মসীহের আসবার দিনের জন্য তা রক্ষা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।"(২তীম.১ঃ১২)।

এবং আমার বিশ্বাসের ভিত্তি কি? আমি কিভাবে জানি যে আমি তাঁর কাছে যা সমর্পন করেছি তিনি তা ধরে রাখতে সক্ষম? আমি তা জানি কারণ মাবুদ সর্ব শক্তিমান রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

৬। ইহা দুঃখে সান্ত্বনা দেয় ঃ

মাবুদের কর্তৃত্বের মতবাদ সান্ত্বনায় পরিপূর্ন এবং ঈমানদারদেরকে মহাশান্তি প্রদান করে । মাবুদের কর্তৃত্ব এমন একটি ভিত্তি যা কোন কিছুই নাড়াতে পারে না এবং তা বেহেস্ত ও দুনিয়ার চেয়েও বেশি দৃঢ় । ইহা জানতে পারা কত খুশির বিষয় যে এই বিশ্বভ্রমান্ডে এমন কোন জায়গা নেই যা তাঁর নাগালের বাহিরে। যেমন জবুর শরীফের লেখক বলেছেন, "তোমার পাক-রূহের কাছ থেকে আমি কোথায় যেতে পারি? তোমার সামনে থেকে আমি কোথায় পালাতে পারি? যদি আসমানে গিয়ে উঠি, সেখানেও তুমি, যদি কবরে আমার বিছানা পতি সেখানেও তুমি, যদি ভোরের পাখায় ভর করে উঠে আসি, যদি ভূমধ্যসাগরের উপরে গিয়ে বাস করি,

সেখানেও তোমার হাত আমাকে পরিচালনা করবে, তোমার ডান হাত আমাকে শক্ত করে ধরে রাখবে। যদি আমি বলি, অন্ধকার আমাকে ঢেলে ফেলবে, আর আমার চার পাশে যা আলো আছে তা অন্ধকার হয়ে যাবে, তবুও তাতে কোন লাভ হবে না, কারণ সেই অন্ধকার তো আমার কাছে অন্ধকার নয়। রাত দিনের মতই আলোময়, তোমার কাছে অন্ধকার আর আলো দুই-ই সমান।"(গীত.১৩৯ঃ৭-১২) ইহা জানতে পারা কত খুশির বিষয় যে মাবুদের শক্তিশালী হাত প্রত্যেকের এবং প্রতিটি জিনিসের উপর। ইহা জানতে পারা কত খুশির বিষয় যে একটি চঁড়াই পাখিও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে মাটিতে পড়ে না। ইহা জানতে পারা কত খুশির বিষয় যে আমাদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট দৈবক্রমে আসে না, শয়তান এর নিকট থেকেও না কিন্তু মাবুদের পরিকল্পনা ও আদেশ অনুসারে আসে।"কিন্তু প্রভু বিশ্বাস যোগ্য, তিনিই তোমাদের স্থির রাখবেন এবং শয়তানের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।"(১থিষল.৩ঃ৩)

কিন্তু আমাদের মাবুদ কেবল ক্ষমতায় অসীম নন, তিনি জ্ঞান ও মঙ্গলতায় ও অসীম। এবং এখানেই এই সত্যের তাৎপর্য নিহীত। মাবুদের সমস্ত ইচ্ছাই ভাল এবং তাঁর ইচ্ছা অপ্রিতিরোধ্য ও অপরিবর্তনীয়। আমাদের মাবুদ এত জ্ঞানী যে তিনি ভুল করতে পারেন না। এবং এত মহত্ত্বতে পূর্ণ যে তাঁর সন্তানকে বিনা কারণে কাঁদান না। এইজন্য, যদি মাবুদের জ্ঞান পরিপক্ক ও তাঁর মঙ্গলতা নিখুঁত হয়ে থাকে, তবে কত আনন্দের এই নিশ্চয়তা যে সমস্ত কিছু তাঁর হাতের মধ্যে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে সমস্ত কিছু গঠিত হচ্ছে তাঁর অনন্ত উদ্দেশ্যের জন্য। " যদি তিনি কেড়ে নেন কে তাঁকে বাধা দিতে পারে? কে তাঁকে বলতে পারে তুমি কি করছ?"(আইয়ুব.৯ঃ১২)। তথাপি ইহা জানতে পারা কত সান্ত্বনার বিষয় যে তিনি মাবুদ শয়তান নয় যিনি আমাদের প্রিয়জনদের "ছিনিয়ে নেন" আহ! এই কথা আমাদের দূর্বল অন্তরকে জানানো কত শান্তির বিষয় আমাদের জীবনের দিনগুলো তিনিই গননা করেন। (আইয়ুব ৭ঃ১, ১৪ঃ৫) যে রোগ ও মৃত্যু তাঁর সংবাদ বাহক এবং সর্বদা তার আদেশে যাওয়া আসা করে, প্রভু দিয়ে থাকেন এবং প্রভুই তুলে নেন।

৭। ইহা একটি সুমধুর আত্ম সমর্পনের আত্মার জন্ম দেয় ঃ

খোদার স্বাধীন ইচ্ছার কাছে মাথা নত করা এক মহাশান্তি ও সুখের গোপন রহস্য। যতক্ষন পর্যন্ত আমাদের অন্তর ভগ্ন চুর্ণ না হয় ততক্ষন পর্যন্ত কোন সত্যিকারের সন্তোষজনক আত্ম সমর্পন হয় না, তা হল যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা খুশীমনে নিজেদেরকে মাবুদের হাতে ছেড়ে দেই। আমরা অদৃষ্টবাদ এর প্রতি মৌন সম্মতির কোন আত্মার কথা জোর দিয়ে বলছি না, তা হতে অনেক দূর।

ধার্মিকদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে "এখানকার খারাপ দুনিয়ার চালচলনের মধ্যে তোমরা নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ো না, বরং আল্লাহকে তোমাদের মনকে নতুন করে গড়ে তুলতে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে ওঠো, যেন তোমরা আল্লাহর ইচ্ছা জনতে পার। আল্লাহর ইচ্ছা ভাল, সম্পূর্ণ নির্ভূল এবং তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।"(রোম.১২ঃ২)

খোদার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন এই বিষয়ে আমরা পূববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং ঐখানে সর্বশ্রেষ্ঠ্য দৃষ্টান্ত ছাড়াও এলি ও আইয়ুব নবীর উদাহরনের উল্লেখ করেছি । আরও উদাহরনের সাহায্যে এখনতাদের ঘটনাগুলো আমরা ব্যাখ্যা করব। কি আশ্চার্য কথা রয়েছে লেবীয় ১০ঃ৩-এ পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করুনঃ "হারুণের ছেলে নাদব ও অবীহূ তাদের আগুণের পাত্রে করে আগুন নিয়ে তার উপর ধুপ দিল। তারা মাবুদের হুকুমের বাইরে অন্য আগুনে মাবুদের উদ্দেশে ধুপ করবানী করল। এর দরুন মাবুদের কাছথেকে আগুন বের হয়ে এসে তাদের পুরিয়ে দিল, আর তারা মাবুদের সামনে মারা গেল। তখন মুসা হরুনকে বললেন, মাবুদ বলেছেন, যারা আমার কাছে আসে তারা যেন আমাকে পবিত্র বলে মান্য করে। লোকদের চোখে যেন তারা আমার সম্মাস তুলে ধরে।"(লেবীয় ১০ঃ১-৩) মহা ইমামের দু'জন ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে বেহেস্তী বিচারে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে হয়ত তখন তারা খুব উল্লসিত ছিল, হঠাৎ করে হারুনের সামনে এই পরীক্ষা উপস্থিত হল এবং তিনি এই পরিক্ষার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তিনি "চুপ করে রইলেন"। মাবুদ সর্ব যথেষ্ট অনুগ্রহের এক মূল্যবান উদাহরণ।

এখন একটি উক্তির বিশ্লেষণ করুন যা নবী দাউদ এর তুখ থেকে বের হয়েছিল "সমস্ত লোক বেরিয়ে যাবার পর বাদশাহ দাউদ সাদোককে বললেন, আল্লাহর সিন্দুকটা শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। মাবুদ যদি আমাকে দয়ার চোখে দেখেন তবে

তিনি আমাকে ফিরিয়ে আনবেন আর এই সিন্দুক ও তাঁর থাকবার জায়গা আবার আমাকে দেখতে দিবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট নই, তবে তিনি যা ভাল মনে করেন তা-ই আমার প্রতি করু।" (২ শামুয়েল ১৫ঃ২৫,২৬) এখানে বক্তা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তা মানব অন্তকরনের জন্য অতি কষ্টকর । দাউদ দুঃখে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। তার নিজের ছেলে তাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং তাকে হত্যার চেষ্টা করতে ছিল। সে জানত না আবার সে জেরুজালেম ও নিয়ম সিন্ধুক দেখতে পাবে কিনা কিন্তু সে খোদার কাছে এত নত ছিল যে এবং সে এত নিশ্চিত ছিল যে খোদার ইচ্ছাই সর্ব উৎকৃষ্ট, যদিও এর ফলে তাকে সিংহাসন এমন কি জীবন হারাতে হয় তিনি খোদার কাজ সন্তুষ্ট ছিলেন ,"তিনি যা ভাল মনে করেন তা-ই আমার প্রতি করুন ।" আর উদাহরণ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই কিন্তু সর্বশেষ ঘটনার উপর আলোকপাত করাই সঠিক কাজ হবে। যদি পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার ছায়ার মধ্যে দাউদ খোদার কাজের উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন , এখন ক্রেসের উপর খোদার অন্তর সম্পূর্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এখন খোদার ইচ্ছা সম্পাদনের উপর আমাদের আরো কত বেশি আনন্দিত হওয়া উচিত।

৮। এই মনের মধ্যে প্রশংসার গান জাগিয়ে তুলে ঃ

ইহা অন্য কোন রকম হতে পারে না। কেন আমি আমার চারপাশের উদাসিন ও অধার্মিক লোকদের চেয়ে ভিন্ন নই, তথাপি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে আমাকে মসীহতে পছন্দ করা হয়েছে এবং এখন বেহেস্তে তাঁর মধ্যে সমস্ত আত্মীক রহমত দ্বারা আর্শীবাদ করা হয়েছে ? কেন আমাকে যে ছিল একজন বিদেশী বিদ্রোহী এইরকম আশ্চার্যজনক অনুগ্রহের জন্য পৃথক করা হয়েছে ? হায়! ইহা এমন কিছু যা আমি বুঝতে পারি না। এইরকম অনুগ্রহ এই রকম মহব্বত আমাদের উপলব্ধির উর্ধ্বে। কিন্তু যদি আমার মন কোন কিছুর কারণ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় আমার অন্তর প্রশংসা ও গুন গানের মাধ্যমে ইহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। আমার প্রতি খোদার অতীত অনুগ্রহের জন্যেই কেবল আমার খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়, আমার প্রতি তাঁর বর্তমান আচরনের কারণেও আমার অন্তর তাঁর পতি ধন্যবাদেপূর্ণ। এই আয়াতের কত ক্ষমতা , "সর্ব সময় প্রভুতে আনন্দ কর" (ফিলি.৪ঃ৪)। লক্ষ্য করুন নাজাত দাতাতে আনন্দ করার কথা বলা

হয়নি , কিন্তু আমাদেরকে "প্রভুতে আনন্দ করতে হবে" যেহেতু "প্রভু" সমস্ত পরিস্থিতির মালিক। পাঠকদেরকে স্বরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার যে প্রেরিত যখন এই কথাগুলো লিখেছিলেন তখন তিনি রোমান শাসকের হাতে জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ছিলেন। অনেক দীর্ঘ কষ্ট ও দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি গমন করেছিলেন। ডাঙ্গায় বিপদ জলে বিপদ , ক্ষুধা-তৃষ্ণা , চাবুক ও পাথরের আঘাত এই সমস্ত কিছুরই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। মন্ডলীর ভিতর ও বাহিরের লোক জন তাকে অত্যাচার করেছিল , যে নিজেই নিজেকে ত্যাগ করা উচিত। এবং তারপরও তিনি লিখেছিলেন, "সব সময় প্রভুতে আনন্দ কর।" তার শান্তি ও সুখের গোপন রহস্য কি ছিল? হায়। এই একই প্রেরিত কি লিখেন নাই,"ধামরা জানি যারা আল্লাহকে হব্বত করে , অর্থাৎ আল্লাহ নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন তাদের ভালোর জন্য সব কিছুই একসংগে কাজ করে যাচ্ছে।" (রোম.৮ঃ২৮) কিন্তু কিভাবে তিনি ও আমরা জানি যে সমস্ত কিছু মঙ্গলের জন্য একত্রে কাজ করে? উত্তর হল, কারণ সমস্ত কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ্য কর্তার নিয়ন্ত্রনের অধীন এবং তিনি পরিচালনা করেন, এবং তিনি তাঁর নিজের লোকদের প্রতি মহব্বত ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না। এই জন্য সমস্ত কিছু তিনি এমন ভাবে সাজিয়েছেন যাতে অবশেষে এইগুলি আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। এই জন্য আমাদেরকে "তোমাদের দিলে প্রভুর উদ্দেশ্য কাওয়ালী গাও। সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের হযরত ঈসা মসীহের নামে পিতা আল্লাহকে শুকরিয়া জানাও।"(ইফি.৫ঃ২০) হাঁ "সমস্ত কিছুর জন্য" ধন্যবাদ দিন কারণ ইহা বলা হয়ে থাকে যে , "আমাদের নিরাশা মাবুদের আশা" যে খোদার কর্তৃত্বে আনন্দ বোধ করে তার জীবনে মেঘের অভ্যান্তরে কেবল রূপার আবরণ থাকে না কিন্তু সমস্ত মেঘ মালাই রৌপ্য নির্মিত অন্ধকার শুধু আলো ভারসাম্য রক্ষা করছে,

৯। ইহা ভালর মন্দতার উপর চুড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা দেয় ঃ

কাবিল হাবিলকে হত্যার পর থেকে এই দুনিয়াতে ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব ধার্মিকদের জন্য একটি স্পর্শকাতর সমস্যা হয়ে আসছে । যুগে যুগে ধার্মিককে অত্যাচার ও ঘৃনা করা হয়েছে যখন অধার্মিকগণ দেখা গেছে সুবিধা দ্বারা মাবুদকে অস্বীকার করতেছে। অধিকাংশ জায়গায় খোদার লোকেরা জাগতিক সম্পদে অত্যন্ত গরীব যেখানে দুষ্টেরা তাদের অস্থায়ী সম্পদে সবুজ উপকূল বৃক্ষের ন্যায় উন্নতি করছে।

কেউ যখন চার পাশে তাকায় এবং বিশ্বাসীদের কষ্ট এবং অবিশ্বাসীদের দুনিয়াবী উন্নতি দেখতে পায়, এবং দেখতে পায় যে প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা কত কম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা কত বেশি এবং সে যখন দেখতে পায় সত্য দৃশ্যতঃ পরাজিত মিথ্যা ও পেশী শক্তিই জয়ী হচ্ছে এবং সে যখন শুনতে পায় যুদ্ধের আওয়াজ আহতদের কান্না, স্বজনহারাদের বিলাপ, এবং সে যখন দেখতে পায় এখান কার প্রায় সবকিছুতেই গোলমাল, বিশৃঃখলা ও ধ্বংস ইহা হতে মনে হয় শয়তানই সমস্ত গোলমাল হতে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু কেউ যখন উপরের দিকে তাকায় চার পাশের পরিবর্তে একটি বিশ্বাসী চোখের সামনে সহজে একটি সিংহাসন উপস্থিত হয়, একটি সিংহাসন যা দুনিয়ার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি একটি সিংহাসন যা স্থির ও নিশ্চিতভাবে অধিষ্ঠিত এবং ইহার উপর এমন একজন বসে আছেন যাঁর নাম সর্বশক্তিমান এবং যিনি, "তাঁর বিচার বুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামতই সমস্ত কাজ করেন।" (ইফি.১ঃ১১) মাবুদ সিংহাসনে বসে আছেন ইহাই আমাদের নির্ভরতার ভিত্তি। কর্তৃত্ব মাবুদের হাতে এবং যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে না, কারণ, "কিন্তু তিনি সবকিছুতে স্থির থাকেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না, তাঁর যা খুশী তিনি তাই করেন।" (আইয়ুব ২৩ঃ১৩) যদিও খোদার রাজকীয় হাত ইন্দ্রীয় চোখের কাছে অদৃশ্য কিন্তু বিশ্বাসের চোখে তা দৃশ্যমান, যে বিশ্বাস তাঁর কালামের উপর দৃঢ় আস্থাশীল, এবং এইজন্য নিশ্চিত যে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন না। নিম্নে যা বর্ণিত হয়েছে তা লিখেছেন আমাদের ভাই মিঃ গেবেলিন, " মাবুদে কোন ব্যর্থতা নাই।" " খোদা §fJ oJjMw jj §p, KogqJ muPmj; oJjMw §gPT f Jr =j"S j~ §p, oj mhuJPmj, KfKj pJ mPuj TPrjS fJ, f Jr k«Kf J KfKj xmthJ kNet TPrj," (গণনা ২৩ঃ১৯) সমস্ত কিছুই সম্পাদিত হবে। তাঁর নিজের প্রিয় লোকদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা তাদের ক্ষেত্রে ঘটবে এবং গৌরবে নিয়ে যাবেন এই জন্য তা ব্যর্থ হতে পারে না। দুনিয়ার জাতি গনের নিকট বিভিন্ন নবীগন যে পবিত্র বাক্য বলেছেন তা-ও ব্যর্থ হবে না।"ওহে জাতিরা, তোমরা কাছে এস, শোন, হে লোকেরা, তোমরা কান দাও। দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার সব লোকেরা শুনুক, পৃথিবী তার মাটি থেকে তৈরী

মানুষেরা শুনুক। সব জাতির উপরেই মাবুদ ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের সব সৈন্যদলের উপরে তাঁর রাগ আছে। তিনি তাদের একেবারে শেষ করে ফেলবেন, ধ্বংসের হাতে তাদের তোলে দিবেন।"(যিশাইয়া ৩৪ঃ১,২)। ঐ দিন ব্যর্থ হবে না যে দিন (যিশাইয়. ২ঃ১১)তিনি প্রকাশিত হবেন , যখন তাঁর গৌরবে বেহেস্ত ঢাকা পড়বে এবং তাঁর পা এই দুনিয়ার উপর আবার দাঁড়াবে, ঐ দিন অবশ্যই আসবে। তাঁর রাজ্য এবং যুগের শেষ ও পরিসমাপ্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রতিশ্রুত ঘটনাসমূহও ব্যর্থ হবে না। এই অন্ধকার ও পরীক্ষার সময়ে ইহা মনে রাখা কত উত্তম যে, তিনি যে সিংহাসনে আসীন সে সিংহাসন নাড়ানো যাবে না এবং তিনি যা বলেছেন ও প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সম্পাদন করতে তিনি ব্যর্থ হবেন না।"তোমরা মাবুদের কিতাবে তালাশ করে দেখ ও তেলাওয়াত কর। সেখানে লেখা আছে এদের একটাও হারিয়ে যাবে না, একটারও সংগিনীর অভাব হবে না, কারন আমার মুখ দিয়ে মাবুদ সেই রকম হুকুম দিয়েছেন, আর তাঁর রূহ তাদের একসংগে জড়ো করবেন।"(ইশা.৩৪ঃ১৬) বিশ্বাস ও রহমতে পূর্ণ প্রত্যাশায় আমরা গৌরবের সময়ের দিকে তাকিয়ে তাকতে পারি যখন তাঁর কালাম ও ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং শান্তি রাজের আগমনে শান্তি আসবে এবং অবশেষে শান্তি ও ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন আমরা সেই সব উৎকৃষ্ট ও মহিমায় মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করি, যখন আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়,আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁর সাথে সহভাগিতায় পথ চলে, প্রতিদিন সতেজতায় জানতে পারি যে আমাদের সমস্ত পথে তিনি আমাদেরকে ধরে রাখতে ও সুরক্ষা করতে ব্যর্থ হন না।

১০। ইহা অন্তরের জন্য একটি আশ্রয়স্থল প্রদান করে ঃ

যা কিছু বলা যেতে পারে তার প্রায় সবকিছুই পূববর্তী শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি বেহেস্তের সিংহাসনে বসে আছেন , যিনি জাতিগণের শাসক এবং যিনি সমস্ত ঘটনা বলি সাজিয়েছেন এবং বর্তমানে নিয়ন্ত্রন করছেন, তিনি শুধুমাত্র ক্ষমতায় অসীম নন কিন্তু জ্ঞান ও মঙ্গলতায়ও অসীম, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রভু তিনি-ই "রক্ত মাংসে প্রকাশিত হয়েছিলেন" (১তীম.৩ঃ১৬)। হায়! ইহা এমন এক বিষয় যা কোন মানুষের কলম উপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারে না। মাবুদ অতি মহান শুধু এখানেই তাঁর গৌরব নীহিত নয়, কিন্তু ইহাতেও যে তিনি অতি মহান হয়েও বিনীত মহত্ত্বতে নিজেকে অবনত করলেন তাঁর নিজের পাপের

নিমজ্জিত সৃষ্টির শাস্তি বহনের জন্য, কারণ লিখা আছে, "আল্লাহ মানুষের গুনাহ না ধরে মসীহের মধ্য দিয়ে নিজের সংগে মানুষকে মিলিত করছিলেন, আর সেই মিলনের খবর জানাবার ভার তিনি আমাদের উপর দিয়েছেন।"(২কর.৫ঃ১৯)। খোদার মন্ডলীকে ক্রয় করা হয়েছে "তাঁর নিজ রক্ত দ্বারাচ"। (প্রেরিত.২০ঃ২৮)। রাজার নিজের করুণাপূর্ন আত্না অবমাননার উপর তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত । ও আশ্চার্যজনক ক্রোস যিনি এর উপর কষ্ট ভোগ করছেন তিনি এর দ্বারা আমাদের গন্তব্যের প্রভু হন নি, (তিনি পূর্বে তা ছিলেন) কিন্তু আমাদের অন্তরের মাবুদ হয়েছেন। এই জন্য হীন ভয়ে আমরা মহান কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করি না, কিন্তু প্রশংসাপূর্ণ ইবাদতে আমরা চিৎকার করে বলি, "হাজার হাজার কোটি কোটি। তারা জোরে জোরে এই কথা বলছিলেন যে ভেড়ার বাচ্চাকে মেরে ফেলা হয়েছিল, তিনিই ক্ষমতা, ধন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, গৌরব ও প্রশংসা পাবার যোগ্য।"(প্রকাশিত.৫ঃ১২) তবে এখানেই সেই মন্দ অভিযোগের নিস্পত্তি হল যে এই মতবাদ মাবুদের উপর ভয়ংকর মিথ্যা অপবাদ এবং ব্যাখ্য করা তাঁর লোকদের জন্য বিপদজনক। এমন একটি মতবাদ কি ভয়ংকর ও বিপদ জনক হতে পারে যা মাবুদকে তাঁর উপযুক্ত আসনে বসায়, যা তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁর করুণার প্রশংসা করে যা সমস্ত গৌরব তাঁর উপর আরোপ করে এবং সৃষ্টির অহংকারের সমস্ত ভিত্তি অপসারন করে? একটি মতবাদ কি ভয়ংকর ও বিপদজনক হতে পারে যা ধার্মিকদেরকে বিপদের সময় নিরাপত্তার উপলব্ধি প্রদান করে যা দুঃখ-কষ্টের সময় তাদের মধ্যে ধৈর্য্যের সঞ্চার করে যা সব সময় তাদের মধ্যে প্রশংসা উৎপাদন করে ? একটি মতবাদ কি "হাস্যকর," "বিপদজনক" হতে পারে যা আমাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে ভাল অবশ্যই মন্দের উপর বিজয়ী হবে এবং যা আমাদের অন্তরের জন্য একটি নিশ্চিত আশ্রয় স্থল প্রদান করে এবং সেই স্থান হল স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ্য জনের পরিপক্কতার ? না, হাজার বার না। "হাস্যকর ও বিপদজনক" হবার পরিবর্তে খোদার কর্তৃত্বের এই মতবাদ গৌরবময় ও আত্নার উন্নয়ন করে, এবং ইহার সঠিক উপলব্ধি আমাদেরকে মুসার সাথে চিৎকার করে বলতে বাধ্য করে "হে মাবুদ, দেবতাদের মধ্যে কে আছে তোমার মত? কে আছে তোমার মত এত পবিত্রতায় মহান আর মহিমায় ভয়ংকর? এমন কেরামতীর কুদরতী কার আছে?"(যাত্রা.১৫ঃ১১)

উপসংহার

"তারপর আমি অনেক লোকের ভিড়ের আওয়াজ, জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজ ও জোরে বাজ পড়বার আওয়াজের মত করে বলা এই কথা শুনলাম, আলহামদুলিল্লহা!আমাদের সর্বশক্তিমান মাবদ আল্লাহ রাজত্ব করতে শুরু করেছেন।"(প্রকাশিত১৯ঃ৬)

এখন আমরা উপসংহারে ফিরে যাব, একটি বা দু'টি সমস্যা যা সাধারনত ঃ খোদার কর্তৃত্ব সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয় । মাবুদ তাঁর নিজের লোকদের নাজাত শুধুমাত্র পূর্ব-নির্ধারন করে থাকেন না, কিন্তু তারা যে ভাল কাজ করবে তাও পূর্ব স্থির করে থাকেন (ইফি.২ঃ১০) তাহলে বাস্তব ধার্মিকতার জন্য চেষ্টা করার জন্য আমাদের আর কি উৎসাহ থাকে?
যারা নাজাত পাবে তাদের সংখ্যা যদি মাবুদ স্থির করে থাকেন এবং অন্যেরা ক্রোধের পাত্র, ধ্বংসের উপযুক্ত তাহলে হারানোদের কাছে সুখবর প্রচার করার জন্য আমাদের আর কি উৎসাহ রইল? উপস্থাপনের ধারাবাহিকতায় আসুন আমরা এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেই।

১। খোদার কর্তৃত্ব এবং অনুগ্রহে বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি ঃ

যা কিছু ঘটে সমস্ত ঘটনাই যদি মাবুদ পূর্বেই স্থির করে থাকেন, তবে কোন লাভে খোদার ভক্তির অনুশীলন করব(তীম.৪ঃ৭)? যে সমস্ত ভাল কাজের মধ্য দিয়ে আমরা গমন করব মাবুদ যদি তা পূর্বেই স্থির করে থাকেন (ইফি.২ঃ১০), তবে কেন আমাদের উচিত "ভাল কাজে যত্নবান হওয়া"(তীত.৩ঃ৮)? ইহা আবারও মানুষের দায়িত্বের সমস্যাকেই উত্তলিত করে আমাদের এই কথা বলেই উত্তর দেয়াই যথেষ্ট যে, মাবুদ আমাদেরকে তা করতে আদেশ করেছেন। কিতাব কোথাও অদৃষ্টবাদ এর প্রতি উদাসীনতার আত্নাকে উৎসাহীত অথবা প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। আমাদের বর্তমান সফলতায় সন্তুষ্ট থাকা কিতাবে স্পষ্টত অনুমোদন করা হয়নি। প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য কিতাবের আদেশ হলো, "nJAP~rJ, @Ko §p §xaJ irPf §kPrKZ fJ oPj TKr jJ,

fPm FTaJ TJ= @Ko TrKZ KkZPjr xo÷ KTZM n‡Pu KVP~ xJoPjr KhPT ^MPT xm vK† KhP~ @Ko §vw xLoJr KhPT ZMPa YPuKZ, FPf §pj UsLî pLvMr oiq KhP~ Bv›Prr ýVtoMUL cJPTr oPiq §p kMróJr rP~PZ fJ @Ko kJA,”(ফিলি.৩:১৪)। এই ছিল প্রেরিতের লক্ষ্য এবং ইহা আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঈমানদারদের চারিত্রিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে খোদার কর্তৃত্বের সঠিক উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতা বোধ ইহার উন্নতি করবে । যেমন একটি উত্তম মন পরিবর্তনের জন্য প্রথম পূর্ব শর্ত হল পাপীর নিজের সাহায্যের বিষয়ে হতাশা এবং একই ভাবে তার নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলা হল অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাবার জন্য প্রথম আবশ্যকীয় বিষয় । এবং তেমনি ভাবে একজন পাপী যে নিজের সাহায্যের বিষয়ে হতাশ সে নিজেকে সর্ব কর্তৃত্বের অনুগ্রহের হাতে ছেড়ে দিবে তাই যে সমস্ত ঈমানদারগণ তাদের দূর্বলতা সম্পর্কে সচেতন তারা ক্ষমতার জন্য মাবুদের দিকে ফিরবে। “যখন আমরা দূর্বল তখনই আমরা শক্তিশালী” (২কর.১২ঃ১০) ইহার অর্থ হলো আমরা খোদার কাছে সাহায্য চাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আমাদের মধ্যে দূর্বলতার উপলব্ধি থাকতে হবে। যখন ঈমানদারগণ নিজেদের মধ্যে এই চিন্তা পোষন করে যে সে নিজেই যথেষ্ট তখন সে মনে করে যে কেবল মাত্র ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সে প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, যদি সে মাংসের উপর আস্থা স্থাপন করে তবে পিতরের মত যে গর্ব করে বলেছিল সবাই মসীহকে ত্যাগ করলেও সে করবে না, আমরা অবশ্য ব্যর্থ হবো এবং পতিত হব। মসীহকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।(ইহো.১৫ঃ৫)

খোদার প্রতিজ্ঞা হলো“তিনি দুর্বলদের শক্তি দেন আর শক্তিহীনদের বল বাড়িয়ে দেন।”(যিশাইয়.৪০ঃ২৯)। এখন আমাদের সামনে যে প্রশ্ন আছে তার একটি বাস্তব গুরুত্ব আছে এবং আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা করব সহজ ও সরলভাবে আমাদের উত্তর প্রকাশ করার জন্য। ঈমানদার চরিত্র উন্নয়নের গোপন রহস্য হল আমাদের শক্তিহীনতা উপলব্ধি করা ও স্বীকার করা এবং তারপর সাহায্যের জন্য মাবুদের দিকে ফেরা। সহজ সত্য হলো যে কিতাবে আমাদের সামনে যে আইন বা আদেশ রয়েছে তার একটিও আমরা রক্ষা করতে বা পালন করতে আদৌ সক্ষম

নই। উদাহরণ স্বরূপ “তোমরা শত্রুদের মহব্বত কর” কিন্তু আমরা নিজেরা তা করতে পারি না অথবা আমাদেরকে দিয়ে তা করাতে পারি না। “কোন কিছুতেই উদ্বিগ্ন হইও না” কিন্তু কে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে অথবা দুশ্চিন্তাকে প্রতিরোধ করতে পারে যখন কোন বিপদ আসে? এইগুলো শুধুই উদাহরণ যা লাখ লাখ থেকে নির্বিচারে বেছে নেয়া হয়েছে। আমরা যা পালন করতে অক্ষম তা পালন করার আদেশ করে মাবুদ কি আমাদেরকে উপহাস করেন? আমাদের জানা মতে অগাস্টিনের উত্তরটিই এই প্রশ্নের জন্য সর্বোত্তম “মাবুদ যে আদেশদেন তা পালন করতে পারি না কিন্তু জানতে পারি আমাদের মাবুদের নিকট থেকে কি চাওয়া উচিত । আমাদের শক্তিহীনতায়, আমাদের শক্তিহীনতার একটি উপলব্ধি তাঁর উপর নির্ভর করতে সাহায্য করবে যার সমস্ত ক্ষমতা আছে। এখানেই খোদার সর্ব যথেষ্টতা এবং আমাদের অযথেষ্টতার প্রকাশ করে।

২। খোদার কর্তৃত্ব এবং ঈমানদারগনের সেবা ঃ

যদি মাবুদ দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে যারা নাজাত পাবে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকেন, তবে যাদের সাথে আমাদের দেখা হয় তাদের অনন্ত গন্তব্যের ব্যাপারে

আমাদের এত দুশ্চিন্তা কেন? ঈমানদারগনের সেবা কাজে আগ্রহের জন্য আর কি বাকী থাকল? খোদার কর্তৃত্বের মতবাদ ও ইহার ফল শ্রুতিতে পূর্ব নির্ধারণ কি খোদার গোলামদেরকে প্রচার কাজে বিশ্বস্ত হতে নিরুৎসাহীত করে না? না খোদার কর্তৃত্বের উপলব্ধি তাঁর গোলামদেরকে নিরুৎসাহীত করার পরির্বতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহীত করে। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে একজনকে প্রচার কাজের জন্য আহবান করা হয়েছে এবং সে ইচ্ছার স্বাধীনতায় এবং পাপীর নিজের ক্ষমতায় মসীহের নিকট আসতে বিশ্বাস করে। সে তাঁর সমস্ত আগ্রহ ও বিশ্বস্ততার সাথে সুখবর প্রচার করে কিন্তু সে দেখতে পায় তার অধিকাংশ শ্রুতাগন উদাসীন এবং মসীহের জন্য তাদের অন্তরে আদৌ কোন আগ্রহ নেই। সে দেখতে পায় অধিকাংশ মানুষ জাগতিক বিষয় বস্তু দ্বারা সম্পূর্নভাবে জড়ানো এবং পর কালের বিষয়ে খুব অল্প লোকই চিন্তা করে । সে মানুষকে অনুরোধ করে যাতে মাবুদের সাথে পুনঃবন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং তাদের সাথে তাদের আত্মার নাজাতের

জন্য মিনতি করে। কিন্তু কোন বিজয়ই অর্জিত হচ্ছে না। সে সম্পূর্ন ভাবে নিরুৎসাহীত হয়ে পড়ে এবং নিজেকে জিজ্ঞাস করে এই সমস্ত কিছুর লাভ কি? সে কি সমস্ত কিছুই বন্ধ করে দিবে অথবা তাঁর পক্ষে উচিত হবে উদ্দেশ্য ও উপায় পরিবর্তন করা? যদি মানুষ তার সুখবরে সারা না দেয়, তার কি উচিত হবে না দুনিয়া ও মানুষের কাছে যা প্রিয় ও গ্রহণ যোগ্য ঐ রকম কিছু করা ? সে কেন নিজেকে মানব সেবায় , সামাজিক উন্নয়ন ও অপরাধ বিরোধী অভিযানে নিয়োজিত করে না? হায় ! অনেক লোক যারা পূর্বে সুখবর প্রচার করত তারা এখন তার পরিবর্তে এই সমস্ত কাজে নিয়োজিত। তাহলে খোদার নিরুৎসাহীত গোলামের জন্য তাঁর ঔষধ কি? প্রথমত ঃ তাকে কিতাব থেকে শিখতে হবে যে এখন মাবুদ দুনিয়াকে নাজাত দেয়ার চেষ্টা করছেন না, কিন্তু এই যুগে তিনি, "অইহুদীদের মধ্য থেকে বেছে নিচ্ছেন" তাঁর নিজের নামের জন্য একটি জাতিকে (প্রেরিত১৫ঃ১৪)। তাহলে খোদার নিরুৎসাহীত গোলামের জন্য তাঁর ঔষধ কি? এই এই ধর্মীয় বিধানের জন্য খোদার পরিকল্পনার সঠিক উপলব্ধি। আবার ও আমাদের পরিশ্রমের দৃশ্যতঃ ব্যর্থতার কারণে আমাদের বিষাদের জন্য খোদার প্রতিকার কি ? এই নিশ্চয়তা যে খোদার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে না খোদার পরিকল্পনা বিফল হতে পারে না, খোদার ইচ্ছা অবশ্যই সিদ্ধ হবে। মাবুদ যা আদেশ করেন নাই তা বাস্তবায়ন করা আমাদের শ্রমের উদ্দেশ্য নয়। আবারও যার আবেদনের কোন সাড়া মেলে নি এবং যার পরিশ্রমের ফল অনুপস্থিত তার জন্য খোদার কালামে কি সান্ত্বনা আছে? ইহা ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই, এটা খোদার ব্যাপার এবং তাঁর কাজের অংশ । পৌল হয়ত "রোপন" করতে পারেন এবং আপেলো হয়ত "পানি সেচন" করতে পারেন কিন্তু একমাত্র মাবুদই বৃদ্ধি দিতে পারেন। (১কর. ৩ঃ৬)। আমাদের কাজ হলো মসীহের বাধ্য হয়ে প্রতিটি লোকের কাছে সুখবর প্রচার করা এবং জোর দিয়ে বলা "যে কেহ ঈমান আনে" এবং তারপর পবিত্র আত্মার হাতে ছেড়ে দেয়া যাকে ইচ্ছা তিনি কালামের জাগ্রতকারী ক্ষমতা প্রয়োগে জীবিত করবেন, খোদার নিশ্চিত প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে, "আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়ে অনেক উচুঁ। বৃষ্টি ও তোষার আকাশ থেকে নেমে আসে আর দুনিয়াকে পানি দান না করে সেখানে ফিরে যায় না বরং তাতে ফূল ও ফল ধরায় এবং বীজ বোনে তার জন্য শস্য আর যে খায়

তা জন্য খাবার দান করে। ঠিক তেমনি আমার মুখ থেকে বের হওয়া কালাম নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না, বরং তা আমার ইচ্ছা মত কাজ করবে আর যে উদ্দেশ্যে আমি পাঠিয়েছি তা সফল করবে।"(যিশাইয়া৫৫ঃ১০,১১)। প্রিয় প্রেরিতকে কি এই নিশ্চয়তা সংরক্ষন করেনি যখন তিনি ঘোষনা করেছিলেন, "হাঁ প্রভু" মসীহের সেই আর্শীর্বাণ্বিত উদাহরণ থেকেও কি এই একই শিক্ষা লাভ করা উচিত নয়। যখন আমরা পড়ি যে তিনি লোকদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে দেখেছ তারপরও বিশ্বাস কর নাই" তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি সাধান তিনি করেছেন এই বলে, "আমি তা আপনাদের বলছিযে, আপনারা আমাকে দেখেছেন কিন্তু তবুও ঈমান আনেন নি। পিতা আমাদের যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে।"(ইহো.৬ঃ৩৬,৩৭) তিনি জানতেন তাঁর শ্রম বৃথা যাবে না। তিনি জানতেন খোদার কালাম বিফল হয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাবে না। তিনি জানতেন যে খোদার মনোনীতগন তাঁর নিকট আসবে এবং তাঁর উপর ঈমান আনবে। এবং এই একই নিশ্চয়তা প্রতিটি গোলামের আত্মাকে পূর্ণ করে যে উপলব্ধি পূর্বক খোদার কর্তৃত্বের এই আর্শীবান্বিত সত্যের উপর নির্ভর করে। প্রিয়, সহ ঈমানদার কর্মী ভাইয়েরা "উদ্দেশ্যহীনতার কাছে অবনত হবার জন্য মাবুদ আমাদেরকে প্রেরন করেন নাই। মাবুদ পরিচর্যার কাজের দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়েছেন এর ফলাফল আমরা যাদের কাছে সুখবর প্রচার করি তাদের ইচ্ছার খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে না। আমাদের প্রভুর কালাম কত মহিমাণ্বিত উৎসাহদানকারী ও আত্মা সংরক্ষনকারী যদি আমরা সরল বিশ্বাসে তাদের উপর নির্ভর করি "আমার আরো মেষ আছে" লক্ষ্য করুন "আছে" "থাকবে" নয়, "আছে" কারণ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে পিতা তাঁকে তা দিয়ে ছিলেন। "যে গুলি এই খোয়ারের নয়," (এখানে এই খোয়ার বলতে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে) তাহাদেরও আমার আনিতে হইবে, তাহারা আমার ডাক শুনিবে।(ইহো.১০ঃ১৬)। শুধুমাত্র ইহা নয়, "তাদের আমার ডাক শুনতে হবে" শুধু ইহা নয়, "তারা হয়ত আমার ডাক শুনবে" তাও নয় "তারা হয়ত আমার ডাক শুনবে যদি তারা ইচ্ছুক হয়।" এখানে কোন "যদি" নেই নেই "হয়ত" এই বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই। "তারা আমার ডাক শুনবে" এই হল তাঁর নিজের হাঁ বোধক শর্তহীন ও নিশ্চিত

প্রতিজ্ঞা। এখানেই বিশ্বাসের ভিত্তি। প্রিয় বন্ধুগন, মসীহের "আরও মেষ" এর পর আপনার অনুসন্ধান চালিয়ে যান। নিরুৎসাহীত হবেন না যদি "ছাগল" আপনার সুখবর প্রচারের মাধ্যমে তার আহবানে মনোযোগ না দেয়। বিশ্বস্ত হোন কিতাবের অনুসারী হোন, অব্যবসায়ী হোন এবং মসীহ হয়ত তাঁর কিছু হারানো মেষকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে আপনাকে তার কণ্ঠস্বর হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।(১কর ১৫ঃ৫৮) এখন আমার কতিপয় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উপস্থাপন করব এবং এরই সাথে শেষ হবে আমাদের এই আনন্দদায়ক কাজ। কতিপয় লোককে নাজাতের জন্য খোদার স্বাধীন মনোনয়ন একটি করুণাপূর্ন ব্যবস্থা। পূর্ব নির্ধারনের মতবাদ নির্দয় হাস্যকর এবং অবিচার এই সমস্ত মন্দ অভিযোগের যথেষ্ট উত্তর হল যদি মাবুদ কাউকে নাজাতের জন্য মনোনয়ন না করেন তবে কেহই নাজাত পেত না, কারণ "এমন কেউ নেই যে মাবুদের খোঁজ করে" ।(রোম.৩ঃ১১)। ইহা কেবল আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নয় কিন্তু পবিত্র কিতাবের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা। মনোযোগের সহিত রোমীয়.৯ এর প্রেরিতের কথাগুলো পর্যবেক্ষন করুন যেখানে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, "নবী ইশাইয়া ইসরাইল জাতির বিষয়ে বলেছিলেন, বনি-ইসরাইলরা যদিও সংখ্যায় সমুদ্র-পারের বালির মত তবুও কেবল তার একটা অংশই উদ্ধার পাবে। মাবুদ শীঘ্রই দুনিয়াকে তার পাওনা শাস্তি পুরোপুরিভাবেই দেবেন। নবী ইশাইয়া আরও বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি কিছু বংশধর আমাদের জন্য রেখে না যেতেন তবে আমাদের অবস্থা সাদুম ও আমুরা শহরের মত হত।"(রোম.৯ঃ২৭,২৯)এই অনুচ্ছেদের শিক্ষা অভ্রান্ত, বেহেস্তী মধ্যস্থতা ব্যতীত ইস্রায়েল সদোন ও গোমরার মতই হত। যদি মাবুদ ইস্রায়েল জাতীকে পরিত্যাগ করতেন, তবে মানুষের পতিত স্বভাব ইস্রায়েল জাতীকে ভয়াবহ পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেত। কিন্তু মাবুদ ইস্রায়েল জাতীর "ধ্বংসাবশেষ" বা "বীজ" কে সংরক্ষন করলেন। আদি কালে সমতল ভূমির সমস্ত শহর মাবুদ তাদের পাপের কারনে ধ্বংস করে ফেলে ছিলেন, এবং ঐখানে জীবিত কেউ ছিল না, এবং ইস্রায়েল এর অবস্থাও তেমনই হত যদি মাবুদ তাদের একটি অংশকে বাঁচিয়ে না রাখতেন বা সংরক্ষন করতেন। মানব জাতীর ক্ষেত্রে ও একই রকম যদি মাবুদ তাঁর স্বাধীন অনুগ্রহ দ্বারা মানবজাতির একটি অংশকে সংরক্ষন না করতেন তবে আদমের সমস্ত বংশধর তাদের পাপে ধ্বংস হত। এই

জন্য আমরা বলি কতিপয় লোককে খোদার স্বাধীন অনুগ্রহে নাজাতে মনোনয়ন একটি করুনাপূর্ণ ব্যবস্থা। এবং লক্ষ্য রাখবেন, যাদেরকে তিনি পছন্দ করেছেন তাঁর এই পছন্দে যাদেরকে পছন্দ করা হয়নি তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয়নি, কারণ নাজাতের উপর কারো কোন অধিকার নেই। নাজাত করুণায় পাওয়া যায়, এবং অনুগ্রহের অনুশীলন সম্পূর্নভাবে কর্তৃত্বের বিষয় মাবুদ হয়ত সবাইকে নাজাত দিতে পারেন, অনেক লোক অথবা অল্প লোককে একজনকে অথবা দশহাজার জনকে তাঁর কাছে যা ভাল মনে হয় তা-ই করতে পারেন। কিন্তু উত্তর দেয়া উচিত কি, কিন্তু সবাইকে নাজাত দেয়া হলে খুবই উত্তম হত। জবাব হল আমরা বিচার করতে সক্ষম নই। আমরা হয়ত চিন্তা করতে পারি ইহা "উত্তম" হত যদি মাবুদ শয়তানকে সৃষ্টি না করতেন পাপকে দুনিয়াতে প্রবেশ করতে না দিতেন আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত ভাল ও মন্দের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে অনুমোদন না করতেন হায় ! "খোদার পথ আমাদের পথ নয়" এবং তাঁর পথ আমাদের অনুসন্ধানের বাহিরে। যা কিছু ঘটে মাবুদ তা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর কর্তৃত্বকারী শাসন সমস্ত বিশ্বভ্রান্ড এবং প্রতিটি প্রাণীর উপর বিস্তৃত। "আল্লাহর বিরুদ্ধে কার দাবী আছে যে, তার দাবী তাকে মানতে হবে? সব কিছু তো তাঁরই কাছ থেকে ও তাঁরই মধ্য দিয়ে আসে এবং সবকিছু তারই উদ্দেশ্যে। চিরকাল তাঁরই প্রশংসা হোক। আমিন।"(রোমীয়১১ঃ৩৬)। মাবুদ সমস্ত কিছুই শুরু করেন নিয়ন্ত্রন করেন সমস্ত কিছু এবং সমস্ত কিছু তার অনন্ত গৌরবের জন্য কাজ করে। "বেহেস্তে হোক বা দুনিয়াতে হোক, দেব-দেবী বলে যদি কিছু থেকেই থাকে অবশ্য দেবতাও অনেক, প্রভুও অনেক-তবুও আমাদের জন্য আল্লাহ মাত্র একজনই আছেন। তিনিই পিতা, তাঁরই কাছ থেকে সব কিছু এসেছে আর তাঁরই জন্য আমরা বেঁচে আছি। আর প্রভুও আমাদের মাত্র একজন, তিনি ঈসা মসীহ। তাঁরই মধ্যদিয়া সব কিছু এসেছে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে অমরা বেঁচে আছি।"(১কর.৮ঃ৬) এবং আবারও, "আল্লাহ তাঁর বিচার বুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামত সব কাজ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি আগেই যা ঠিক করে রেখে ছিলেন সেই মতই মসীহের মধ্যদিয়ে তাঁর নিজের বান্দা হবার জন্য আমাদের বেছে নিয়েছেন।"(ইফি.১ঃ১১) নিশ্চয়ই যদি অদৃষ্টের উপর কোন কিছু আরোপ করা যায় তা হল ভাগ্যের লিখন এবং তারপর খোদার কালাম

স্পষ্টভাবে ঘোষনা করে "লোকে ভাগ্য পরীক্ষা করে, কিন্তু তার ফলাফল মাবুদই ঠিক করেন।"(হিতো১৬ঃ৩৩) সমস্ত জ্ঞান সৃষ্টির পূর্ব থেকে মাবুদের জ্ঞান যে আমাদের এই দুনিয়া শাসন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত । আমাদের এই দুনিয়া শাসনে মাবুদের জ্ঞান এখনও সম্পূর্নভাবে সমস্ত সৃষ্ট জ্ঞানের সামনে প্রদর্শিত হয়নি। মাবুদ একজন অলস দর্শক নন,যিনি অনেক দূর থেকে আমাদের এই দুনিয়তে কি ঘটেছে তা দেখতেছেন কিন্তু তিনি সমস্ত কিছু ঘটন করেছেন তাঁর গৌরবের চুড়ান্ত উন্নয়নের জন্য। এমন কি এখনও তার অনন্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন, কেবল মাত্র মানুষ ও শয়তানের বিরোধীতা জন্য নয় কিন্তু তাদেরকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করার সমস্ত প্রচেষ্টা যে কত মন্দ ও তুচ্ছ তা একদিন সম্পূর্নভাবে প্রমাণিত হবে যেভাবে আদিকালে বিদ্রোহী ফেরাওন ও তার মিত্রদের লোহিত সাগরে পরাজিত করা হয়েছিল। একটি কথা খুব ভাল ভাবে প্রচলিত তা হলো সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ও উদ্দেশ্য হলো খোদার গৌরব। ইহা সম্পূর্ণভাবে বেহেস্তী সত্য যে যা কিছু ঘটে সমস্ত কিছু মাবুদ তাঁর আপন গৌরবের জন্য সাজিয়েছেন সমস্ত সম্ভাব্য ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমাদের কেবল মনে রাখা প্রয়োজন মাবুদ কে এবং কোন ধরনের গৌরব তিনি চান। তিনি হলেন আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের মাবুদ ও পিতা যাঁর মধ্য দিয়ে বেহেস্তী মহব্বত নেমে এসেছিল এবং যিনি আমাদের মাঝে গোলামের মত ছিলেন। তিনি নিজেই সর্ব যথেষ্ট তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে সত্যিকারের কোন গৌরবজনক সিংহাসন গ্রহন করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে সমস্ত ভাল ও নিখুঁত দান এসে থাকে, যাঁর কোন রূপান্তর বা পরিবর্তন নেই, তাঁর সৃষ্টি কেবল মাত্র তাঁর জিনিস তাঁকে দিতে পারে। এই রকম একজনের গৌরব দেখতে পাওয়া যায় তাঁর নিজের মঙ্গলতা, ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও সত্য প্রদর্শনের মাঝে তাঁর নিজেকে প্রকাশের মাঝে যেভাবে তিনি নিজেকে মসীহের মাঝে প্রকাশ করে ছিলেন এবং অনন্তকাল করবেন। এই খোদার গৌরব হল সমস্ত কিছু অবশ্যই তাঁর সেবা করবে শত্রুতা ও মন্দতা অন্যান্য সমস্ত কিছুর মতই তাঁর সেবা করবে। তিনি তা সাজিয়েছেন তাঁর ক্ষমতা তা নিশ্চিত করবে এবং যখন সমস্ত দৃশ্যমান মেঘ ও বাঁধা দূর হবে, তখন তিনি বিশ্রাম নিবেন, তাঁর মহব্বতে বিশ্রাম নিবেন অনন্তকালের জন্য যদিও অনন্ত কাল কেবল যথেষ্ট

প্রকাশনা উপলব্ধির জন্য। "মাবুদই হবেন সর্বময় কর্তা" চারটি শব্দে একটি অনির্বচনীয় ফলাফল। আমরা যা লিখেছি তা হল এই অতিগুরোত্বপূর্ন বিষয়ের অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ন উপলব্ধি আমরা অবশ্যই তা দুঃখের সাথে স্বীকার করব। যদি কখনও এর ফলে , পরিস্কারভাবে খোদার মর্যাদা ও তাঁর করুণাপূর্ণ কর্তৃত্বের উপলব্ধি আসে তবে আমাদের শ্রমের জন্য তা বিশাল পাওনা । যদি পাঠক এই বইটি পড়ে রহমত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তিনি যেন প্রত্যেক ভাল ও নিখুত জিনিসের প্রদানকারীকে ধন্যবাদ দিতে ব্যর্থ না হন, যেন সমস্ত প্রশংসা তাঁর অনুপম ও স্বাধীন অনুগ্রহের উপর আরোপ করেন।"fJrkr @Ko IPjT §uJPTr KnPzr vÈ, §=JPr mP~ pJS~J §xsJPfr vÈ S §=JPr mJ= kzmJr vPÈr of TPr muJ FA TgJ vMjuJo, êyJPuŠuN~J! @oJPhr xmtvK†oJj k«n‡ মাবুদ rJ=f™ TrPf vMË TPrPZj,"

(প্রকা.১৯ঃ৬)

-:-